# তাওহীদের ডাক

৫৬ তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০২২
Web : www.tawheederdak.com

- ছিয়ামের ফযীলত
- অধিকাংশ সমাচার
- রাগ থেকে পরিত্রাণের উপায়
- ইসলামী বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- সাক্ষাৎকার : মাওলানা আমানুল্লাহ মাদানী (পাবনা)

# হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

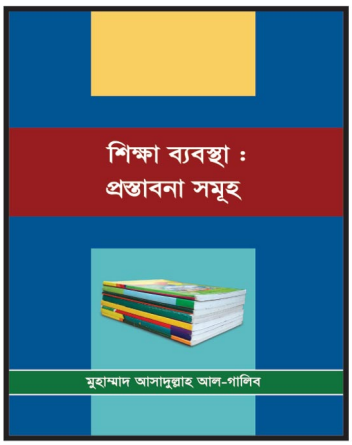


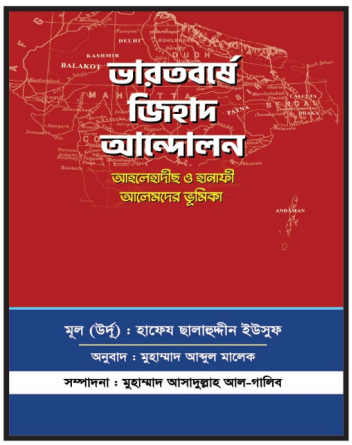


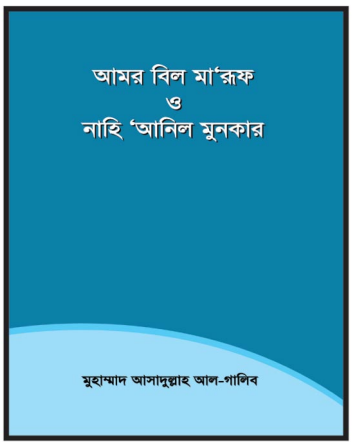

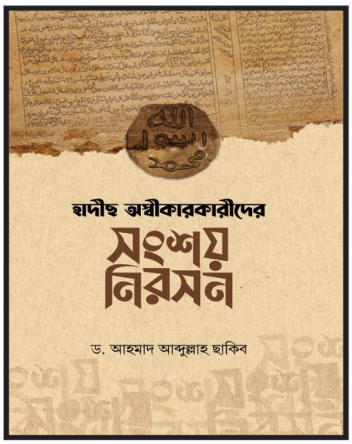


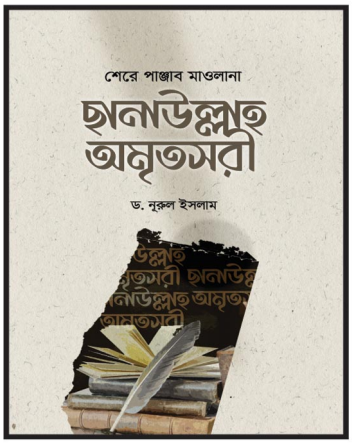


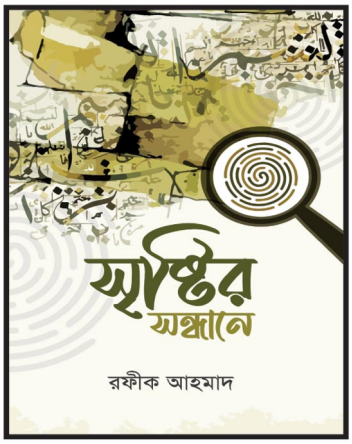


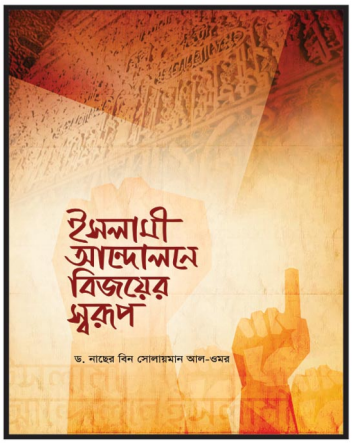



## হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

# তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৫৬ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০২২



**উপদেষ্টা সম্পাদক**
ড. নূরুল ইসলাম

**সম্পাদক**
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

**নির্বাহী সম্পাদক**
ড. মুখতারুল ইসলাম

**সহকারী সম্পাদক**
আসাদুল্লাহ আল-গালিব



**যোগাযোগ**
**তাওহীদের ডাক**
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
**ফোন :** ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫-২০৯৬৭৬
**সার্কুলেশন বিভাগ**
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
**ই-মেইল**
tawheederdak@gmail.com
**ওয়েবসাইট**
www.tawheederdak.com



**মূল্য : ২৫ টাকা**

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।


## সূচীপত্র


- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা : সম্মান-মর্যাদা** ৩
  **তাবলীগ**
- **রামাযানে ছিয়ামের ফযীলত** ৫
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  **তানযীম**
- **ইহ্তিসাব** ১০
  ইহসান ইলাহী যহীর
  **তারবিয়াত**
- **বিবাদ মীমাংসা : গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব** ১৫
  আব্দুর রহীম
  **তাজদীদে মিল্লাত**
- **আদর্শবান স্বামীর প্রতি উপদেশ (২য় কিস্তি)** ১৯
  মফীযুল ইসলাম
  **সাময়িক প্রসঙ্গ**
- **দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি : বিপর্যস্ত জনজীবন** ২৩
  আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক
  **প্রবন্ধ**
- **রাগ নিয়ন্ত্রণের ফযীলত ও উপায়** ২৫
  মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলাম
- **সাক্ষাৎকার : আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী** ২৮
  **ইতিহাস-ঐতিহ্য**
- **বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় দারাসবাড়ী মাদ্রাসা** ৩২
  আশিক আল-গালিব
  **ধর্ম ও সমাজ**
- **মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন (৩য় কিস্তি)** ৩৪
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
  **ইংরেজী প্রবন্ধ**
- How to Improve the Quality of Your Salah In Ramadan ৩৮
  **চিন্তাধারা**
- **ইসলামী বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা** ৪০
  মুহাম্মাদ আব্দুন নূর
  **শিক্ষাঙ্গন**
- **অধিকাংশ সমাচার** ৪৪
  লিলবর আল-বারাদী
- **সমকালীন মনীষী**
  **মুহাম্মাদ মুখতার বিন আল-আমীন আশ-শানক্বীতী** ৫০
  ফরীদুল ইসলাম
- **অনুবাদ গল্প : দজলায় ভাসে গোলামের রিযক** ৫১
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৩
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫

# সম্পাদকীয়

## জীবন এক নিরন্তর পরীক্ষা

দুনিয়াবী জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার অবিশ্রান্ত মহড়া আমাদের এতটাই আত্মভোলা করে রাখে যে, প্রায়শঃই আমরা বিস্মৃত হই যে, দুনিয়াবী জীবন আমাদের জন্য পরীক্ষা ক্ষেত্র। আমাদের প্রাত্যহিক যাপিত জীবন, আমাদের উপর আপতিত বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, সুখ-আনন্দ সবকিছুই এই পরীক্ষার নিত্য অনুষঙ্গ। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি আচরণের অন্তরালে চলে চুলচেরা হিসাব-নিকাশ *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। সবকিছুর মধ্যেই নিহিত মহান স্রষ্টার এক নিখুঁত কর্মকৌশল, যার পশ্চাতে লুকিয়ে থাকে বইয়ের পৃষ্ঠার মত ধারাবাহিক একের পর এক এলাহী নিদর্শন আর কার্যকারণ। কখনও এই পরীক্ষা এতই সূক্ষ্ম যে, তার বাস্তবতা অনুভব করতে আমাদের সীমিত জ্ঞান ও বিবেক অক্ষম। কখনও পরীক্ষার ধরনগুলোও এমন বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় যে, বাস্তবিকপক্ষে তা যে কোন পরীক্ষার অংশ, তা আমাদের ধারণারও অতীত হয়।

কখনও মহান রব সুনিশ্চিত বিপদ কিংবা মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে পরীক্ষা নেন- আমরা কতটুকু রবের প্রতি শোকরগুযার; আবার কখনও কঠিন বিপদ চাপিয়ে পরীক্ষা নেন- কতটুকু আমরা রবের সিদ্ধান্তে সন্তোষভাজন। কখনও আমাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে পরীক্ষা নেন- কে আমাদের মধ্যে রবের বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল আর কে সীমালংঘনকারী। কখনও মানুষকে দলে দলে বিভক্ত করে পরীক্ষা নেন- কে সঠিক পথের উপর অবিচল থাকতে চায় আর কে পথভ্রষ্ট। কখনও দুনিয়াবী প্রলোভনের বস্তুগুলো সামনে হাযির করে পরীক্ষা নেন- কে রবকে বেশী অগ্রাধিকার দেয় আর কে নিজের নফসকে। কার নিয়ত শুদ্ধ আর কার নিয়ত অশুদ্ধ। কখনও পারস্পরিক দুনিয়াবী স্বার্থ সামনে এনে পরীক্ষা নেন- দুনিয়ার মোহ আমাদের কাছে বড়, নাকি পরকালীন মুক্তি। অন্যের হক রক্ষা করা যরূরী, নাকি নিজের অন্যায় স্বার্থসিদ্ধি।

কখনও সফলতা দিয়ে পরীক্ষা নেন-আমরা অহংকারী, নাকি রবের রহমতের ভিখারী। কখনও বিফলতা দিয়ে পরীক্ষা নেন- আমরা অনুযোগকারী, নাকি কল্যাণের প্রত্যাশায় ধৈর্যধারণকারী। কখনও দারিদ্র্য চাপিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নেন- আমরা হালাল উপার্জন প্রত্যাশী, না হারাম উপার্জন। কখনও ধনাঢ্য করে পরীক্ষা নেন- আমরা হালাল পথে ও নেকীর কাজে ব্যয়ের অভিলাষী, নাকি হারাম বিলাস-ব্যাসনে সম্পদ অপচয়কারী। কখনও পাপের কাজের সম্মুখীন করে পরীক্ষা নেন- কতটা আমরা রবের প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল ও তওবাকারী আর কতটা অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী। কখনও নেকীর কাজ করিয়ে পরীক্ষা নেন- কতটা তা আল্লাহ্র জন্য ইখলাছপূর্ণ আর কতটা ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা দুনিয়াবী প্রাপ্তির জন্য। কখনও দ্বীনদারীর পরীক্ষা নেন- কতটা আমরা আল্লাহ্র ভয়ে দ্বীন পালন করি, আর কতটা অন্ধ ভালবাসা, অধিকাংশের ভয় কিংবা ব্যক্তিগত গোঁড়ামী থেকে পালন করি। এরূপ হাযারো মাধ্যমে, হাযারো পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নেন এবং নিচ্ছেন, সফলতা-ব্যর্থতার হিসাব রাখছেন- আমাদের অগোচরে।

বর্তমান যুগে আমাদের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু দারিদ্র্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সম্পদহানি। অথচ এসব বিষয় মানবজীবনের একান্ত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা থেকে চাইলেই বের হওয়া সম্ভব নয়। বরং কারা আল্লাহ্র উপর প্রকৃত ভরসাকারী, কারা উত্তম ধৈর্যশীলতা অবলম্বনকারী, তা বাছাই করে নিতে আল্লাহ এটা আমাদের জন্য অবধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। (এমতাবস্থায়) আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*। কখনও আল্লাহ উপদেশ গ্রহণ করার জন্য বান্দার পরীক্ষা নেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণও করে না' *(তওবা ৯/১২৬)*।

কখনও ঈমানদারদের দল-উপদলে বিভক্ত হতে দেখে আমরা হতাশা বোধ করি আবার কেউ নিজেকে দায়মুক্ত ভেবে সঙ্গোপনে এক প্রকার আত্মতুষ্টিও লালন করি। অথচ এই দলবিভক্তি যে আল্লাহ্র পরীক্ষারই অংশ এবং এর মাধ্যমে যে তিনি অধিকতর ভাল মানুষ বাছাই করে নেন, তা আমরা কয়জনই বা অবগত? আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ চাইলে তিনি তোমাদের (ঐক্যবদ্ধ) এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। তবে তিনি চান তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেছেন, তা দিয়ে পরীক্ষা করতে। অতএব তোমরা কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা কর' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা যা করছ, সে বিষয়ে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে *(নাহল ১৬/৯৩)*। সুতরাং মুসলিমদের মধ্যে একতা কাম্য হলেও তা হবার নয়। কেননা এই বিভক্তির মধ্য দিয়েই আল্লাহ সত্যিকারের মুমিন কারা তাদেরকে বাছাই করে নেন।

আবার ঈমানদার ও দ্বীনদার হলেই যে আমরা আল্লাহ্র পরীক্ষা থেকে বেঁচে যাব, এমনটি ভাবার কোন সুযোগ নেই। বরং তাদের জন্য পরীক্ষাটা আরো বড়। আল্লাহ বলেন, 'মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি-এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে'? *(আনকাবূত ২৯/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয় নবীদের। তারপর বান্দার দ্বীনদারীর মাত্রার উপর পরীক্ষা করা হয়। যে যত দ্বীনদারীতে অবিচল, সে তত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়' *(তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩)*। কেন আল্লাহ ঈমানদারদের পরীক্ষা নেন?

*[বাকী অংশ ৩৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ]*

# সম্মান-মর্যাদা

**আল-কুরআনুল কারীম :**

**1**- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا-

(১) 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর আমরা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)*।

**2**- قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ -

(২) 'তুমি বল, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ'ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি। প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হবে না। ন্যায্য কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা অনুধাবন করো' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

**3**- مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ-

(৩) 'এ কারণেই আমরা বনু ইস্রাঈলের উপর বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে। বস্তুতঃ তাদের নিকট আমাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। এরপরেও তাদের অনেক লোক জনপদে সীমালংঘনকারী হিসাবে রয়ে গেছে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

**হাদীছে নববী :**

**4**- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ-

(৪) আবু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, জাতির ইমামতি এমন লোক করবেন, যিনি আল্লাহ্র কিতাব সবচেয়ে উত্তমভাবে পড়তে পারেন। উপস্থিতদের মাঝে যদি সকলেই উত্তম ক্বারী হন তাহ'লে ইমামতি করবেন ঐ লোক যিনি সুন্নাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন। যদি সুন্নাতের ব্যাপারে সকলে সমপর্যায়ের জ্ঞানী হন তবে যে সবার আগে হিজরত করেছেন। হিজরত করাতেও যদি সবাই এক সমান হন, তাহ'লে ইমামতি করবেন যিনি বয়সে সকলের চেয়ে বড়। আর কোন লোক অন্য লোকের ক্ষমতাসীন এলাকায় গিয়ে ইমামতি করবে না এবং কেউ কোন বাড়ী গিয়ে যেন অনুমতি ছাড়া বাড়ীওয়ালার আসনে না বসে। এক বর্ণনায় রয়েছে, আর কোন লোক অন্য লোকের গৃহে গিয়ে (অনুমতি ব্যতীত) ইমামতি করবে না'।[১]

**5**- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا-

(৫) ইবনু উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখণ্ড মিসওয়াক দিয়ে মিসওয়াক করছি। এমন সময় দু'জন লোক আমার কাছে এলো, যাদের মধ্যে একজন অপরজন হ'তে (বয়সে) বড়। আমি আমার মিসওয়াকটি ছোটজনকে দিতে উদ্যত হলে আমাকে বলা হ'ল, বড়জনকেই দিন। অতঃপর আমি তা বড়জনকেই দিলাম'।[২]

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭।*
২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮৫।*

6- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَخِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا-

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি বলে দেব না যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? ছাহাবায়ে কিরাম বললেন, জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার বয়স বেশী এবং যার চরিত্র ভাল'।[৩]

7- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْوِيهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৪]

8- عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

(৮) কা'ব ইবনু মুররাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে, তার এ বার্ধক্য ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে'।[৫]

9- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ-

(৯) আবু মূসা আল-আশ্'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলিমকে ইযযত-সম্মান করা, কুরআন পাঠককে সম্মান করা- যতক্ষণ সে কুরআনের বাক্যের বা অর্থে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতিসাধন না করে এবং ন্যায়বিচারক শাসককে সম্মান করা, এ সবকিছুই আল্লাহকে সম্মান করার অংশবিশেষ'।[৬]

10- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الآخَرِ فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ مَكَثَ الآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ.... فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا ثُمَّ اسْتُشْهِدَ وَدَخَلَ هَذَا الآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً. قَالُوا بَلَى. قَالَ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِى السَّنَةِ. قَالُوا بَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

(১০) তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, দু'ব্যক্তি দূর-দূরান্ত থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। তারা হ'ল খাঁটি মুসলিম। তাদের একজন ছিল অপরজন অপেক্ষা শক্তিধর মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হলো এবং অপরজন এক বছর পর মারা গেলো। বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর কানে গেলো এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি বলেন, কী কারণে তোমরা বিস্মিত হলে? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিধর মুজাহিদ। তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করলো। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, সে একটি রামাযান মাস পেয়েছে, ছিয়াম রেখেছে এবং এক বছর যাবত এই এই ছালাত কি পড়েনি? তারা বললো, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আসমান-যমীনের মধ্য যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে তার চেয়ে অধিক ব্যবধান'।[৭]

**মনীষীদের বক্তব্য :**

১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূরা বনী ঈস্রাইলের ৭০ নম্বর আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, 'মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানে'।[৮]

২. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরযী বলেন, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্যই মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক'।[৯]

৩. ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হ'ল মানুষ দুই পায়ে চলাফেরা করে, হাত দিয়ে খায়। কিন্তু অন্য প্রাণী চার পায়ে চলাফেরা করে এবং মুখ দিয়ে খায়'।[১০]

**সারবস্তু :**

(১) মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টিজীবের শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন এবং ছোট-বড় সকলের সম্মানের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। (২) জ্ঞানের স্তর ভেদে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। (৩) মহান আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই যে তাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। (৪) মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানবতার শিক্ষক এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সম্মানিত ব্যক্তি।

---

*৩. আহমাদ, মিশকাত হা/৫১০০।*
*৪.আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৮; আবুদাউদ হা/৪৯৪৩।*
*৫. তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫৯।*
*৬. আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৯৭২।*
*৭. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৩৯২৫।*
*৮. আল-বাহরুল মুহীত্ব ৬/৫৮ পৃ.।*
*৯. ঐ।*
*১০. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৫৫ পৃ.।*

# রামাযানে ছিয়ামের ফযীলত

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

**ভূমিকা :**

রামাযান একজন মুমিন বান্দার জন্য নিজেকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসের বেশ কয়েকটি আমল দিয়ে জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে নেয়ার সুযোগ লাভ হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে রামাযান মাসের ছিয়াম কেন্দ্রীক কতিপয় ফযীলত সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

**ছিয়াম ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। ২.ছালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা’।[১]

**রামাযান মাসের ছিয়াম পালনে আল্লাহ্র নির্দেশ :**

মহান আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ‘রামাযান হ’ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে’*(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

**রামাযানের ছিয়াম বিগত পাপ মোচনকারী :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি ঈমানসহ ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’।[২]

অপর এক হাদীছে এসেছে, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ছাঃ) মিম্বারে উঠলেন। তিনি প্রথম সিঁড়িতে উঠে বলেন, আমীন! তিনি দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠেও বলেন, আমীন! তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে উঠেও বলেন, আমীন! ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমরা আপনাকে তিনবার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বলেন, আমি প্রথম সিঁড়িতে উঠতেই জিবরাঈল এসে বলল, দূর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে রামাযান মাস পেলো এবং তা শেষ হয়ে যাওয়া সত্বেও তার গুনাহর ক্ষমা হ’ল না। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উঠতেই তিনি বলেন, দূর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে নিজ পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ তারা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করালো না। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর তৃতীয় ধাপে উঠতেই তিনি বলেন, দূর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যার নিকট আপনার নাম উল্লেখ হ’ল, অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পড়েনি। আমি বললাম, আমীন![৩]

**বরকতময় সাহারী রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে হাদিয়া :**

হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ ‘তোমরা এক ঢোক পানি দিয়ে হলেও সাহারী ভক্ষণ কর’।[৪]

কেননা যে, ছিয়াম ফরজ হওয়ায় তখন দিকে শেষ রাতে বর্তমান এর মত সাহারী খাওয়ার সুযোগ ছিলনা। হযরত আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً ‘তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে’।[৫]

**রামাযানে সাহারী ভক্ষণ দ্বারা ইহুদীদের বিরোধিতা :**

আমর ইবনু আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ ‘আমাদের ও কিতারীদের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হ’ল সাহারী খাওয়া’।[৬]

**রামাযানে সাহারী ভক্ষণে ফেরেশতার দো‘আ লাভ :**

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

---

১. *বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/২০ (১৬); মিশকাত হা/৪।*
২. *বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৬৬০ (১৭৫); মিশকাত হা/১৯৮৫।*
৩. *আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৮; হাকেম হা/৭২৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৯৫।*
৪. *ইবনু হিব্বান হা/৩৪৭৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭২।*
৫. *বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫ (৪৫); মিশকাত হা/১৯৮২।*
৬. *মুসিলম হা/১০৯৬ (৪৬); মিশকাত হা/১৯৮৩।*

ইবনু উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন, যারা সাহারী খায় আর ফিরিশতাবর্গও তাদের জন্য দো'আ করে থাকেন'।[৭]

**রামাযানে দ্রুত ইফতারে কল্যাণের অন্তর্ভুক্তি :**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ 'সাহল ইবন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, লোকেরা যতদিন যাবৎ সময় হওয়া মাত্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে'।[৮]

**রামাযানে দ্রুত ইফতার সুন্নাতের উপর দৃঢ় থাকার শামিল :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ 'আমার উম্মত ততক্ষণ দ্বীনের উপর টিকে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতারের জন্য নক্ষত্রের অপেক্ষা করবে না'।[৯]

**রামাযানে দ্রুত ইফতার দ্বীনকে প্রকাশের শামিল :**

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা জলদী ইফতার করবে। কেননা, ইয়াহুদী ও নাছারারা ইফ্তার অধিক বিলম্বে করে'।[১০]

**খেজুর বা পানি দ্বারা ইফতার করা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে হাদিয়া :**

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ-

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাগরিবের ছালাত আদায়ের পূর্বে পাকা খেজুর দ্বারা ইফ্তার করতেন। আর যদি পাকা খেজুর না পেতেন, তখন তিনি শুক্না খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর যদি তাও না হ'তো, তখন তিনি কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন'।[১১]

**ইফতারের দো'আ রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে হাদিয়া :**

নবী করীম (ছাঃ) ইফতারের সময় বলতেন, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 'তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ চাহে তো বিনিময় নির্ধারিত হয়েছে'।[১২]

**ছায়েমকে ইফতার করিয়ে অনুরূপ নেকী অর্জন :**

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ-

'যে ব্যক্তি কোন ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায় অথবা কোন গাযীকে জিহাদের অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করে তার জন্য ছিয়ামপালনকারী বা গাযীর অনুরূপ নেকী রয়েছে'।[১৩]

**রামাযানে ছিয়াম পালনকারীর দো'আ :**

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ- 'তিন ব্যক্তির দো'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। ১. সন্তানের জন্য পিতার দো'আ। ২. ছিয়াম পালনকারীর দো'আ। ৩. মুসাফিরের দো'আ'।[১৪]

**ছিয়াম পালনকারী জন্য ক্ষমা ও অগণিত নেকী :**

মহান আল্লাহ বলেন, ...وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا... 'ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(আহযাব ৩৩/২৫)*।

হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ 'যে ব্যক্তি; আল্লাহ্র রাস্তায় জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহ্বান করা হবে, হে আল্লাহ্র বান্দা! এ কাজ উত্তম! যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ে নিষ্ঠাবান, তাকে 'বাবুস ছালাত' থেকে আহ্বান জানানো হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ, তাকে 'বাবুল জিহাদ' থেকে

*৭. ইবনু হিব্বান হা/৩৬৬৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৫৩।*
*৮. বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪।*
*৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৮১।*
*১০. আবু দাঊদ হা/২৩৫৫; মিশকাত হা/১৯৯৫।*
*১১. আবু দাঊদ হা/২৩৫৬; মিশকাত হা/১৯৯১।*
*১২. আবু দাঊদ হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৯৩।*
*১৩. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৯২।*
*১৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৯৭।*

আহ্বান জানানো হবে। যে ব্যক্তি দানশীল, তাকে 'বাবুস ছাদাক্বা' থেকে আহ্বান জানান হবে। যে ব্যক্তি ছিয়াম পালনকারী তাকে 'বাবুর রাইয়ান' থেকে আহ্বান জানানো হবে'।[১৫]

**রামাযানের ছিয়াম হবে ঢাল স্বরূপ :**

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, ছিয়াম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য, কিন্তু ছিয়াম আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব। ছিয়াম হ'ল ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন ছিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। কেউ যদি তাঁকে গালি দেয় অথবা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহ'লে সে যেন বলে, আমি একজন ছায়েম'।[১৬]

**ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ মিসকের চেয়ে উত্তম :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ 'যার কবজায় মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! ছায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি'।[১৭]

**রামাযানে ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি খুশীর সংবাদ :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ 'ছিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাঁকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন ছিয়ামের বিনিময়ে আনন্দিত হবে'।[১৮]

**রামাযানের ছিয়ামের বিনিময়ে ১০টি ছিয়ামের নেকী :**

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করল সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সত্যই বলেছেন, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তাকে তার দশ গুন ছওয়াব দেওয়া হবে' *(আন'আম ৬/১৬০)*।[১৯]

**রামাযানের ছিয়াম ক্বিয়ামতের মাঠে সুপারিশকারী হবে :**

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ 'ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুফারিশ গ্রহণ কর। আর কুরআন বলবে, আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। নবী (ছাঃ) বলেন, 'অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে'।[২০]

**রামাযানে ছিয়াম দ্বারা ২১০০ বছরের পথ জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় এক দিনও ছিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন'।[২১]

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র মাহে রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালন করে তাহ'লে সে ৩০ গুণ ৭০ অর্থাৎ ২১০০ বছরের পথ তার থেকে জাহান্নাম দূরে থাকবে।

**রামাযানের ছিয়াম ৩০০০ বছর পথ জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে :**

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) সুত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে জাহান্নামকে একশত বছরের দুরত্বে সরিয়ে রাখবেন'।[২২]

*১৫. বুখারী হা/১৮৯৭; মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০।*
*১৬. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।*
*১৭. প্রাগুক্ত।*
*১৮. প্রাগুক্ত।*
*১৯. নাসাঈ হা/২৪০৯।*
*২০. আহমাদ হা/৬৬২৬, হাকেম হা/২০৩৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান হা/১৯৯৪, ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৪, ১৪২৯।*
*২১. বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩।*
*২২. নাসাঈ হা/২২৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৩০; ছহীহাহ হা/২৫৬৫।*

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র মাহে রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালন করে তাহ'লে সে ৩০ গুণ ১০০ অর্থাৎ ৩০০০ বছরের পথ তার থেকে জাহান্নাম দূরে থাকবে।

**রামাযানের ছিয়াম দ্বারা ব্যক্তি ও জাহান্নামের মাঝে আসমান ও যমীন দূরুত্বের ৩০টি পরিখা/গর্ত খনন :**

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ-

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তি ও জাহান্নামের মাঝে একটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের দূরত্বের পরিমাণ'।[২৩]

**রামাযানের ছিয়ামের মর্যাদা অতুলনীয় :**

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ

উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি বললাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কোন একটি আমলের নির্দেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি ছিয়ামকে আকড়ে ধর যেহেতু ছিয়াম-এর কোন বিকল্প নাই। (এ একটি অদ্বিতীয় ইবাদত)।[২৪]

অপর এক হাদীছে উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ 'কোন ইবাদাত সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)- বললেন, তুমি ছিয়ামকে আকড়ে ধর, যেহেতু ছিয়াম-এর কোন বিকল্প নাই'।[২৫]

**রামাযানের ছিয়াম তাক্বওয়ার পরিচায়ক :**

মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার'*(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

**রামাযানের আমলই শেষ আমল হলে জান্নাত :**

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَسْنَدْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَدْرِى فَقَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ حَسَنٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ-

হুযাইফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা নবী (ছাঃ)-কে আমার বুকে লাগালাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে এবং সেটাই তার শেষ কথা হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে একদিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিয়াম রাখে এবং সেটাই তার শেষ আমল হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কিছু ছাদাক্বাহ করে এবং সেটা তার শেষ কর্ম হয় তবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২৬]

**রামাযানের ছিয়ামে সাথে শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম পালন :**

আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 'রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে পরে শাওয়াল মাসে ছয় দিন ছিয়াম পালন করা সারা বছর ছিয়াম রাখার মত'।[২৭]

**ছিদ্দীক ও শহীদদের সাথে অন্তর্ভূক্তি :**

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الخمس وأديت الزكاة ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُ فممن أنا قال من الصديقين والشهداء.

আমর ইবনে মুররা আল জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি মনে করেন, যদি আমি এ সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রামাযানে ছিয়াম পালন করি এবং ক্বিয়ামুল্লাইল করি- তাহ'লে আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীক এবং শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২৮]

---

২৩. *তিরমিযী হা/১৬২৪; ছহীহাহ হা/৫৬৩; মিশকাত হা/২০৬৪।*
২৪. *নাসাঈ হা/২২২৩।*
২৫. *নাসাঈ হা/২২২২।*
২৬. *আহমাদ হা/২৩৩২৪।*
২৭. *মুসলিম হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭।*
২৮. *হাদীছটি বাযযার ৪৫, ইবনে হিব্বান ৩৪২৯ ও ইবনে খুযায়মা ২/২২।*

## রামাযান মাসে ২১০টি হজ্জ ও ১৮০টি ওমরা পালন সমপরিমাণ নেকী অর্জনের উপায়

হজ্জ ও ওমরা শুধু মাত্র সামর্থবান ব্যক্তির উপরই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ফরয করেছেন। আর এর ফযীলত মহামহিম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ، 'এক ওমরাহ অপর ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের (ছগীরা গোনাহ সমূহের) কাফফারা স্বরূপ। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[২৯]

কিন্তু পবিত্র মাহে রামাযান নেকীর মাসে আমরা চাইলেই হজ্জ ও ওমরা সমপরিমাণ নেকী অর্জন করতে পারি। নিম্নে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।

### ২১০টি হজ্জ সমপরিমাণ নেকী অর্জনের উপায়

**১. ফরয ছালাতের জন্য মসজিদে গমন :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ فَهِيَ كَحَجَّةٍ 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাত জামা'আতে আদায়ের জন্য (মসজিদে) গমন করে, সে হজ্জের সমান নেকী লাভ করে।[৩০]

সুতরাং কোন ব্যক্তি দিনে ৫ বার ফরয ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে ওযুসহ গেলে সে দিনে ৫টি হজ্জ সমপরিমাণ নেকী অর্জন করতে পারবে। এভাবে সে যদি ৩০ দিনই মসজিদে যায় তাহ'লে ১৫০টি হজ্জের সমপরিমাণ নেকী অর্জন করতে পরবে ইনশাআল্লাহ!

**২. মসজিদে তা'লীমি বৈঠক বা দ্বীনী শিক্ষায় অংশগ্রহণ :**

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُكَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ-

'যে ব্যক্তি দ্বীনী জ্ঞান অর্জন অথবা ঐ জ্ঞান বিতরণের জন্যই শুধু মসজিদে সকাল করে, তার জন্য পরিপূর্ণ হজ্জের নেকী রয়েছে'।[৩১]

এভাবে সে রামাযান মাসে ৩০টি হজ্জের নেকী অর্জন করতে পারবে।

**৩. ফজর ছালাত আদায়ের পর মসজিদে চাশতের ছালাত আদায় করা :**

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْجَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَالشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ 'যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগূল থাকল, অতঃপর (সূর্যোদয়ের পর) দুই রাক'আত ছালাত আদায় করল, তার জন্য একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরার নেকী রয়েছে'।[৩২] এভাবে সে রামাযান মাসে ৩০টি হজ্জের নেকী অর্জন করতে পারবে। সর্বসাকুল্যে সে পবিত্র মাহে রামাযানের মাসে ২১০টি হজ্জের নেকী অর্জন করতে সক্ষম হবে।- ইনশাআল্লাহ!

### ১৮০টি ওমরা সমপরিমাণ নেকী অর্জনের উপায়

**১. নফল ছালাতের জন্য মসজিদে গমন :**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةِ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ، 'যে ব্যক্তি নফল ছালাত আদায়ের জন্য (মসজিদে) গমন করে, সে নফল ওমরার সমান নেকী লাভ করে'।[৩৩] সুতরাং কোন ব্যক্তি দিনে ৫বার নফল ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গেলে সে দিনে ৫টি ওমরা সমপরিমাণ নেকী অর্জন করতে পারবে। এভাবে সে যদি ৩০ দিনই মসজিদে যায় তাহ'লে ১৫০টি ওমরা সমপরিমাণ নেকী অর্জন করতে পরবে।- ইনশাআল্লাহ!

**২. ফজর ছালাত আদায়ের পর মসজিদে চাশতের ছালাত আদায় করা :**

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَالشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ- 'যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগূল থাকল, অতঃপর (সূর্যোদয়ের পর) দুই রাক'আত ছালাত আদায় করল, তার জন্য একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরার নেকী রয়েছে'।[৩৪] এভাবে সে রামাযান মাসে ৩০টি ওমরা সমপরিমাণ নেকী অর্জন করতে পারবে। সর্বসাকুল্যে সে পবিত্র মাহে রামাযানের মাসে ১৮০টি ওমরা সমপরিমাণ নেকী অর্জন করতে সক্ষম হবে।- ইনশাআল্লাহ!

**উপসংহার :** আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রামাযানের যথাযথ পবিত্রতা রক্ষা ও বিশুদ্ধ আমলের মাধ্যমে জান্নাতের মেহমান বানিয়ে নিন- আমীন!

***[লেখক : কেন্দ্রীয় দফতর সম্পদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ]***

---

*২৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮।*
*৩০. ছহীহুল জামে' হা/৬৫৫৬।*
*৩১. তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৭৪৭৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৬।*
*৩২. তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১, সনদ হাসান।*
*৩৩. ছহীহুল জামে' হা/৬৫৫৬।*
*৩৪. তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১, সনদ হাসান।*

# ইহতিসাব

-ইহসান ইলাহী যহীর

**ভূমিকা :** আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে প্রত্যেক মুমিনকে সর্বদা নেক আমল করতে হবে। যা তাকে সৌভাগ্যবান করবে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ধন্য করবে। তাকে ফরয ও ওয়াজিব আমলগুলোর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে। প্রত্যেক দিন শেষে একটি সময় বের করে নিরিবিলি পরিবেশে তার সেদিনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করতে হবে। সে যদি ফরয সমূহ পালনে কোন ত্রুটি হয়েছে বলে মনে করে, তবে স্বীয় নাফসকে সে ধিক্কার ও তিরস্কার করবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিশুদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আর এটাই হ'ল 'ইহতিসাব' বা আত্মসমালোচনা।

'ইহতিসাব' হ'ল নফসকে পরিশুদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম। আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে দুনিয়ায় পাথেয় সঞ্চয় করার তাকীদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকে ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমাদের কৃতকর্ম বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(হাশর ৫৯/১৮)*। সুতরাং এর মধ্যে ব্যক্তিকে প্রতিক্ষিত আগামী দিন তথা পরকালের জন্য কী আমল করা হয়েছে, সে বিষয়ে আত্মসমালোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

**ইহতিসাব :** এটিকে আরবীতে اَلْمُحَاسَبَةُ বা اَلْإِحْتِسَابُ বলা হয়। ইংরেজীতে self-criticism বা Self-review অথবা self-accountability অর্থাৎ আত্মসমালোচনা বা ব্যক্তিগত পর্যালোচনা বলা হয়। আর মুমিনগণ তাদের যাবতীয় সৎকর্মে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব কামনা করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ছিয়াম রাখে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[১]

আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى– وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا– فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى– وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى– فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى– 'যে সীমালংঘন করবে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করবে এবং আত্মাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত রাখবে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত' *(নাযি'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

### ইহতিসাবের গুরুত্ব

এ বিষয়ে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا، وَزِنُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِيْ الْحِسَابِ غَدًا، أَنْ تُحَاسَبُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ، وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ– 'তোমরা নিজেদের আমলনামার হিসাব নিজেরাই গ্রহণ কর, চূড়ান্ত হিসাব দিবসে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গৃহীত হবার পূর্বেই। আর তোমরা তোমাদের আমলনামা মেপে নাও চূড়ান্ত দিনে মাপ করার পূর্বেই। কেননা আজকের দিনে নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করতে পারলে আগামীদিনের চূড়ান্ত মুহূর্তে তা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তাই সেই মহাপ্রদর্শনীর দিনের জন্য তোমরা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে নাও, যেদিন তোমরা (তোমাদের আমলসহ) উপস্থিত হবে এবং তোমাদের কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না'।[২]

কারো উচিৎ নয় নিজেকে দোষমুক্ত মনে করা। কুরআনে ইউসুফ (আঃ)-এর যবানীতে এসেছে- وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ– 'আর আমি নিজেকে নির্দোষ বলতে চাই না। নিশ্চয়ই মানুষের প্রবৃত্তি মন্দের প্ররোচনা দেয়, কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*।

### ক. ইহতিসাব অন্তরের মরিচা দূর করে :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى : كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যখন সে গুনাহের কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং

১. *বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); গৃহীত : ইহতিসাব, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ 'ভূমিকা' পৃষ্ঠা।*

২. *তিরমিযী হা/২৪৫৯, সনদ মওকূফ ছহীহ।*

তওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়'।[৩] আর এটাই সেই মরিচা যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে' *(মুত্বাফ্ফিফীন ৮৩/১৪)*।

সুতরাং গুনাহের কাজ করলে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। আর তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ– 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে, শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শ করার পর তারা সচেতন হয়ে যায় এবং তারা সঠিক পথ দেখতে পায়' *(আ'রাফ ৭/২০১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবায় বলতেন, وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، 'আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের মনের কুমন্ত্রণা ও মন্দকর্ম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৪]

**খ. কর্ম অনুযায়ী ফলাফল পাবে :**

আখেরাতে প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব কর্ম অনুযায়ী ফলাফল প্রাপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ– 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬; জাছিয়াহ ৪৫/১৫)*।

তিনি আরও বলেন, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ– 'একে অপরের বোঝা বহন করবে না। পরিশেষে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُورًا– اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا– 'প্রত্যেক মানুষের আমলনামা আমরা তার গর্দানে রেখেছি। আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে' (১৩)। 'পাঠ কর তোমার আমলনামা। তুমি আজ নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৩-১৪)*।

তিনি আরও বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَّلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا– 'অতঃপর আমলনামা পেশ করা হবে। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না' *(কাহ্ফ ১৮/৪৯)*।

আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ– وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ– 'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যেন তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়। অতঃপর কেউ বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলেও তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করলেও তা সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৬-৮)*।

তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ– فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ– وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ– فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ– 'অতঃপর যার নেকীর পাল্লা ভারি হবে, সে জান্নাতে সুখী জীবন যাপন করবে। আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাভিয়াহ জাহান্নাম' *(ক্বারি'আহ ১০১/৬-৯)*।

**ঘ. আত্মসমালোচনা না করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে :**

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছাহাবীদের বলেন, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَّ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُّقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ– 'তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কোন ব্যক্তি? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে

---

৩. *আহমাদ হা/৭৯৩৯; তিরমিযী হা/৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; মিশকাত হা/২৩৪২; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৪১।*

৪. *তিরমিযী হা/১১০৫; নাসাঈ হা/১৪০৪; ইবনু মাজাহ হা/১৮৯২-৯৩; মিশকাত হা/৩১৪৯।*

ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি নিঃস্ব, যে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে সেসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ কুক্ষিগত করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৫]

সেজন্য রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِّأَحَدٍ مِّنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَّ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ- إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ- 'যদি কেউ তার ভাইয়ের মানহানি করে বা অন্য কোন বিষয়ে তার প্রতি অবিচার করে, তবে সে যেন আজই তা মিটিয়ে নেয়; সেদিন আসার আগে, যেদিন কোন দীনার ও দিরহাম তার সঙ্গে থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম সমপরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপ সমূহ যালেমের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[৬]

পরকালে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً- الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا- أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا- ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا- 'বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব?' *(১০৩)* 'তারা হ'ল সেই সব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গেছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(১০৪)*। 'ওরা হ'ল তারাই, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তার সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সকল কর্ম নিস্ফল হয়ে গেছে। ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য মীযানের পাল্লা খাড়া করব না' *(১০৫)*। 'জাহান্নামই তাদের প্রতিফল। কেননা তারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহকে ও আমার রাসূলদেরকে ঠাট্টার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে' *(কাহ্ফ ১৮/১০৩-১০৬)*।

**ঘ. আত্মসমালোচনাকারী সর্বাধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি :** পরকালে সর্বাধিক লাভবান হিসাবে সর্বাধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ قَالَ : أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ قَالَ : أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ- 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম করল। অতঃপর জিজ্ঞেস করল, কোন মুমিন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'যে সবচেয়ে চরিত্রবান'। লোকটি বলল, কে সবচাইতে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, 'যে মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাধিক সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী। তারাই হ'ল বিচক্ষণ'।[৭]

### আত্মসমালোচনার বিষয়বস্তু

কোন কোন বিষয়ে আত্মসমালোচনা করা বিশেষ যরূরী, তা নির্ণয় করাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেমন-

**ক. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত :**

অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়মিত পড়া হয়েছে কি না আর হ'লে জামাআতে হয়েছে কি না- এ বিষয়ে নিজেকে সর্বদা জবাবদিহীর মধ্যে রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ، رَوَاهُ مُسلم- 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযানের মধ্যকার যাবতীয় ছগীরা গুনাহের কাফফারা হয়, যদি সে কবীরা গোনাহ সমূহ হ'তে বিরত থাকে'।[৮]

**খ. কুরআন তেলাওয়াত :** আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ- 'যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত পড়বে তার নাম গাফেলদের তালিকায় লেখা হবে না। আর যে রাতে একশত আয়াত পড়বে তার নাম 'ক্বানিতুন' বা অনুগতদের তালিকায় লেখা হবে। আর যে এক হাযার আয়াত পড়বে তাকে 'মুক্বানত্বারুন' বা প্রাচুর্যশীলদের তালিকাভুক্ত করা হবে'।[৯]

---

*৫. মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।*
*৬. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*
*৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪।*
*৮. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪।*
*৯. আবুদাঊদ হা/১৩৯৮; মিশকাত হা/১২০১; ছহীহাহ হা/৬৪২।*

**গ. নফল ইবাদত :** হযরত উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া (রাঃ) বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীছ-

خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِى مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِىَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِى فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ-

‘একদিন ফজর ছালাত শেষে ভোর বেলায় নবী করীম (ছাঃ) ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তিনি তখন তাঁর মুছল্লায় বসা অবস্থায় ছিলেন। পূর্বাহ্ন হওয়ার পর নবী করীম (ছাঃ) যখন ফিরে আসলেন তখনও তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে গেছি তুমি সে অবস্থায়ই আছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি ফজর ছালাতের পরে চারটি বাক্য তিনবার বলতে তবে তা তোমার আজকের সারা দিনের বলা সকল কথার সমতুল্য হ’ত। সেই বাক্য চারটি হল : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ‘আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিযা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী। অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ; তাঁর নিজের সন্তুষ্টির সমপরিমাণ; তাঁর আরশের ওযন পরিমাণ এবং তার বাক্য সমূহের সংখ্যার সমপরিমাণ’।[১০]

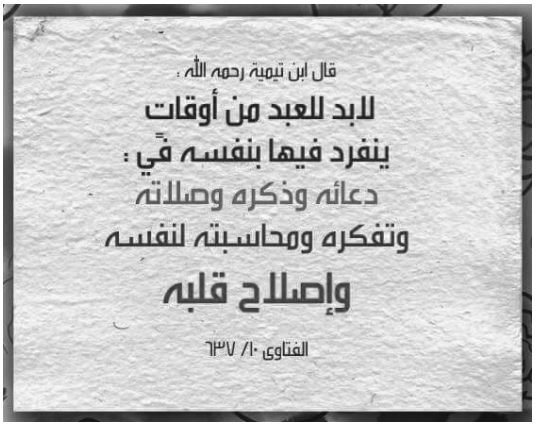




**ঘ. পারিবারিক তা‘লীম :** নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হবে এবং পরিবারকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। এজন্য প্রতি সপ্তাহে পারিবারিক তা‘লীমের বিকল্প নেই। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও’ *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

সা‘দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ- وفى رواية حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِى فِى امْرَأَتِكَ- ‘তুমি যা কিছুই ব্যয় কর না কেন, তাতে যদি তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা কর, তাহ’লে তুমি সেজন্য ছওয়াব পাবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দাও সেজন্যও’।[১১]

**ঙ. আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় :** প্রতিদিন কিছু না কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ- ‘তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর এবং কার্পণ্যবশতঃ নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর তোমরা সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ বলেন, أَنْفِقْ يَا ابْن آدم أُنْفق عَلَيْك- ‘হে আদম সন্তান! (আমার রাস্তায়) ব্যয় কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করব’।[১২]

### আত্মসমালোচনার উপকারিতা

**ক. আল্লাহভীতি অর্জন করা :** ‘ইহতিসাব’ বা আত্মসমালোচনা মুমিন জীবনকে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালনা করতে সহায়তা করে। সে সর্বদা নিজের পাপের কারণে আল্লাহ ভয়ে ভীত থাকে। কেননা পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তার পাপের সাক্ষী হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহর বাণী-

১. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً- ‘নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও বিবেক প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে’ *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*।

২. তার নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। যেমন আল্লাহ বলেন, اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون- ‘আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব। আর আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত এবং সাক্ষ্য দিবে তাদের পা, (দুনিয়াতে) যা তারা উপার্জন করেছিল সে বিষয়ে’ *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

৩. তার দেহচর্ম ও ত্বক সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ বলেন, حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا

---

*১০. মুসলিম হা/২৭২৬; মিশকাত হা/২৩০১।*

*১১. বুখারী হা/৫৬, ৪৪০৯; মুসলিম হা/১৬২৮।*

*১২. বুখারী হা/৫৩৫২; মুসলিম হা/৯৯৩ (৩৬); মিশকাত হা/১৮৬২।*

كَانُوا يَعْمَلُونَ- وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ- وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ- فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ- 'অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের নিকটে এসে যাবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে'। 'তখন তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন। যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে'। 'তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা ভেবেই তোমরা তাদের কাছ থেকে কিছুই গোপন করতে না। বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না'। 'তোমাদের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ'। 'অতঃপর যদি তারা ছবর করে, তবু জাহান্নামই তাদের ঠিকানা। আর যদি তারা অনুতপ্ত হয়, তবু তাদের ওযর কবুল করা হবে না' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/২০-২৪)*। ।

৪. এমনকি যে মাটিতে সে বিচরণ করত, সে মাটিও তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। আল্লাহ বলেন, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا- وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا- وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا- بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا- 'যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হ'ল? সেদিন পৃথিবী তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন' *(যিলযাল ৯৯/৪-৫)*। উপরোক্ত আয়াতে কারীমা সমূহ কোন মুমিন যদি সর্বদা স্মরণে রেখে আত্মসমালোচনায় ব্রতী হয়, তবে তার জীবনকে আল্লাহ্র পথে পরিচালনা করতে সেটি সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

**খ. পাপকর্ম হয়ে গেলেও সৎকর্ম অব্যাহত রাখা :** ভুলক্রমে হলে প্রায়শ্চিত্যস্বরূপ সে সৎকর্ম করতে অভ্যস্ত হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ- 'নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে দূর করে দেয়, আর এটা স্মরণকারীদের জন্য স্মরণ' *(হূদ ১১/১১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا- 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে সৎআমল কর যাতে তা মিটে যায়'।[১৩]

**গ. বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার :**

১. আল্লাহ বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- 'তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*।

২. তিনি অন্যত্র নূহ (আঃ)-এর প্রসঙ্গে বলেন, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا- 'আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা প্রেরণ করবেন। তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগান সমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদী সমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*।

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ، رواه مسلم- 'আমার অন্তরের উপর কখনো পর্দা ফেলা হয়। আর আমি দৈনিক একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি'।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ৭০ বারের অধিক, অন্য বর্ণনায় ১০০ বার করে তওবার দো'আ পাঠ করতেন'।[১৫]

৪. তওবার দো'আ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ- 'আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আর আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি'। এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন...'।[১৬]

**উপসংহার :** আল্লাহ আমাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে দূরে থেকে সঠিক পদ্ধতিতে আমলে ছালেহ সম্পাদন করে আত্মিক পরিশুদ্ধিতার জন্য নিয়মিত আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। সেই সাথে ক্বিয়ামতের দিন ডান হাতে আমালনামা দিয়ে আমাদেরকে জান্নাত লাভে ধন্য করুন- আমীন!

***[লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]***

---

*১৩. তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৬০।*
*১৪. মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৪।*
*১৫. বুখারী হা/৬৩০৭; মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৩-২৪।*
*১৬. আবুদাঊদ হা/১৫১৭; মিশকাত হা/২৩৫৩।*

# বিবাদ মীমাংসা : গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব

-আব্দুর রহীম

পারস্পারিক সহমর্মিতা ও ভালোবাসার অমূল্য বন্ধন দিয়ে গড়া মনুষ্য সমাজ। সামাজিক জীব মানুষ পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও একজন আরেকজনের উপর নির্ভরশীল। শান্তিময় সমাজে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করুক শয়তান তা চায় না। সেজন্য সে সামাজিক মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। দু'টি পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিবাদ। এক গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রে ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্টি হয় চরম বিরোধ। এমনকি জন্মদাতা পিতা-মাতার সাথেও বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু আল্লাহ চান পারস্পারিক সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান। সেজন্য তিনি বিবাদমান ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করার নির্দেশনা দিয়েছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

**গুরুত্ব :**

ইসলাম চায় সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান। প্রতিটি মানুষ সুসম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে সমাজে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। থাকবে না কোন ভেদাভেদ। থাকবে না পদের অহংকার ও সম্পদের হুঙ্কার। বরং বিরোধ দেখা দিলেও তৃতীয় পক্ষের জন্য আবশ্যক কর্তব্য হ'ল মীমাংসা করে দেওয়া।

**১. মীমাংসা করা আল্লাহর নির্দেশ :** বিবাদমান দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করা কেবল ভাল কাজই নয় বরং এটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই। অতএব তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى 'পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়'।[১] অতএব দুইজন মুমিন বিবাদমান অবস্থায় এক রাতও কাটাবে এটা আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর প্রত্যাশা নয়।

**২. মীমাংসার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা:** পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করা কেবল আল্লাহরই নির্দেশ নয়। বরং এটি রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এই মীমাংসা করাকে আল্লাহর পথে ব্যবসা করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাছাড়া এতে আল্লাহ এবং তার রাসূল (ছাঃ) খুশী হন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي أَيُّوبَ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى تِجَارَةٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: صِلْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَقَرِّبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা আবু আইয়ূব (রাঃ)-কে বললেন, আমি কী তোমাকে একটি ব্যবসার সন্ধান দিব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, লোকদের মাঝে মীমাংসা করে দাও যখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে দাও, যখন তাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়'।[২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى عَمَلٍ يَرْضَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا 'আমি কী তোমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিব না যার প্রতি আল্লাহ এবং তার রাসূল সন্তুষ্ট হন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি লোকদের মাঝে মীমাংসা করে দাও যখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সুসম্পর্ক গড়ে তোল যখন তারা পরস্পর থেকে দূরে চলে যায়'।[৩]

**৩. মীমাংসার জন্য গোপন বৈঠক :** ইসলাম বিবাদমান দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসার স্বার্থে গোপন বৈঠককে উত্তম বলে ঘোষণা করেছে। অন্য সকল বৈঠককে নিরর্থক বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করা বা সৎকর্ম করা কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*। এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেন, বিবাদমান বা দ্বন্দ্বে লিপ্ত দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া যাদের মধ্যে সংশোধন করে দেওয়াকে আল্লাহ বৈধ করেছেন। যাতে

১. *বুখারী হা/৬০১১; মিশকাত হা/৪৯৫৩।*

২. *ছহীহুত তারগীব হা/২৮১৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৩০৫২।*

৩. *তাবারানী কাবীর হা/৭৯৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৮১৯।*

করে তারা বন্ধুত্ব ও ঐক্যের দিকে ফিরে যেতে পারে' *(তাফসীরে তাবারী ৯/২০২)*।

**৪. মীমাংসার জন্য মিথ্যার আশ্রয়ের অনুমতি** : মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কবীরা গুনাহ। তদুপরি বিবাদমান দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসার স্বার্থে তাদের পরস্পরের প্রতি মহব্বত বা ভালবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকে জায়েয বলা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِى خَيْرًا ، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا 'সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য (নিজের থেকে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে'।[৪] তিনি আরো বলেন, لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ 'তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত মিথ্যা বলা বৈধ নয়। (এক) স্ত্রীকে খুশী করার উদ্দেশ্যে তার সাথে স্বামীর কিছু বলা, (দুই) যুদ্ধের সময় এবং (তিন) লোকদের পরস্পরের মাঝে সংশোধন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা'।[৫] ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, লোকেরা নিরাপত্তার খাতিরে ও অনিষ্ট দূরীকরণে এই সব বিষয় সমাধান করতে গিয়ে অতিরিক্ত কথা বলতে ও সত্যকে অতিক্রম করতে বাধ্য হন'।[৬]

**৫. মীমাংসার জন্য ছালাত বিলম্ব** : মীমাংসার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) নিজে ছুটে গেছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে। ছাহাবী সাহল বিন সা'দ বলেন, أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ؛ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ 'কুবার অধিবাসীদের মধ্যে লড়াই বেধে গেল। এমনকি তারা পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করল। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে খবর দেয়া হলে তিনি বললেন, চল যাই, তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, কুবায় বনূ আমর ইবনু আওফ গোত্রে কোন বিবাদ ঘটেছে। তাদের মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশে তিনি কয়েকজন ছাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে ছালাতের সময় হয়ে গেল। বেলাল (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আবুবকর! আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কর্মব্যস্ত রয়েছেন। এদিকে ছালাতের সময় উপস্থিত। আপনি কি লোকদের ইমামতি করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বেলাল (রাঃ) ছালাতের ইক্বামত বললেন এবং আবুবকর (রাঃ) এগিয়ে গেলেন এবং তাকবীর বললেন'।[৮] অত্র হাদীছ প্রমাণ বহন করে যে, রাসূল (ছাঃ) বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর মাঝে মীমাংসার স্বার্থে জামা'আতে ছালাত আদায়ে বিলম্ব করেছেন।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় পারস্পারিক মতপার্থক্য। ব্যক্তিগত কারণে চলমান দুই সহকর্মীর বিবাদ প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দুই জনের বিরোধ এক সময় দলীয় রূপ ধারণ করে যাতে প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। এজন্য ইসলাম ব্যক্তি বিরোধ, সামাজিক বিরোধ, সম্পদ নিয়ে বিরোধ, মর্যাদা নিয়ে বিরোধ এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরোধকে মীমাংসা করার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমার সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিছিন্ন হয়ো না *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। তিনি আরো বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 'যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও *(হুজরাত ৪৯/০৯)*। আল্লাহ্‌র বাণী- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরে আপোষ মীমাংসা করে নাও *(আনফাল ৮/১)*। আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটি আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ যে, তারা আল্লাহকে ভয় করবে এবং বিবাদমান ব্যক্তিদের মাঝে মীমাংসা করবে'।[৯]

**বিরোধ মীমাংসার ফযীলত :**

**১. আল্লাহ্‌র রহমত অবতরণ** : দুই জন বিবাদমান ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করলে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয়। এজন্য সালাফে ছালেহীন এ কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই। অতএব তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। অর্থ্যাৎ দুই জন বিবাদমান ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করলে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

**২. ধ্বংস থেকে মুক্তি লাভ** : লোকেরা যখন নিজেরা সংশোধিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সংশোধন করে দেয় তখন তারা আসমানী বালা এবং দুনিয়াবী ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 'আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সংশোধনকারী হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন *(হূদ*

---

*৪. বুখারী হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৪৮২৫।*
*৫. তিরমিযী হা/১৯৩৯; মিশকাত হা/৫০৩৩; ছহীহাহ হা/৫৪৫ ।*
*৬. মা'আলিমুস সুনান ৪/১২৩।*
*৭. বুখারী হা/২৬৯৩; নাসাঈ হা/৫৪১৩।*
*৮. বুখারী হা/১২১৮, ১২৩৪।*

*৯. তাফসীরে তাবারী হা/১৫৬৮১।*

১১/১১৭)। সৎকর্মশীল এবং সংশোধনকারী এক নয়। সৎকর্মশীল নিজে সৎ কিন্তু অপরকে সংশোধন করে না। আর সংশোধনকারী নিজে যেমন সৎকর্মশীল তেমনি অন্যকে সংশোধন করে এবং মীমাংসা করে দেয়'।[১০] যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ আর মীমাংসাই উত্তম *(নিসা ৪/১২৮)*।

**৩. নিফাক থেকে মুক্তি লাভ :** ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুনাফিক ও বক্র হৃদয়ের লোকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের সংশোধনকারী হওয়ার দাবী সত্ত্বেও তার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 'যখন তাদের বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা তো সংশোধনকামী' *(বাক্বারাহ ২/১১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন আমল সংশোধন করেন না' *(ইউনুস ১০/৮১)*। সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা কল্যাণের দরজা খোলে ও অকল্যাণের দরজা বন্ধ করে। আবার কিছু লোক আছে যারা অকল্যাণের দরজা খোলে ও কল্যাণের দরজা বন্ধ করে। দু'টি দলের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ 'নিশ্চয় কতক লোক আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন কতক লোকও আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দু'হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দু'হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন'।[১১] আর আল্লাহ ভালো করে জানেন কে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। আল্লাহ সে অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আল্লাহ জানেন কে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও কে সংশোধনকারী' *(বাকারাহ ২/২২০)*। যে কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়িয়ে ধরে, যাবতীয় বিধানাবলী পালন করে এবং কথা, কর্ম ও আকীদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে তাকেই মুছলেহ বা সংশোধানকারী বলা হয়। আল্লাহ্র নিকট তার প্রতিদান বিনষ্ট হবে না। তাকে খুব শীঘ্রই উত্তম প্রতিদান দান করা হবে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ 'যারা কিতাবকে (তাওরাতকে) মযবুতভাবে ধারণ করে ও ছালাত কায়েম করে, নিশ্চয়ই আমরা মীমাংসাকারীদের পুরস্কার বিনষ্ট করি না' *(আ'রাফ ৭/১৭০)*।

**৪. সর্বশ্রেষ্ঠ আমল :** বিবাদমান দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। এমনকি নফল ছিয়াম ও নফল ছাদাকা অপেক্ষাও উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ '(নফল) ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বা অপেক্ষাও উত্তম আমলের কথা তোমাদের বলব কি? ছাহবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, তা হ'ল পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করা হ'ল দ্বীন মুণ্ডনকারী বিষয়। আমি বলি না যে, তা মাথা মুণ্ডন করে বরং তা দ্বীনকে মুণ্ডন করে দেয় বা বিনষ্ট করে দেয়'।[১২]

**৫. অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা :** পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া অন্যতম ছাদাক্বা। আর এই ছাদাক্বা অর্জনে সালাফগণ তৎপর ছিলেন। আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّ اللَّهُ مَوْضِعَهَا؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ يُحِبُّ اللَّهُ مَوْضِعَهَا 'আমি কী তোমাকে এমন একটি ছাদাক্বার সন্ধান দিব না যার ক্ষেত্রকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন? তিনি বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হৌক-বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন, লোকদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। কেননা এটি এমন এক ছাদাকা যার ক্ষেত্রকে আল্লাহ ভালোবাসেন'।[১৩] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ 'মানুষের প্রতিটি হাড়ের জোড়ার জন্য তার উপর ছাদাক্বা রয়েছে। সূর্য উঠে এমন প্রত্যেক দিন দুই জনের মধ্যে মীমাংসা করাও ছাদাক্বা'।[১৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَخُلُقٍ حَسَنٍ 'আদম-সন্তান এমন কোন আমল করেনি, যা ছালাত, দুই জনের মাঝে মীমাংসা প্রতিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতা থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে'।[১৫]

**৬. পরিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা :** স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অনেক সময় বিরোধ হ'তে পারে। ইসলাম পরিবার ভাঙ্গতে চায়না বরং

*১০. তাফসীরে তাবারী ১৫/৫৩০।*
*১১. ইবনু মাজাহ হা/২৩৭; ছহীহাহ হা/১৩৩২; ছহীহুল জামে হা/২২২৩।*
*১২. তিরমিযী হা/২৫০৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৯১।*
*১৩. ছহীহাহ হা/২৬৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৮২০।*
*১৪. বুখারী হা/২৭০৭; মিশকাত হা/১৮৯৬।*
*১৫. ছহীহুল জামে হা/৫৬৪৫; ছহীহাহ হা/১৪৪৮।*

গড়তে চায়। এই বিরোধ মীমাংসার করার ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা দিকে নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ 'যদি কোন স্ত্রী তার স্বামী থেকে দূরত্ব ও উপেক্ষার আশংকা করে, তাহ'লে তারা পরস্পরে কোন সমঝোতায় উপনীত হ'লে, তাতে কোন দোষ নেই। আর মীমাংসাই উত্তম *(নিসা ৪/১২৮)*। তিনি আরো বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا 'আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও ভিতর-বাহির সবকিছু অবহিত *(নিসা ৪/৩৫)*।

**মীমাংসার আদব বা শিষ্টাচার :**

**১. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা :** দুই জন ব্যক্তির মাঝে মীমাংসার জন্য প্রয়োজন একনিষ্টতা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা। এই মনোভাব নিয়ে কাজ করলে এর চূড়ান্ত প্রতিদান যেমন পাওয়া যাবে তেমনি কাজে সফলতা অর্জনও সম্ভব হবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব *(নিসা ৪/১১৪)*।

**২. ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা :** বিবাদমান দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করার সময় অবশ্যই ইনছাফ কায়েম করার ইচ্ছা থাকতে হবে। অন্যথায় ছওয়াব প্রাপ্তির বিপরীতে গুনাহ পেতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মীমাংসাকারী অর্থের বিনিময়ে পক্ষপাত করে থাকেন যা হারাম। আবার কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক বা এলাকা প্রীতির কারণে পক্ষপাত করে থাকেন। এমন কর্ম করলে গুনাহগার হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 'তাহ'লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন' *(হুজুরাত ৪৯/০৯)*।

আর ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসাকারীরা পরকালে নূরের মেম্বারে আরোহন করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا 'ন্যায় বিচারকগণ (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র নিকটে নূরের মিম্বারে সমূহে মহিমান্বিত দয়ালু (আল্লাহ)-এর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। আর তাঁর উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহিমান্বিত)। (সেই ন্যায়পরায়ণ হচ্ছে) ঐ সব লোক, যারা তাদের শাসনকার্যে, তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে'।[১৬]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الصُّلْحُ الْجَائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: هُوَ الَّذِي يُعْتَمَدُ فِيهِ رِضَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ، ثم رِضَا الْخَصْمَيْنِ؛ فَهَذَا أَعْدَلُ الصُّلْحِ وَأَحَقُّهُ، وَهُوَ يَعْتَمِدُ الْعِلْمَ وَالْعَدْلَ؛ فَيَكُونُ الْمُصْلِحُ عَالِمًا بِالْوَقَائِعِ، عَارِفًا بِالْوَاجِبِ، قَاصِدًا لِلْعَدْلِ، فَدَرَجَةُ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ دَرَجَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ 'মুসলিমদের পরস্পর আপোস-মীমাংসাকে ইসলাম অনুমোদন করে- যেখানে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করা হবে এরপর বিবাদমান দুই ব্যক্তির সন্তুষ্টি। এটিই ইনছাফপূর্ণ ও উপযুক্ত মীমাংসা, যে জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং মীমাংসাকারী বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে, দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে ও ইনছাফ বাস্তবায়নকারী হবে। এই স্তরটিই নফল ছিয়াম ও নফল ছালাত অপেক্ষা উত্তম'।[১৭] যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا 'মুসলিমদের পরস্পর আপোস-মীমাংসাকে ইসলাম অনুমোদন করে। কিন্তু যে মীমাংসা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে, তা জায়েয নয়। মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়েয হবে না'।[১৮]

**উপসংহার :** মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। অথচ পরস্পরের মাঝে দিন দিন দূরত্ব বেড়েই চলেছে, সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন সংকট। যার ফলে আল্লাহ্র নির্দেশনা লংঘিত হচ্ছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই বিরোধ আর বিচ্ছেদের পদধ্বনি। চলছে আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলছে বিবাদ। আবার অর্থ-সম্পদ নিয়ে চলছে হানাহানি। আর এভাবেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। বিভক্ত হচ্ছে মুসলিম সমাজ। এই ভয়াবহ অবস্থায় কিছু সৎ ব্যক্তি, সমাজ ও সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে মীমাংসার কাজে। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বিভক্ত অবস্থা থেকে নববী আদর্শের আদলে অবিভক্ত ব্যক্তি, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্র কায়েম করবেন। গড়ে তুলবেন একটি শক্তিশালী ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সম্পন্ন সমাজ বা রাষ্ট্র। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

***[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ]***

---

*১৬. মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০।*

*১৭. ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/৮৬।*

*১৮. তিরমিযী হা/১৩৫২; মিশকাত হা/২৯২৩।*

# আদর্শবান স্বামীর প্রতি উপদেশ

-মফীযুল ইসলাম

**(২য় কিস্তি)**

**৪. স্ত্রী উত্তমাচরণ পাওয়ার হকদার :**

পরিবারে সুখময় পরিবেশ তৈরী জন্য উত্তম ভরণ-পোষণের পাশাপাশি প্রয়োজন পরস্পর পরস্পরের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার। আল্লাহ বলেন, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا 'তাদের সাথে মিষ্ট কথা বল' *(নিসা ৪/৫)*। উত্তম ব্যবহার না থাকলে পরিবার কখনো সুখের আলোয় আলোকিত হতে পারে না। সদ্ব্যবহার এমন এক গুণ যা দাম্পত্য জীবনকে মধুময় করে এবং পরিবারে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি বয়ে আনতে সহায়তা করে। আর কদাচার বয়ে আনে দুঃখ-দুর্দশা, অশান্তি-অস্থিরতা, বেদনা ও ক্ষোভ।

একজন দায়িত্বশীল স্বামী হবেন পারিবারিক জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর মূর্ত প্রতীক। রাসূল (ছাঃ) আচার-আচরণ ছিল অমায়িক। তিনি স্ত্রী-পরিজনসহ সর্বসাধরণের সাথে নম্র, ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় কথা বলতেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, 'নবী (ছাঃ) চারিত্রিক ও মৌখিক আচরণে অশ্লীলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন'। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَّابًا وَلاَ فَحَّاشًا وَلاَ لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ، تَرِبَ جَبِينُهُ 'নবী করীম (ছাঃ) গালি দাতা, অশ্লীল ভাষী ও অভিশাপকারী ছিলেন না। তিনি আমাদের কারো উপর অসন্তুষ্ট হলে, শুধু এতটুকু বলতেন, তার কী হল। তার কপাল ধূলিমলিন হোক'।[১] আল্লাহ বলেন,–وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকার' *(ক্বলাম ৬৮/৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য এসেছি।[২] আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ– 'কুরআনই তাঁর চরিত্র'।[৩] অর্থাৎ তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপকার। কুরআন ও হাদীছ তাই মুসলিম জীবনের চলার পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তির চরিত্রের সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক বিষয় হলো অশ্লীলতা'।[৪] পরিবারে সদাচরণের গুরুত্ব তুলে ধরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের স্ত্রী-পরিজনের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার স্ত্রী-পরিজনের কাছে উত্তম'।[৫] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا. 'মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সেরা। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই যারা তাদের স্ত্রী-পরিজনের কাছে উত্তম'।[৬] তিনি আরো বলেন, خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট সঙ্গীদের মাঝে উত্তম সঙ্গী হ'ল সেই ধরণের ব্যক্তি যে তার নিজ সঙ্গীর কাছে উত্তম এবং উত্তম প্রতিবেশী হল যে তার প্রতিবেশীর কাছে ভাল'।[৭]

প্রিয় ভাই! আপনার হয়ত বুঝতে বেগ পেতে হয়নি যে, আপনাকে নম্র, ভদ্র, দয়দ্র, উন্নত ও মার্জিত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। যাতে আপনার মাধ্যমে দয়াময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরিবারে কল্যাণ নাযিল হয় এবং কিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর সবচেয়ে প্রিয় ও কাছের মানুষ হতে পারেন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যখন কোন আহলে বায়েতের কল্যাণ চান তখন তার মধ্যে নম্রতার উদ্রেক ঘটান'।[৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ– 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচার-আচরণ সর্বোত্তম, তোমাদের মধ্যে সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিবসেও আমার খুবই নিকটে থাকবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে আমার নিকট হতে বহু দূরে থাকবে। তারা হ'ল- বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারী ব্যক্তিরা'।[৯]

বৈধ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী হয় সবচেয়ে কাছের মানুষ। আর উত্তম চরিত্রের মানদণ্ড হ'ল যে যত বেশী কাছের মানুষ তার সাথে তত বেশী সুন্দর আচরণ করা। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা

১. *বুখারী হা/৬০৩১; মিশকাত হা/৫৮১১।*
২. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৭৩; আহমাদ হা ২/৩৮১; মিশকাত হা/ ৫০৯৬।*
৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৫৩৪১; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১।*
৪. *আদাবুল মুফরাদ হা/৩১৪, হাদীছ ছহীহ।*
৫. *তিরমিযী হা/৩৮৯৫; ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৭; ছহীহাহ হা/২৮৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৭২, হাদীছ ছহীহ।*
৬. *ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৮; তিরমিযী হা/৮৮৬২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮৫, হাদীছ ছহীহ।*
৭. *তিরমযী হা/১৯৪৪; মিশকাত হা/৪৯৮৭; হাদীছ ছহীহ।*
৮. *সিলসিলাহ ছহীহা হা/১২১৯।*
৯. *তিরমিযী হা/২০১৮; ছহীহাহ হা/৭৯২, হাদীছ ছহীহ।*

হ'ল বহু স্বামী পরনারীর সাথে যতটা না হাসি মুখে, কোমল কণ্ঠে, নমনীয় ভাষায় কথা বলেন, আপন স্ত্রীর সাথে তত সুন্দর করে কথা বলেন না। অনেক স্বামী, স্ত্রীর সাথে নিষ্ঠুর, নির্দয়, নীরস, কর্কশ ও উচ্চবাচ্চ কথা বলে মধুর সংসারে অমিল ও দূরত্ব সৃষ্টি করে। অথচ পরিবারের সাথে দয়া-অনুকম্পা নিয়ে ভদ্র-মার্জিত আচরণ করলে পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা তৈরী হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ 'তোমরা তাদের (নারীদের) সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন কর' (*নিসা ৪/১৯*)। 'তাফসীরে আহসানুল বায়ানে' বলা হয়েছে, অত্র আয়াতে স্ত্রীর সাথে সৎভাবে জীবন-যাবন, উত্তম কথোপকথন, সৌহাদ্যপূর্ণ চাল-চলনের জোরালো তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ- 'তোমরা স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটা সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তা বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর'।[১০]

আমার ইবনু আহওয়াস জুশামী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করলেন অতঃপর উপদেশ ও নছীহত করলেন। তিনি বলেন, اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ 'শোন! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ রয়েছে।[১১] অন্যত্র তিনি বলেন, 'কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারীকে ঘৃণা না করে'।[১২]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'আমার স্ত্রীর সাথে চল্লিশ বছর থাকার পরও তার সাথে আমার মনোমালিন্য হয়নি'।

সচ্চরিত্রবান স্বামীর জন্য দুনিয়ায় শান্তি-সুখের নীড় তৈরী হয়, পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে তার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-সম্মানবোধ তাদের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করা হয় এবং পরকালেও তিনি হবেন ঝকঝকে, টকটকে, উন্নত ও নিরাপদ গৃহের বাসিন্দা। 'আল্লাহ অনর্থক বাক্য বলা পসন্দ করেন না'।[১৩] তাই তিনি বলেন, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا- 'মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর' (*বাক্বারা ২/৮৩*)। প্রিয় ভাই! আপনার স্ত্রীর বকাবকি ও অন্যায় আচরণের মুদ্রা দোষ থাকলে তার প্রতিশোধ নিতে যাবেন না। বিশেষ করে স্মরণে রাখতে হবে, ঋতু চলাকালীন সময়ে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খারাপ থাকে। তাই স্ত্রীর কল্যাণকামী স্বামী এদিকটা খেয়াল রেখে মার্জিত-ভদ্র আচরণ করবে। ঠাট্টার ছলে হলেও এমন কথা বলবেন না, যাতে তার অন্তরাত্মায় আঘাত লাগে। নবী (ছাঃ) অশ্লীলতা পসন্দ করতেন না এবং তিনি অশ্লীল-খারাপ আচরণকারী ছিলেন না। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম লোক তারাই যাদের চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট'।[১৪]

কখনো তার সাথে ধোঁকা, মিথ্যা ও ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেবে না। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়াদ্রতা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তার মন্দ আচরণ পরিবর্তন করবেন। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ- 'আর ভালো ও মন্দ সমান নয়। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু' (*হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪*)।

সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট স্বামী হ'ল সেই, যিনি স্ত্রীর মন্দ আচরণ সুকৌশলে, ধৈর্যের সাথে ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে অপসরণ করেন। যেমন- আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইহুদিদের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে, তাঁর মৃত্যু কামনা করলে আমি রেগে গিয়ে বললাম, তোমাদের উপর অভিশাপ। তিনি রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আয়েশা থাম, কোমল ও মেহেরবান হও'।[১৫]

উৎকৃষ্ট, জান্নাতী মানুষের বৈশিষ্ট্য হ'ল কেউ কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তার সাথে মিলেমিশে চলে এবং উত্তম আচরণ করে। যার ফলে তিনি অশেষ নেকী অধিকারী হবেন।

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাঃ) বলেরছন, الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» 'যে মু'মিন মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে, সে ঐ মু'মিন অপেক্ষায় উত্তম যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য ধরে না'।[১৬]

প্রিয় ভাই! সংসার জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। শয়তানের চক্রান্তে এক জন অপর জনের মন্দ আচরণে কষ্ট পেয়ে দূরে সরে না গিয়ে বরং কষ্ট সহ্য করে মিলেমিশে চলাই উত্তম মুমিনের পরিচায়ক। আর এরকম সহনশীল বুদ্ধিমানের আচরণে প্রভূত কল্যাণ আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাঃ) বলেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى

*১০. বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/ ৪৭; তিরমিযী হা/১১৮৮।*
*১১. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; তিরমিযী হা/১১৬৩, হাসান হাদীছ।*
*১২. মুসলিম হা/১৪৬৯।*
*১৩. বুখারী হা/২৪০৮।*
*১৪. বুখারী হা/ ৩২৯৫; মুসলিম হা/৬১৭৭।*
*১৫. বুখারী হা/৬৪১৫; মুসলিম হা/৫৭৮৬।*
*১৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২; তিরমিযী হা/২৫০৭, হাদীছ হাসান।*

النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ– 'আমি কি তোমাদের কে জানাবো না, কোন ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? (শোন) জাহান্নামের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে মানুষের কাছাকাছি থাকে বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং যে কোমলমতি, নম্র মেজায ও বিনম্র স্বভাবের'।[১৭] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সুন্দর কথা একটি ছাদাক্বা'।[১৮] তিনি আরো বলেন, 'নেকী হ'ল উত্তম চরিত্র আর পাপ হ'ল যা অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং অন্য কেউ জেনে ফেলুক, এটা তোমার কাছে খারাপ লাগে'।[১৯]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন তার সুন্দর স্বভাব ও উত্তম চরিত্র দ্বারা দিনে ছিয়াম পালনকারী ও রাতে তাহাজ্জুদগুযারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে'।[২০]

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (ছাঃ) বলেন, «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ» 'কিয়ামতের দিন মু'মিন বান্দার আমলনামায় সচ্চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কোন আমলই হবে না'।[২১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الفَمُ وَالفَرْجُ– রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেসা করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে সর্বাধিক পরিমাণ জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, 'আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো কোন জিনিস মানুষকে সর্বাধিক পরিমাণে জাহান্নামে নিয়ে যায়? তিনি বলেন, মুখ এবং লজ্জাস্থান'।[২২]

সর্বোত্তম মানুষ হলেন, তিনি যিনি তার আচরণের মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দেন না। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে এবং লোকদেরকে নিজের মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদ রাখে'।[২৩]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুঅতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।[২৪] উত্তম আচরণে রয়েছে ছাদাক্বার নেকী ও প্রীতি'।[২৫] প্রিয় ভাই! এত ছওয়াব লুফে নিতে স্ত্রীর সাথে সদাচারণে যেন ভুল না হয়।

**৫. চিকিৎসা লাভের অধিকার :**

পৃথিবীর কোন মানুষই রোগ-শোক মুক্ত নন। রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা সবই মহামহিম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। নিজের জীবনে ও স্ত্রী-পরিজনের উপর রোগ-বালা-মুছীবত যে কোন সময় মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নেমে আসতে পারে। কারণ আল্লাহ বিভিন্ন সময় বালা-মুছীবত দ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ– 'তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা ও ধন-সম্পদ, জীবন এবং ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি (এসবের) কোন কিছুর দ্বারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করব, আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*।

রাসূল (ছাঃ) রোগ-শোকে, বিপদ-আপদে স্ত্রীদের পাশে ছায়ার মত অবস্থান করতেন এবং তাদের সেবা-যত্নে নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন ও মহান আল্লাহর কাছে তাদের সুস্থ্যতার জন্য দো'আ করতেন।

একদা ছাফিয়া (রাঃ)-কে কান্নারত দেখে তিনি উত্তম অভয় বাণীর মাধ্যমে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।[২৬] আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছাঃ)-এর পরিবারে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি (চিকিৎসা স্বরূপ) সূরা ফালাক, নাস পড়ে তাকে ঝাঁড়-ফুঁক দিতেন।[২৭] তিনি আরো বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন রোগীর কাছে আসতেন কিংবা তাঁর নিকট যখন কোন রোগীকে আনা হত, তখন তিনি এই বলে দো'আ করতেন, أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا– 'কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের রব, আরোগ্য দান কর, তুমিই একমাত্র আরোগ্যদানকারী। তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যা সামান্যতম রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে'।[২৮]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন রোগীকে দেখতে গেল যার অন্তিম সময় আসেনি, সে যেন তার সামনে সাত বার বলে, أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ– 'আমি মহান আরশের প্রভু মহামহিম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে রোগ মুক্তি দেন; তাহলে তাকে নিশ্চত রোগমুক্তি দেওয়া হবে'।[২৯]

আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, জিবরীল (আঃ) নবী (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ!

*১৭. তিরমিযী হা/২৪৮৮; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৯৩৮, হাদীছ ছহীহ।।*
*১৮. বুখারী হা/২৭৬৭।*
*১৯. মুসলিম হা/৬৬৮০।*
*২০. আবুদাউদ হা/৪৭৯৮;মিশকাত হা/৫০৮২, হাদীছ ছহীহ।*
*২১. আবুদাউদ হা/৪৭৯৯, হাদীছ ছহীহ ।*
*২২. তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬, হাদীছ হাসান।*
*২৩. বুখারী হা/২৭৮৬; মুসলিম হা/১৮৮৮; তিরমিযী হা/১৬৬০।*
*২৪. আবুদাউদ হা/৪৭৭৬; মিশকাত হা/৫০৬০।*
*২৫. আদবুল মুফরাদ হা/৪২২।*

*২৬. তিরমিযী হা/৩৮৯৪; মিশকাত হা/৬১৮৩, হাদীছ ছহীহ।*
*২৭. মুসলিম হা/৫৬০৭; মিশকাত হা/১৫৩২।*
*২৮. বুখারী হা/৫৬৭৫, ৫৭৪৩, ৫৭৫০।*
*২৯. আবুদাউদ হা/৩১০৬; মিশকাত হা/১৫৫৩, হাদীছ ছহীহ।*

আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি, সে সব জিনিস হতে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সকল আত্মার খারাপী অথবা হিংসুকের কুদৃষ্টি হতে আল্লাহ আপনাকে মুক্তি দিন, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাঁড়-ফুঁক করছি।[৩০] নবী (ছাঃ)-এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল রোগী দেখে তিনি বলতেন, لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ– 'কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ সুস্থতা লাভ করবে বা গুনাহ হতে পবিত্রতা লাভ করবে।[৩১]

প্রিয় ভাই! আপনিও রাসূল (ছাঃ)-এর মত পরিবারে কারো ব্যাধিতে সমব্যথী হয়ে উক্ত দো'আ-কালাম পড়ে ঝাঁড়-ফুঁক করতে পারেন এবং সাধ্যমত আধুনিক মানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন ও উত্তম ধৈর্য ধরার উপদেশ দিবেন। কারণ 'মু'মিন বান্দা-বান্দীরা একে অপরের সহযোগী, উত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী' *(তওবাহ ৯/৭১)*।

এ জগৎ সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মত কাছের মানুষ, আপনজন, প্রেম-প্রীতি ও সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার আর কেউ নেই। সুতরাং বিপদ-আপদে, রোগ-শোকে, ব্যথা-বেদনায় মুহব্বতের মানুষকে স্নেহের পরশ দিয়ে, সেবা-শুশ্রূষা ও পরিচর্যা করে পারিবারিক বন্ধন মযবুত ও সুদৃঢ় করুন এবং অশেষ ছওয়াব হাছিল করুন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ 'দয়াশীলদের উপর করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীকে দয়া কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করবেন।[৩২]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ– 'যে ব্যক্তি মাল রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সেও শহীদ।[৩৩] সুতরাং পরিবারে কেউ শত্রু দ্বারা কিংবা মহামারী রোগে আক্রান্ত হ'লেও তার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মাঝে আছে সফলতা, পরম সুখ, অশেষ ছওয়াব এবং তাতে মৃত্যু হলে শহীদী মর্যাদা।[৩৪]

প্রিয় ভাই! স্মরণ রাখবেন, মহান আল্লাহ এই ধরার বুকে কাউকে রোগী বানিয়ে, কাউকে সুস্থ রেখে পরীক্ষা করছেন। কে কাকে কতটুকু মূল্যায়ন করে, সেবা-যত্ন করে সেটা তিনি দেখছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তুমি আমার খোঁজ-খবর রাখেনি। সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি কি করে তোমার খোঁজ-খবর করব, অথচ তুমি সারাজাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে তার কাছেই আমাকে পেতে'।[৩৫]

নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, মু'মিনদের দৃষ্টান্ত হ'ল তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও সহানুভূতির দিক দিয়ে একটি মানবদেহের ন্যায়। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার সমগ্র দেহ আলোড়িত হয় জ্বর ও অনিদ্রায়।[৩৬]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ওলামাগণ বলেছেন, 'রোগীর পরিচর্যা মহান আল্লাহ্‌র এমন এক মেহমানদারী, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সেবার মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্য ও সম্মান দু'টি লাভ করে'।[৩৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা'।[৩৮]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, রোগীর সেবা কর এবং কষ্টে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার কর'।[৩৯] ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের রোগের সেবায় নিয়োজিত হয় তখন সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জান্নাতের ফল-ফলাদি আহরণরত থাকে'।[৪০] আলী (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কোন মুসলমান যদি অন্য কোন মুসলিম রোগীকে সকাল বেলা দেখতে যায়, তাহলে সত্তর হাযার ফেরেশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দো'আ করতে থাকে। সে যদি সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যায়, তবে সত্তর হাযার ফেরেশতা ভোর পর্যন্ত তার জন্য দো'আ করতে থাকে এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ফলের বাগান তৈরী হয়।[৪১] সুতরাং একজন আদর্শ স্বামী পরিবারের কর্তা হিসাবে স্ত্রীর চিকিৎসা ও সেবামূলক মাহাত্মপূর্ণ কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাবেন।

*(ক্রমশঃ)*

***[লেখক : সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলা]***

---

*৩০. মুসলিম হা/৫৫৯৩, ই.ফা. হা/৫৫১২।*
*৩১. বুখারী হা/৩৬১৬।*
*৩২. আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪, হাদীছ ছহীহ।*
*৩৩. তিরমিযী হা/১৪১৮; আবুদাঊদ হা/৪৭৭২; মিশকাত হা/৩৫২৯, হাদীছ ছহীহ।*
*৩৪. বুখারী হা/৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯।*
*৩৫. মুসলিম হা/৬৪৫০; ই.ফা. হা/৬৩২২।*
*৩৬. মুসলিম হা. এ.হা/৬৪৮০।*
*৩৭. মির'আত ৫/২১৭।*
*৩৮. বুখারী হা/৫৮৭৮।*
*৩৯. বুখারী হা/৩০৪৬,৫৬৪৯।*
*৪০. মুসলিম হা. এ.হা/৬৪৪৭।*
*৪১. তিরমিযী হা/৯৬৯; ছহীহাহ হা/১৩৬৭, হাদীছ ছহীহ।*

# দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি : বিপর্যস্ত জনজীবন

-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক

দ্রব্যমূল্য এক লাগামহীন পাগলাঘোড়া। যার লাগাম টেনে ধরা যেনো এক দুঃসহ যাতনা। করোনা ভাইরাসের চেয়েও ভয়াবহ দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন এ উর্ধ্বগতি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে করোনা সংক্রমণ ঠেকানো গেলেও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে রীতিমতো সবাই অসহায়। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলায় ভরপুর আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এক সময় ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে বিশ্বজুড়ে সুখ্যাতি লাভ করেছিল। মরক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বাংলাকে বিশেষায়িত করেছিলেন সম্পদপূর্ণ হীরক হিসাবে।

আজ সে বাংলা নানা সমস্যায় জর্জরিত। করোনা ধাক্কা সামাল দিতে যেখানে হিমশিম খেতে হচ্ছিলো নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের, সেখানে বিনা দাওয়াতেই নতুন মেহমান এসে হাযির। মেহমানের নাম খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্য। চাল-ডাল, মাছ-মাংস, তেল, তরি-তরকারী, ফলমূল, চিনি, লবণ, গম, আটা ইত্যাদি দ্রব্যমূল্য দফায় দফায় যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মধ্যবিত্তের জন্য নাভিশ্বাস উঠার দশা।

**মুদ্রাস্ফীতি বলতে আসলে কি বুঝায়?**

সহজ ভাষায় মুদ্রাস্ফীতি বলতে বুঝি মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া। পণ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে একই টাকায় আপনি গতবছরের তুলনায় কম দ্রব্য কিনতে পারবেন। একটি উদাহরণ দেয়া যাক-ধরুন আপনি আজ ১০০ টাকা দিয়ে একটি স্যান্ডউইচ কিনলেন। বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার ১০%। ফলে পরের বছর একই স্যান্ডউইচ ক্রয় করতে আপনার খরচ পড়বে ১১০ টাকা। ফলশ্রুতিতে এভাবেই আয় সমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের জীবনযাত্রার মান কমে যায়।

**দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ সমূহ অনুসন্ধান করলে যা বেরিয়ে আসে তা হ'ল :**

**১. মাফিয়া সিন্ডিকেট :** রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি সেক্টর মূলত বিভিন্ন সিন্ডিকেট মাফিয়াদের করতলগত। এক শ্রেণীর অসাধু চক্র নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। স্বয়ং সরকারও এদের হাতে জিম্মি থাকে।

**২. আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব :** দ্রব্যসামগ্রী আন্ত-সম্পর্কিত হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে দেশীয় বাজারেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো দ্রব্যের দাম কমলে দেশীয় বাজারে তা কমে না। বরং অতিরিক্ত মুনাফা তৃতীয় পার্টির পকেটে চলে যায়।

**৩. ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগী :** একটি পণ্য উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে গিয়ে যতবার হাতবদল হয় ততবার তার নতুন দাম নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন দালাল এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের এই অপতৎপরতার কারণে একদিকে যেমন কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পায় না অন্যদিকে ভোক্তাদেরকেও চড়ামূল্যে দ্রব্য ক্রয় করতে হয়।

**৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ বিভিন্ন সময় আল্লাহ প্রদত্ত দূর্যোগ নেমে আসে। 'স্থলে ও জলে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ' *(রূম ৪১/৩০)*। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির ফলে দ্রব্যের উৎপাদন তথা যোগান কমে যায়। আর মোট যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশী হ'লে পণ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়া অর্থনীতির চিরায়ত নিয়ম।

**৫. চাঁদাবাজি :** মালিক, উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের ওপর মোটা অংকের চাঁদা ধার্য করা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আরেকটি

কারণ। তাছাড়া বিভিন্ন সেতু ও মহাসড়কের ঘাটে ঘাটে টোল প্রদান করার কারণে পণ্যদ্রব্যের পরিবহন খরচ বৃহদাংশে বৃদ্ধি পায়।

## দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ইসলামের এমন সব কালজয়ী কল্যাণধর্মী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা বাস্তবায়িত হলে অনায়াসে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি রোধ করা সম্ভব।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উপরোক্ত কারণসমূহ সমাধানে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

**প্রথমতঃ** ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে কারো হস্তক্ষেপ করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হ'লেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা। মূলতঃ বান্দার চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে তিনি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। তিনিই একমাত্র সংকীর্ণতা, প্রশস্ততা আনয়নকারী এবং রিযিকদাতা।

তবে যদি ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট অন্যায়ভাবে কারসাজি করে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেয়, এক্ষেত্রে সরকারের উপর কর্তব্য হচ্ছে বাজার হস্তক্ষেপ করে দ্রব্যমূল্যের ন্যায্য দাম নির্ধারণ করে দেয়া। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও যদি পণ্যের মালিকগণ প্রচলিত দামের চেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রয় করে, তখন তাদেরকে প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা ওয়াজিব *(আল হিসবাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ১৯-২০)*।

ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন, মানুষের মধ্যে ন্যায় এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ শুধু বৈধই নয় ক্ষেত্রবিশেষে যরূরীও বটে' *(আত-তুরুক, ১/৩৫৫ পৃ.)*।

**দ্বিতীয়তঃ** দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ইসলাম মজুদদারিতা নিষিদ্ধ করেছে। যে ব্যক্তি (সংকট তৈরী করতে) খাদ্যশস্য গুদামজাত করে সে অপরাধী।

তবে গুদামজাত পণ্য যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় হয় কিংবা চাহিদার অতিরিক্ত হয় তাহলে পণ্য মজুদ রাখা অবৈধ নয়।

**তৃতীয়তঃ** ফড়িয়া এবং দালালরা অপতৎপরতার মাধ্যমে যেন দাম বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য রাসূল (ছাঃ) গ্রামবাসীর পক্ষ হতে অন্য কাউকে দ্রব্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, শহরের লোক যেন গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রয় না করে' *(মুসলিম ৩৬৮৭)*।

**চতুর্থতঃ** উর্ধ্বগামী মূল্যের জিনিস পরিহার করা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের অন্যতম একটি উপায়। ওমর (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা এসে তার নিকট গোশতের মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগ করে। তখন তিনি বললেন 'তোমরাই এর মূল্য হ্রাস করে দাও'। তখন লোকেরা বলল যে, 'আমরা কি গোশতের মালিক যে এর মূল্য কমিয়ে দিব? তখন তিনি বললেন, 'তাদের নিকট থেকে গোশত কেনা ছেড়ে দাও' *(আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া)*।

**পঞ্চমতঃ** অল্পে তুষ্টি এবং অপচয় রোধ। মুমিনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জিহ্বাকে কথা বলার সময় যেমন সংযত রাখে, তেমনি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতে খুশী থাকলে তুমি হবে সবচেয়ে সুখী মানুষ' *(তিরমিযী হা/২৩০৫)*। অন্যদিকে অপচয় সর্বদা বর্জনীয়। কেননা এটি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং খাদ্য সংকটের একটি পরোক্ষ কারণ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খাও ও পান কর, কিন্তু অপচয় করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালোবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

পরিশেষে শুধু এতটুকুই বলব, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত জীবন বিধান। মানব রচিত কোন বিধান নয় বরং আল্লাহ্র বিধানের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়ার মাধ্যমেই মানবতার মুক্তি নিহিত। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। আর এ সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করা সময়ের দাবী।

***[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]***

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

**রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব'** *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

# আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

## দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

**সম্মানিত সুধী!**

**'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

**স্তর সমূহের বিবরণ**

| স্তরের নাম | মাসিক কিস্তি | বার্ষিক | স্তরের নাম | মাসিক কিস্তি | বার্ষিক |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | ৩০০০/= | ৩৬,০০০/= | ৬ষ্ঠ | ৪০০/= | ৪,৮০০/= |
| ২য় | ২৫০০/= | ৩০,০০০/= | ৭ম | ৩০০/= | ৩,৬০০/= |
| ৩য় | ২০০০/= | ২৪,০০০/= | ৮ম | ২০০/= | ২,৪০০/= |
| ৪র্থ | ১০০০/= | ১২,০০০/= | ৯ম | ১০০/= | ১,২০০/= |
| ৫ম | ৫০০/= | ৬,০০০/= | ১০ম | ৫০/= | ৬০০/= |

### অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

**হিসাব নং :** পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

**বিকাশ নং** ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

**বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!**

# রাগ নিয়ন্ত্রণের ফযীলত ও উপায়

- মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলাম

**ভূমিকা :** মানব আত্মা সুরিপু ও কুরিপু দ্বারা পরিচালিত হয়। রাগ ষড় রিপুর অন্যতম একটি কুরিপু। রাগের সময় মানুষের পশুসুলভ কুরিপু সক্রিয় হয়ে উঠে। বাহ্যিকভাবে চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যায়। আর শিরা-উপশিরা ফুলে-ফেঁপে উঠে। আর এই অনিয়ন্ত্রিত রাগ নিজের আমল আখলাকের জন্য শুধু ক্ষতিকর নয় বরং শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণভাবে ব্যক্তি ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত করে। রাগ হ'ল বারুদের গুদামের মত, যা মানুষের স্বাভাবিক অর্জনকে মূহুর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক আচরণই কাম্য। যা সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনে সহায়ক। নিম্নে রাগ নিয়ন্ত্রণের ফযীলত ও উপায় সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

**রাগ নিয়ন্ত্রণের ফযীলত :**

শয়তান আগুনের তৈরী। রাগ মানুষের মধ্যে বিদ্যুতের মত আগুন সদৃশ। ওয়াসওয়াসার কাঠি ব্যবহার করে শয়তান মানুষের ভিতরের সেই আগুনটা জ্বালানোর চেষ্টা করে। যাতে করে মানুষ চরমভাবে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলাম রাগ দমনের নির্দেশ দানের পাশাপাশি রাগ দমনকারীর জন্য বহু পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ-

'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে-ইমরান ৩/১৫৯)*।

**১. রাগ দমনে ঈমান ও শান্তি ভরপুর দিল :**

ক্রোধ দমনকারী ব্যক্তির হৃদয়কে মহান আল্লাহ ঈমান ও শান্তি দ্বারা পূর্ণ করবেন এবং জান্নাতী মেহমান হিসাবে অভ্যর্থনা জানাবেন। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার নিকট হজম করার জিনিসের মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল, কোনো ব্যক্তির তার রাগকে হজম করে নেওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য তার রাগকে হজম করে নিল, আল্লাহ তাকে ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন'।[১]

১. *মুসনাদে আহমদ ১/৩২৭।*

**২. রাগ নিয়ন্ত্রনকারীই প্রকৃত বীর :**

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম'।[২]

**৩. আল্লাহ্র ভালবাসা :**

আল্লাহর তা'আলা বিশেষ করে রাগ দমনকারী ও মানুষকে ক্ষমা করা ব্যক্তিকে ভালবাসেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ- 'যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

**৪. আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে মুক্তি :**

মহান আল্লাহ বান্দাকে প্রতিটি নেক আমলেরই পুরুস্কার দিবেন। কিন্তু রাগ দমনের ব্যাপারটা ভিন্ন ইবনে উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা অন্য কিছু সংবরণে নেই'।[৩] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন জিনিস আমাকে আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারে? তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না'।[৪] অর্থাৎ, রাগ করা থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

**৫. সৃষ্টিকুলের সামনে সম্মানের স্বীকৃতি :**

রাগান্বিত ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ায় যদি রাগ প্রয়োগ না করেন, ক্ষমা করে দেন। তবে মহান আল্লাহ তাকে

২. *বুখারী হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১০৫।*
৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৯।*
৪ *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৯৬।*

ক্বিয়ামতের মাঠে সৃষ্টিকুলের সামনে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ–

সাহল ইবনু মু‘আয (রাঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগে ক্ষমতা থাকার সত্ত্বেও সংযত থাকে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টিকূলের মধ্যে থেকে ডেকে নিবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পসন্দমত যে কোনো একজনকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিবেন’।[৫]

**৬. বিশাল প্রতিদান প্রাপ্তি :**

মহান আল্লাহ হুরী পাবার নিশ্চয়তা দিতে রাগ দমনের আদেশ করেছেন। বিষয়টি খুব চমকপ্রদ যা অন্য আমলের ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না। রাগ দমনকারী ব্যক্তি দুনিয়ায় রাগ দমন করবেন এবং ক্বিয়ামতের মাঠে বেহেশতের হুরী বুঝে নিবেন, মাশাআল্লাহ। হাদীছ এসেছে,

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় বান্দার রাগ হজম করে নেওয়া আল্লাহ্র নিকট বিশাল প্রতিদান লাভের মাধ্যম হয়।[৬] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ–

সাহল ইবন মুআয (রাঃ) তার পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধকে সংবরণ করে, অথচ সে কাজ করতে সে সক্ষম; (তার এ ছবরের কারণে) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকলের সামনে ডেকে বলবেন, তুমি যে হুরকে চাও, পসন্দ করে নিয়ে যাও’।[৭]

**৭. জান্নাতের সুসংবাদ :**

ক্রোধ জান্নাত পাগল মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। কেননা ক্রোধান্বিত ব্যক্তি শয়তানের অনুগামী হয়। এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)-একবার প্রিয়নবী (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি রাগ করবে না, তাহ’লে তোমার জন্য জান্নাত’।[৮]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, ‘তুমি রাগ প্রকাশ করবে না, তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে’।[৯]

**৮. রাগ সচ্চরিত্রের উপর প্রভাব পড়ে :**

রাগী মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। কখনোই এই রাগই তার তার সচ্চরিত্রের অন্তরায় সৃষ্টি হয়। ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, কথায় সচ্চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটাও এবং ক্রোধকে সর্বত্রভাবে বিদায় জানাও’।[১০] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِى قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর সমীপে আবেদন জানাল যে, আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, ‘তুমি রাগান্বিত হয়ো না’। লোকটি বার বার এই আবেদন জানাল। তিনি (প্রত্যেক বারেই) তাকে এই অসিয়ত করলেন যে,‘তুমি রাগান্বিত হয়ো না’।[১১]

**কিছু নিষেধাজ্ঞা**

**রাগ অবস্থায় কোন বিচার ফায়ছালা না করা :**

كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضِىَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ–

হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু বকর (রাঃ) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন- সে সময় তিনি সিজিস্থানে অবস্থানরত ছিলেন তুমি রাগের অবস্থায় বিবাদমান দু’ব্যক্তির মাঝে ফায়ছালা করো না। কেননা, আমি রাসূলূল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগের অবস্থায় দু’জনের মধ্যে বিচার করবে না’।[১২]

এ বিষয়ে ইবনু তায়মিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, প্রকৃত শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান না হারিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর ক্রোধ যদি তার উপর বিজয় লাভ করে, তাহ’লে বুঝতে হবে প্রকৃতপক্ষে সে শক্তিশালী বা বীর কোনটিই নয়’।[১৩]

**রাগ নিয়ন্ত্রণে রাসূলের উপদেশ :**

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِى قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ

৫. *আবু দাউদ হা/৪৭৭৭।*
৬. *মুসনাদে আহমদ ২/১২৮।*
৭. *আবুদাউদ হা/৪৭৭৭।*
৮. *তবারানী হা/২৩৫৩।*
৯. *ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৩৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৯।*
১০. *জামেউল উলূম ওয়াল হাকাম লি ইবনে রাজাব ১/৩৬৩ পৃ.।*
১১. *বুখারী হা/৬১১৬; তিরমিযী হা/২০২০।*
১২. *বুখারী হা/৭১৫৮; মুসলিম হা/১৭১৭।*
১৩. *ইস্তেক্বামাহ ২/২৭১ পৃ.।*

–تَغْضَبْ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বললো, আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। লোকটা কয়েকবার তা বললেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক বারই বললেন, রাগ করো না'।[১৪]

**নিন্দনীয় রাগে যা ফিরেশতার অভিস্পাত :**

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহ'লে ফিরিশতাগণ তাকে সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন'।[১৫]

**রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ**

**১. আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা :**

রাগ এমন একটি ব্যাধি যা মানুষ চাইলে নিয়ন্ত্রণ আনতে পারবে, বিষয়টি এমন নয়। তাই মহান আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা যরূরী। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ–

সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন দু'জন লোক পরস্পর গাল মন্দ করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি এমন একটি দো'আ জানি, যদি লোকটি পড়ে তবে সে যে রাগ অনুভব করছে তা দূর হয়ে যাবে। (তিনি বললেন) সে যদি পড়ে 'আউযূবিল্লাহি মিনাশ শায়তান' আমি শয়তান হতে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে বলল, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তুমি যেন আল্লাহ্র কাছে শয়তান হ'তে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি?[১৬]

**২. ক্রোধান্বিত অবস্থায় শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন :**

কখন রাগ এসে গেলে তা নিয়ন্ত্রনের জন্য ঐ স্থান বা অবস্থা পরিবর্তন করা যরূরী। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ–

আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বলেন, যদি তোমাদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে যেন বসে পড়ে। যদি এতে রাগ চলে যায়, তবে ভাল; নয়তো সে শুয়ে পড়বে'।[১৭]

**৩. চুপ থাকা :**

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'উয়ায়নাহ ইবনু আব্বাসের ভাতিজা হুরকে ডেকে বললেন, এই আমীরের কাছে তো তোমার একটা মর্যাদা আছে, সুতরাং তুমি আমার জন্য তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে দাও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছে আপনার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এরপর হুর অনুমতি প্রার্থনা করলেন উয়াইনাহর জন্য উমার (রাঃ) অনুমতি দিলেন। উয়াইনাহ 'উমারের কাছে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি তো আমাদেরকে অধিক অধিক দানও করেন না এবং আমাদের মাঝে সুবিচারও করেন না। উমার (রাঃ) রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে কিছু একটা করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা তো তাঁর নবী করীম (ছাঃ)-কে বলেছেন, 'ক্ষমা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদেরকে উপেক্ষা কর' আর এই ব্যক্তি তো অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র কসম উমার (রাঃ) আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। 'উমার আল্লাহ্র কিতাবের বিধানের সামনে চুপ হয়ে যেতেন'।[১৮]

**উপসংহার :**

রাগ মানুষের জীবনের অন্যতম একটি মন্দ দিক। কারোর রাগ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একজন রাগান্বিত ব্যক্তির নিকট গেলে অধিকাংশ সময় মন্দ আচরণই আসে। তাই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করাই হবে আমাদের বীরত্বের কাজ। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন-আমীন!

***[লেখক : অধ্যয়নরত, দাওরায়ে হাদীছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]***

১৪. *বুখারী হা/ ৬১১৬;মিশকাত হা/৫১০৪।*
১৫. *বুখারী হা/৩২৩৭।*
১৬. *বুখারী হা/৩২৮২।*
১৭. *আবুদাউদ হা/৪৭৮২।*
১৮. *বুখারী হা/৪৬৪২।*

# আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী

(১ম কিস্তি)

*['আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত আহলেহাদীছ ইমাম ও ওলামা সমিতি-এর সম্মানিত সহ-সভাপতি শায়খ আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী (পাবনা)। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ গঠনে বিরামহীনভাবে দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগ থেকে লিসান্স ডিগ্রী গ্রহণ করা এই আলেমে দ্বীনের একনিষ্ঠ দাওয়াত জনসাধারণকে বিশুদ্ধ আমল-আখলাক গঠনে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। কর্মজীবনে তিনি খত্বীব ও দাঈ হিসাবে দেশে এবং বাহরাইনে ইসলামী দাওয়াহ সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। ২০১৩ সালে তিনি পীস টিভি বাংলার আলোচক হিসাবে মনোনীত হন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের নানা দিক ও বিভাগ সম্পর্কে জানার জন্য আলোচ্য সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তাওহীদের ডাক-এর নির্বাহী সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর। সাক্ষাৎকারটি তাওহীদের ডাক পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল।]*

***তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও শৈশব সম্পর্কে জানতে চাই।***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** আমার জন্ম সাল সঠিকভাবে জানা নেই। তবে আনুমানিক ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে হতে পারে। এ বিষয়ে একটি অভিজ্ঞতা না বললেই নয়। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আমি বললাম, আমার কাগজে লেখা আছে। তিনি বললেন, কেন তোমার পিতা-মাতা জানাননি? আমি বললাম, আমার অভিভাবকরা জানে যে, আমার উস্তাযরা লিখে রেখেছেন। উনি এবার বললেন, তোমার আসল বয়সটা কত? আমি তো বলতেই চাইলাম না। শেষ পর্যন্ত উনি বললেন যে, তোমার দেশে নাকি বাপ আর বেটা একই বছরে জন্মগ্রহণ করে? আমি বললাম, বাপ এবং বেটা যদি একই বছরে দাখিল পরীক্ষা দেয়, তাহ'লে তো একই জন্ম সাল হবে। যাই হোক সার্টিফিকেট অনুযায়ী জন্মসাল ১লা জানুয়ারী ১৯৭২ সাল। আমার জন্ম পাবনার দোগাছীতে, মুকুন্দপুর গ্রামে।

***তাওহীদের ডাক : আপনার পিতা-মাতা ও পরিবার সম্পর্কে যদি বলতেন?***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** আমার পিতার নাম ইসমাঈল হুসাইন প্রামাণিক। তিনি একাধারে একজন শিক্ষক, ইমাম ও খত্বীব ছিলেন। আমার মায়ের নাম হালীমা বিনতে ইয়াকূব। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিণী। আমাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে বাবার তুলনায় মায়ের অবদান অনেক বেশী। পিতা-মাতা উভয়েই মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের খুবই ভক্ত ছিলেন। আব্বা মৃত্যুর আগে আমীরে জামা'আতের বিশেষ দো'আ পেয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। বাবার জানাযা আমীরে জামা'আত স্বয়ং পড়িয়েছিলেন আর মহিলাদের নিয়ে আমি একটা জানাযা পড়েছিলাম। আর আম্মা মারা গেলে আমীরে জামা'আত যেতে পারেননি। তবে তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।

আমার প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন। সেখানে ৩ ছেলে আর ৩ মেয়ে আছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আমার নতুন পরিবারে একটিমাত্র কন্যা সন্তান আল্লাহ পাক দান করেছেন। বর্তমানে তার বয়স দুই বছর।

আমার প্রথম পক্ষের এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মারকাযের সাবেক ছাত্র শরীফুল ইসলাম বিন আব্দুছ ছামাদ (গাইবান্ধা)-এর সাথে। ২য় মেয়েটার বিয়ে দেওয়া হয়েছে সঊদী আরবের রিয়াদে কর্মরত এক ছেলের সাথে। তৃতীয় মেয়ে নওদাপাড়া মারকাযে লেখাপড়া করছে।

আমার বড় ছেলে আনাস এবং মেঝ আম্মার ছেলে এই মারকায থেকেই ছানাবিয়া শেষ করেছে। আর ছোট ছেলে আকীল বর্তমানে ঢাকার একটি মাদ্রাসার হিফযখানায় পড়ছে।

***তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষা জীবন ও পড়াশোনা কিভাবে শুরু হয়েছিল?***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** আমি কৃষকের ছেলে হওয়ায় আমার শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল একটু দেরীতে। আমি সাংসারিক কৃষি কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। গরু, ছাগল পালতাম। এক সময় গ্রামের লোকেরা আমার আব্বাকে বলল, আপনার এ ছেলেটাকে মাদ্রাসায় দেয়া উচিত। অবশেষে আমার বাবা মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিলেন। প্রথম দিকে আমি পড়তে যেতে চাইনি। ফলে তিনি আমাকে খুব শাসন করেছিলেন। পড়াশুনা শুরু হ'লে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে হবে কারণ বয়স বেশী হয়ে গেছে। এভাবে আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পাবনা খয়েরসূতী দারুল হাদীছ রহমানিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করি। এরপর মুরুব্বীদের পরামর্শে আল্লামা কাফী ছাহেবের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা বাঁশবাজার, পাবনায় ভর্তি হই। তখন আমার বয়স আনুমানিক ১৭/১৮ বছর হবে।

কওমী মাদ্রাসায় পড়া চলাকালীন সময়েই দাখিল পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমি জমঈয়তের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হই। আর ফাঁকে ফাঁকে আলিম, ফাযিল, কামিল পরীক্ষা শেষ করি। কওমী মাদ্রাসা থেকে আমি ১৯৯০ সালে দাওরায়ে হাদীছ শেষ করেছিলাম। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক প্রফেসর

ড. যায়েদ বিন গানেম আল-জুহানীর নিকট সরাসরি সাক্ষাৎকার দিয়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং সেখান থেকে হাদীছ বিষয়ে ফারেগ হই। *ফালিল্লাহিল হামদ!*

***তাওহীদের ডাক : আপনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাথে শুরুকাল থেকে যুক্ত। কিভাবে এই সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল?***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** 'যুবসংঘে' আসার পূর্বেই আমার কিছু স্মৃতিকথা আছে। আমি ঢাকাতে যাওয়ার আগে বেশ কিছুদিন ইলিয়াছী তাবলীগের সাথে জড়িত ছিলাম। তাদের প্রদত্ত ছয়টি উছূল আজও আমার মুখস্থ আছে। তাবলীগ জামাতের সাথে চলাফেরা, কাকরাইল মসজিদে রাত্রি যাপন, তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণ সবই এখন স্মৃতি। পরবর্তীতে আমি ঢাকায় যাওয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের সাথে জড়িয়ে পড়ি। তাদের কোন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন না করলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতাম ও তাদেরকে ভালবাসতাম। একবার কাকরাইল যেতাম আবার জামায়াতের বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতাম।

১৯৮৬ সালের দিকে হঠাৎ একদিন আমীরে জামা'আতের বক্তব্য শুনি এবং তাঁর মুখে আহলেহাদীছদের সাথে অন্যদের মৌলিক পার্থক্য জানতে পারি। আমাদের সাথে তাদের আমলের গরমিল আছে সেটা আমি বুঝতে পারি। পরবর্তীতে আমীরে জামা'আত 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' এবং 'তিনটি মতবাদ' নামক যুগান্তকারী দু'টি বই লিখলেন। এই বই দু'টি আমার চোখ খুলে দিল। আমি প্রত্যেক ভাইকে বলব, এই বই দু'টি ভালভাবে পড়তে। শুধু তাই নয়, আমীরে জামা'আতের সবগুলো বই ভাল করে পড়ার অনুরোধ থাকবে। এক শ্রেণীর মানুষ দ্বীনকে দুনিয়া থেকে আলাদা করেছে এবং আরেক শ্রেণীর মানুষ রাজনীতির নামে দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিকে গুলিয়ে ফেলেছেন। এই বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করবে যে, আমরা কি আন্দোলন করছি আর তারা কি আন্দোলন করছে। এই গোলকধাঁধা থেকে পরিষ্কার একটি ধারণা এই বইগুলো থেকে পাওয়া যাবে। বিশেষতঃ আমীরে জামা'আতের 'তিনটি মতবাদ' বইয়ের বিকল্প কোন বই আমার চোখে পড়ে না। সুতরাং এভাবেই যুবসংঘের ছায়াতলে আসার সুযোগ পেলাম। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

***তাওহীদের ডাক : আপনি যুবসংঘে'র প্রাক্তন কর্মী হিসাবে সংগঠনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালের সাক্ষী ছিলেন। সেই জায়গা থেকে যুবসংঘের সূচনা এবং পরবর্তীকালের ইতিহাস যদি বিস্তারিত বলতেন?***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** সব কিছু ছেড়ে আমি যখন 'যুবসংঘ'-এর কাজকর্ম শুরু করলাম, এক পর্যায়ে আমি ঢাকা যেলার প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হ'ল আমাকে। তখন বৃহত্তর ঢাকা যেলার ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী এই অঞ্চলে আমি তাবলীগ বা প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতাম। তখন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ ছিল একক সংগঠন। ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সকলের একটাই প্লাটফর্ম। আমীরে জামা'আত বুঝতে পারলেন যুবকরা সব মিসগাইডেড হয়ে যাচ্ছে। যুবকদের জন্য একটা আলাদা প্লাটফর্ম প্রয়োজন। আর এরই সুবাদে 'যুবসংঘে'র সূচনা হয়। তৎকালীন জমঈয়ত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুর বারী (রহঃ) কাছে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যুবকদের নিয়ে আলাদা একটি প্লাটফর্মের প্রস্তাব পেশ করেন। তখন তিনি মৌখিকভাবে যুবকদের জন্য 'যুবসংঘ' গঠন করার অনুমতি দেন এবং এটাকে তদারকি করার জন্য তৎকালীন জমঈয়ত সেক্রেটারী জনাব আব্দুর রহমান বিএবিটি (রহঃ)-কে পাঠানো হয়। মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া সংলগ্ন মসজিদে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ৬৪ জন অ্যাডহক সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। অ্যাডহক কমিটিতে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে আহ্বায়ক এবং যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা দেওয়ান হাসান শহীদ (টাঙ্গাইল)-কে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়।

তন্মধ্যে বর্তমানে 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম'-এর সাথে জড়িত আমার উস্তায মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীও এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রেস 'আল-হাদীস প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড পাবলিশিং হাউস' ৯৮ নওয়াবপুর রোড থেকে ছাপা হয়। যেসব ভাইয়েরা বলেন যে, যুবসংঘ আলাদা হয়েছে, দল গঠন করেছে, এই করেছে, সেই করেছে- সে সব ভাইদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে আপনারা ইতিহাসটা পড়ুন এবং জানার চেষ্টা করুন। জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারী (রহঃ) স্বয়ং 'যুবসংঘে'র অনুমোদন দেওয়ার পর তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে আব্দুর রহমান বিএবিটি ছাহেবকে প্রেরণ করলেন। তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জমঈয়ত কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদেই 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন করা হ'ল এবং জমঈয়তের প্রিন্টিং প্রেস থেকেই প্রথম গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি ছাপা হ'ল। ছাপা হওয়ার পরেই তো 'যুবসংঘ'-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

যুবসংঘের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর মিলনায়তনে আয়োজিত 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র হানিফ ছাহেবের শ্বশুর এবং মেয়র সাঈদ খোকনের নানা আব্দুল মাজেদ সরদার। যার নামে মাজেদ সরদার লেন নামে বংশালে রাস্তা রয়েছে। সেই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি ড. আব্দুল বারী (রহঃ)। প্রধান অতিথি আমাদের আমীরে জামা'আত এবং বিশেষ অতিথি 'যুবসংঘে'র উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, যিনি জমঈয়তে আহলেহাদীসের কেন্দ্রীয় পরিষদের দায়িত্বশীল ছিলেন, শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী (ভারত)।

আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন, 'যুবসংঘে'র প্রথম সম্মেলন যেদিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেদিন আমীরে জামা'আতের দাবীর প্রেক্ষিতে বায়তুল মুকাররম মসজিদের গেটে ঝুলানো আব্দুল

কাদের জিলানীর মাযারের গেলাফ, যা ইরাক সফরে গিয়ে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এনেছিলেন, তা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। অথচ সেখানে রীতিমত মানুষের শিরক-বিদ'আতী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সম্মেলনের দিন বায়তুল মুকাররম মসজিদে এশার আযান মুখে হয়েছিল, মাইকে নয়। কারণ সেদিন মাগরিবের ছালাতে এত জোরে আমীন হয়েছিল যে, এশার আযান মুখে দিয়ে ছালাত পড়ে মসজিদে তালা দিয়ে মসজিদের দায়িত্বশীলরা পালিয়ে ছিল।

এই সম্মেলন হয়ে যাওয়ার পরে কে বা কারা জমঈয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি মহোদয় জনাব আব্দুল বারী (রহঃ)-এর কানে কিছু বলল। এরপর থেকে একটা টানাপোড়েন ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে আমি যেটা বুঝেছি সেটা হ'ল জমঈয়তে আহলেহাদীসের গঠনতন্ত্রে লেখা ছিল একক সংগঠন। কিন্তু জমঈয়ত সভাপতির অনুমোদনক্রমে আরেকটি সংগঠন তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু তার অনুমোদন করার কোন পথ ছিল না। না থাকার কারণে একটা বিপদ হয়ে গেল। যুবসংঘের অগ্রগতিতে কিছু ঈর্ষা পরায়ণ ব্যক্তিরা জমঈয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি মহোদয়কে বুঝাতে লাগলেন তাহ'লে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হোক। 'যুবসংঘে'র জন্ম ১৯৭৮ সালে আর গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হ'ল জমঈয়তে আহলেহাদীসের ১৯৮৫ সালের কেন্দ্রীয় কনফারেন্সে।

গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে গিয়ে 'যুবসংঘে'র অনুমোদন না দিয়ে লেখা হ'ল জমঈয়তের ভিতরে অধিক শাখা ও বিভাগ থাকার সুযোগ রয়েছে। তাদের মধ্যে একটা বিভাগ থাকবে শুব্বান। শুব্বানকে নতুন বিভাগ হিসাবে অনুমোদন দেওয়া হ'ল। এখন 'যুবসংঘে'র কী হবে? 'যুবসংঘে'র তো গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি এগুলি অলরেডি ছাপা হয়ে গেছে। এখন যুবসংঘ নাকি শুব্বান- এইভাবে একটা টানাপোড়েন শুরু হয়ে গেল। মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে বানানো হ'ল শুব্বান বিভাগের পরিচালক। এভাবেই এক পর্যায়ে 'যুবসংঘে'র সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হ'ল এবং একইসাথে অনেক আলেম-ওলামাকে ঐ সময় জমঈয়তে আহলেহাদীস থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল। এখন আমাদের বলা হচ্ছে, আমরা নাকি বেরিয়ে গেছি, সংগঠন ভেঙ্গে দিয়েছি। এখন ঐক্যের প্রশ্ন কেউ যদি করে, তাহ'লে সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব থাকবে আপনারা সম্পর্কছেদের এই ঘোষণা পত্রটি পড়ুন ও সত্যটা জানুন।

***তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে সরকারী নির্যাতন ও জঙ্গীবাদের অপবাদ এবং এর পিছনে ক্রীড়নক কারা ছিল বলে আপনি মনে করেন?***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** এটা তো ওপেন সিক্রেট। এদেশে কথিত বাংলা ভাই, শায়খ আব্দুর রহমানকে কারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছিল। তাদের মাধ্যমে সর্বহারা তাড়ানোর নামে প্রকাশ্য দিবালোকে খেজুর আলীকে কেটে টুকরা টুকরা করল। সর্বহারার এক নেতাকে বাগমারার এক স্কুল মাঠে গাছের সাথে লটকিয়ে চাবুকপেটা করল। এটা তো প্রশাসনের সামনেই ঘটল এবং তারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ফেলল। তারপরে বাংলা ভাইয়ের লোকেরা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে মিছিল করল। তদান্তীনকালের জোট সরকারের মদদপুষ্ট হয়েই তো এতসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তারা করল। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে গেলে এটা চাপিয়ে দিল মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ঘাড়ে। অথচ আমীরে জামা'আত এর অনেক আগেই লেখনীর মাধ্যমে, বক্তব্যের মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে সরকার ও জনগণকে সর্তক করেছিলেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য এটি ছিল সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা মাত্র। কিন্তু আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা নষ্ট করে দিয়েছেন। আমীরে জামা'আত ও আমাদের সংগঠন বহাল তবিয়তে রয়েছে। বরং তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে। লেবাস-পোশাকে আহলেহাদীছ হয়ে তো কাজ হবে না। যাইহোক আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন এবং জাতিকে সঠিক বিষয়টি বোঝার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

***তাওহীদের ডাক : আন্দোলনের অনেক নেতাই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে বাতিলের মোকাবেলা করেছিলেন কিন্তু এক সময় তারাই আবার ইনছাফ পার্টির ফাঁদে পা দিলেন কেন? আহলেহদীছ আন্দোলনের এই রাজনীতিকরণ চেষ্টাকে আপনি কিভাবে দেখেছেন?***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** এখানে দু'টি কারণ থাকতে পারে, হয়তো তাদের বোঝার ভুল থাকার কারণে অথবা এমন হ'তে পারে তাদেরকে লাগানো হয়েছে একাজের জন্য। আস্তে আস্তে মোড় ঘুরিয়ে তাদেরকে এই রাজনৈতিক পার্টির লোলুপ টোপ দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাদের উদ্দেশ্য সাধন হয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলত। আল্লাহু আ'লাম। হয়তোবা এ রকম কিছু করার চিন্তা-ভাবনা বা চেষ্টা চলছিল। যারই ফলশ্রুতিতে তারা এই ইনছাফ পার্টির ফাঁদে পা দিলেন। অথচ আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল স্পিরিট ও কর্মসূচী সর্বদা এই গণতান্ত্রিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর লেখনী ও বক্তব্যে সর্বদাই তা উল্লেখ করে এসেছেন। অথচ এক ভুল সময়ে ভুল সিদ্ধান্তের ফাঁদে পড়ে তারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে সঠিকটা বোঝার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

***তাওহীদের ডাক : স্বার্থপর দুনিয়ার হাতছানিতে একসময় ঘনিষ্ঠ দ্বীনী ভাইদের আদর্শচ্যুত হ'তে দেখেছেন। এমনকি তাদের অনেকে সংগঠনের গুরুতর বিরোধিতায় নিমজ্জিত রয়েছেন এবং বিভিন্ন সময় সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য হিংসাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য ও নছীহত কি?***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** দুনিয়াবী স্বার্থের টানে দ্বীনী ভাইদের কেউ কেউ আদর্শচ্যুত হ'তে পারে এটা

স্বাভাবিক। এক সময় আমাকে এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার আমীরে জামা'আতের কাছে যারা যায়, তারা প্রায়ই খসে পড়ে, টিকতে পারেনা। তখন আমি তাকে এই দু'টি দু'টা উত্তর দিয়েছিলাম। **প্রথম বিষয় হ'ল :** আমীরে জামা'আতের সাথে স্বার্থপর লোকেরা টিকে থাকতে পারেনা। কারণ তিনি নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের কাজ করেন। সেখানে দুনিয়াবী চিন্তা-চেতনা অচল।

**দ্বিতীয় বিষয় হ'ল :** কিছু লোক আসে মৌসুমী কোকিল হিসাবে। সাময়িকভাবে নিজের ক্যারিয়ার গড়ার জন্য আসে, ক্যারিয়ার যখন হয়ে যায় তখন সে কেটে পড়ে। এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেও ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়ের নেতৃত্বে ওহোদের যুদ্ধে যাওয়ার পথে তিনশত লোক ভেগে গিয়েছিল। আমি তাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (ছাঃ) এর সাথে যেতে যেতেও খসে পড়েছে। তাহ'লে আমীরে জামা'আতের সাথে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? তো যাই হোক, এই ক্ষেত্রে আমি নিজেকে আগে নছীহত করছি। যখন কোন জিনিসের ক্রিয়া খুব বেশী শক্তিশালী হয়, তখন তার প্রতিক্রিয়াও শক্তিশালী হয়। একটা ফুটবল যদি আপনি দেয়ালের গায়ে জোরে মারেন, তো রিফ্লেক্স করবে খুব জোরে। যদি হালকার মধ্যে মারেন তো রিফ্লেক্স করবে হালকা। যেসব দ্বীনী ভাইয়েরা স্বার্থের কারণে হোক বা ভুল বুঝাবুঝির কারণেই হোক আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন, তাদেরকে আমাদের বিশেষ নযরে দেখার প্রয়োজন নেই। এতে বরং তাদের বিরোধিতার পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। বরং এটাকে আমাদের স্বাভাবিক গতিতে নেয়াই ভাল, রাসূল (ছাঃ)-এর সময়কার কিছু ভেগে যাওয়া লোকদের মত। তবে আমরা তাদের ব্যাপারে ভাল ধারণাই রাখব এবং তাদের ভুল বুঝ থেকে ফিরে আসাই কামনা করব।

এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিলে ভাল হয়। আমি লালমণিরহাট গেলাম, এক ভাইকে প্রশ্ন করলাম। বললাম, ভাই আপনি সংগঠনের কোন পর্যায়ে আছেন? সে বলে, আমি সংগঠন ছেড়ে দিয়েছি। কেন? সংগঠন মানেই ভেজাল, করে কি লাভ? আমি বললাম, আপনি বাজার থেকে যে সয়াবিন তেল কিনে খান সেটা কি ভেজাল না পিওর? আপনি তো বলবেন, ভাই ভেজাল। এক্ষেত্রে তো আপনি বলতে পারেন যে ভেজাল সয়াবিন আমি খাব না। পানি দিয়ে তরকারী রান্না করে খাব। অতএব অজুহাত দিয়ে সংগঠন থেকে নিজের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কেননা শয়তান মানুষের পেছনে লেগে আছে। যে কোন সময় সে আমাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে বিচ্ছিন্ন থাকলে। তাছাড়া যেখানে আমি সংগঠনের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছি, সেখানে যদি আর না যাই, তাহ'লে তো আমার ময়দান অর্ধেক চলে গেল। আমার উস্তায ড. আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলতেন যেখানে সুযোগ পাবে, সেখানেই যাবে। বিগত দিনগুলোতে আমরা দেখেছি অনেকে আমাদের যুবসংঘ ছেড়ে চলে গেছে। অন্য সংগঠনে গিয়ে ভাল আচরণ পায়নি, আবার ফিরে এসেছে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ অনেক আছে।

সর্বোপরি সংগঠন হ'ল একটা উদারতার জায়গা। একটা মানুষ চলতে গেলে যেমন মুচির কাছে যেতে হয়। তেমনি সংগঠন করতে গেলে বিভিন্ন মানুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। তাই সংগঠনে কাউকে আপনি শতভাগ পাবেন, এটা ভাবা মুশকিল। যাকে যতটুকু পাবেন, কাজ নিন।

***তাওহীদের ডাক : যুবসংঘ যখন দাওয়াতী কাজ শুরু করে তখনকার সময়টা কেমন ছিল?***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** যুবসংঘ নিঃস্ব অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছিল। তখন একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করার মত কেউ ছিল না। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সাইকেল চালিয়ে যুবসংঘ করতেন। আমরা নিজেরা ছাত্র থাকাবস্থায় এক টাকা করে চাঁদা তুলেছি। এক সময় পাবনাতে ফটোকপি করার মেশিন ছিল না। ঢাকাতে হাতেগোনা কয়েক জায়গায় হত। 'যুবসংঘে'র পরিচিতি ক-খ ফুরিয়ে গেছে, তখন আমরা কি করব? তখন আমরা কার্বন কপি করে বিলি করেছি। অনেক জায়গায় আমরা দাওয়াতী কাজে গিয়েছি কিন্তু আমাদের খেতে পর্যন্ত দেয়নি। আমরা পায়ে হেঁটে অনেক কষ্ট করে দাওয়াতী কাজ করেছি। বর্তমানে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের অনেক কিছু সহজ হয়ে গেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছি। দ্রুত মানুষের দোরগোড়ায় দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

***তাওহীদের ডাক : একজন দাঈ হিসাবে আপনি 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন' সমাজ সংস্কারে কতটুকু সফল হয়েছে বলে মনে করেন?***

***আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী :*** আমাদের কাজ হচ্ছে সমাজ পরিবর্তন করার, রাষ্ট্র দখল, গদি দখল এগুলো নয়। যে গদি চালাচ্ছে সেই চালাক। একজন মুমিনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজ পরিবর্তন করা। গদি দখলের দায়িত্ব নেওয়া ততটা যরূরী নয়, যতটা যরূরী সমাজ পরিবর্তন করা- 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' এই মৌলিক সত্যটি ময়দানে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে আলহামদুলিল্লাহ। তাছাড়া 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' মাঠে ময়দানে আছে বলে আজ মাযহাবীরা আপনার পক্ষে/বিপক্ষে কথা বলছে। কারণ এটা আন্দোলনেরই ফসল।

আমাদের দেশের এক স্বনামধন্য নেতা বলছিলেন, মাদানী সাহেব! মুনাজাত যে বিদ'আত সেটা আমি জানি। কিন্তু সামনে যে আমি নির্বাচন করব। আর নির্বাচনে মুনাজাতের লোক বেশী। আমি ঘরে বসে আপনাকে সাপোর্ট করি। আর কখনো যদি আপনার লোক বেশী হয় তাহ'লে আমি বাহিরে আপনার কথা বলব। এটুকু তো আন্দোলনের ফল। আর বাকিরা যারা আন্দোলনের বিরোধিতা করছে, এটাও আন্দোলনের ফল। চাইলে আমরা এটাকেও পজিটিভলি নিতে পারি। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

*(ক্রমশঃ)*

# বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় দারাসবাড়ী মাদ্রাসা

-আশিক আল-গালিব

বাংলাদেশে আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা রকম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একটি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসাবে পরিগণিত। এরকমই একটি আমাদের অনেকেরই কাছে নাম না জানা অপরিচিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দারাসবাড়ি মসজিদ ও বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় দারাসবাড়ি মাদ্রাসা।

এটি বাংলাদেশের প্রাচীন মাদ্রাসারগুলোর একটি। এখন থেকে প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন শাহ ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে ১লা রামাযানে তদান্ত ীনকালের বাংলার রাজধানী গৌড়ের 'ফিরোজপুর' এলাকায় দারাস বাড়ী মাদ্রাসা নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সুবিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অঞ্চল হতে শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হতেন এবং গৌড়ের এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে বুখারী ও মুসলিমসহ কুতুবে সিত্তাহ শিক্ষা দেওয়া হতো।

আবিদ আলী খান তাঁর 'গৌড় ও পান্ডুয়ার স্মৃতিকথা' বইয়ে লিখেছেন দারাসবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে কুতুবে সিত্তাহ পড়ানো শুরু হয়। এরপর হুসেন শাহী আমলের পর অর্থাৎ ১৫৩৫ সালের পরে সোনারগাঁয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে কুতুবে সিত্তাহ পড়ানো শুরু হয়। মুহাম্মাদ বিন ইয়াযদান বখশ নামক এক আলেমকে দিয়ে ছহীহ বুখারী নকল করিয়ে ও ফার্সী ভাষায় তা অনুবাদ করিয়ে দারাসবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহায়তা নেয় সোনারগাঁয়ের আবু তাওয়ামার[১] বিশ্ববিদ্যালয়। শেখ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহঃ) নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে এরই আদলে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন এবং যেখানে কুতুবে সিত্তাহ্র 'কালাল্লাহ ও কালার রাসূল' গুঞ্জণ পুরো জাতিকে শিহরিত করেছিল। যার ফলে এ শতাব্দীতে এসেও স্মৃতির মণিকোঠায় এখনও তার আবেদন রয়ে গেছে। দারাসবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছ শাস্ত্র, গণিত, তাফসীর, চিকিৎসা, রসায়ন, সাহিত্য এবং সমসাময়িক সকল বিষয়ে পড়ানো হতো বলে জানা যায়। ১৯৭৩ সালে স্থানীয় লোকজন চাষাবাদের সময়ে স্থানীয়দের দ্বারা কালো পাথরের একটি শিলাটিবি আবিষ্কৃত হয়। পরে ১৯৭৫ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করা হয়। এরপর উদ্ধার হয় মাটি নীচে চাপা পড়ে থাকা প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'আঁতুড়ঘর' নামে পরিচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়।

দারস (درس) অর্থ পাঠ। দারস+বাড়ি অর্থ যে বাড়িতে পাঠদান করা হয় অর্থাৎ পাঠশালা। দারস ও বাড়ি আরবী ও বাংলা শব্দ দু'টি কালের আবর্তে কিঞ্চিত অপভ্রংশ হয়ে একক শব্দ দারাসবাড়িতে রুপান্তরিত হয়েছে। দারাসবাড়ি মাদ্রাসা তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় মানের পাঠদান কেন্দ্র ছিল। এ স্থাপনায় বর্গাকৃতির ছড়াছড়ি। বর্গাকার এ স্থাপনাটির প্রতিটি বাহু প্রায় ১৬৯ ফুট দীর্ঘ। ছাত্রদের ঘরগুলোও বর্গাকৃতির। পুরো স্থাপানার ঠিক মাঝখানে অধ্যক্ষ ছাহেবের অফিস ঘরটিও বর্গাকৃতির। পশ্চিম দিকে কোন প্রবেশ পথ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্গাকার চত্বরের পশ্চিম বাহু ব্যতীত অন্য বাহুতে এক সারি করে প্রকোষ্ঠ এবং তিন বাহুর মধ্যবর্তী একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। পশ্চিম বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে পাশাপাশি তিনটি ছালাতের ঘর রয়েছে। ছালাতের ঘরের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মেহরাব রয়েছে। শোভাবর্ধক পোড়া মাটির ফলক ও নকশা করা ইট দিয়ে দেয়ালগুলো অলঙ্কৃত আছে। টিকে থাকা গড়ে প্রায় ৪ ফুট উঁচু দেওয়ালের উপরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ১ ইট পরিমাণ গাঁথুনি দিয়ে দেওয়ালটি টেকসই করার পদক্ষেপ নিয়েছে। দারাসবাড়ি দিঘীর এক

---

*১. মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃতঃ ৭০০ হিঃ/১৩০০ খৃঃ) বুখারা হ'তে ইলমে হাদীছের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রথমে দিল্লী আসেন। অল্পদিনে তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় আলেমগণ সক্রিয় হয়ে ওঠেন ও অবশেষে মামলূক সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের (৬৬৪-৬৮৭ হিঃ/১২৬৬-১২৮৭ খৃঃ) নির্দেশে তাঁকে দিল্লী ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তিনি বিহার হয়ে বাংলাদেশের সোনারগাঁওয়ে ৬৬৭হিঃ/১২৬৯ খৃষ্টাব্দে উপনীত হন। আবু তাওয়ামাই সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানের মাটিতে 'ছহীহায়েন' নিয়ে আসেন এবং সোনারগাঁয়ে তার দারস শুরু করেন। এদিক দিয়ে বাংলাদেশ সত্যিই গৌরবধন্য দেশ। আমৃত্যু তিনি এখানে ইলমে হাদীছের দরস দেন। অসংখ্য দেশী-বিদেশী ছাত্রের এখানে আগমন ঘটে। আধুনিক পরিভাষায় যা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছহীহ বুখারীর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। সপ্তম শতাব্দী হিজরী শেষে মুহাদ্দিছ আবু তাওয়ামার মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষার আলোকবর্তিকা পরবর্তী আড়াইশত বৎসর যাবত বাংলার যমীনে নিভু নিভু ভাবে হ'লেও আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখে। দশম শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে বার ভূঁইয়াদের সময়ে (৯০০-৯৪৫ হিঃ/১৪৯২-১৫৩৮ খৃঃ) তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসাবে সোনারগাঁও একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেও খ্যাত ছিল। ঐ সময় মুহাদ্দিছগণের কদর ছিল। এতদ্ব্যতীত বাংলার স্বাধীন হুসেন শাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ বিন আশরাফ মাক্কী (৯০০-৯৪৫/১৪৯২-১৫১৮ খৃঃ) ইলমে হাদীছের প্রসারে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। রাজধানী একডালাতে মুহাম্মাদ বিন ইয়াযদান বখশ ওরফে 'খাজেগী শিরওয়ানী'র ন্যায় মুহাদ্দিছগণের অবস্থান ও ছহীহ বুখারী শরীফের লিপির লিপিকরণ-এর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। সুলতান মালদহের 'পান্ডুয়া'তে নূর কুতবে আলমের (৭৫০-৮৫০/১৩৪৯-১৪৪৬ খৃঃ) স্মরণে একটি এবং 'গোরাশহীদ' এলাকায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। যেখানে প্রচলিত ফিকহী ও মা'কূলাতভিত্তিক সিলেবাসের বিপরীতে ইলমে হাদীছকে আবশ্যিক সিলেবাসে পরিণত করেন। এজন্য তাঁকে সমসাময়িক গুজরাটের মুযাফফরশাহী সুলতানদের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার কোন বাংগালী ছাত্রের নাম জানা না গেলেও বাংলাদেশ অঞ্চল যে ইলমে হাদীছের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, একথা বলা চলে (দ্র. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ', পৃ. ২৩৩-২৪০)।*

পাড়ে মসজিদ এবং অন্য পাড়ে বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এই মসজিদটি আকারে ছোট সোনা মসজিদের চেয়েও বড়। এখানে মোট কক্ষের সংখ্যা ৩৭টি। অধ্যক্ষের অফিস রুম মধ্যখানে ১টি। মাদ্রাসার মোট ৩টি দরজা রয়েছে, যা এর অবশিষ্টাংশে এখনো স্পষ্ট।

দারাসবাড়ি মসজিদ ও মাদ্রাসার অবস্থান ছোট সোনা মসজিদ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে। এর অবস্থান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলার ছোট সোনা মসজিদের সন্নিকটে। সোনা মসজিদ স্থল বন্দর থেকে মহানন্দা নদীর পাড় ঘেঁষে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সীমান্ত তল্লাশী ঘাঁটি। এই ঘাটির অদূরে অবস্থিত দখল দরওয়াজা। দখল দরওয়াজা থেকে প্রায় এক কি.মি. হেঁটে আমবাগানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি দিঘী পার হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে ঘোষপুর মৌজায় দারাসবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান।





দীর্ঘদিন মাটিচাপা পড়ে ছিল এ মসজিদ। সত্তর দশকের প্রথমভাগে খনন করে এটিকে উদ্ধার করা হয়। মসজিদটি দীর্ঘকাল আগে পরিত্যাক্ত হয়েছে, বর্তমানে এর চারপাশে আছে গাছগাছালির ঘেরা। পরিচর্যার অভাবে এ মসজিদটি বিলীয়মান। ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৮৮৪) সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে তাঁরই আদেশক্রমে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মানে এটি ছোট সোনা মসজিদের আগেই তৈরী হওয়া। শুরুতে এই মসজিদের নাম দারাসবাড়ী ছিল না। ফিরোজপুর নামে মসজিদ ছিল। ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে যখন সুলতান হোসেন শাহ্ কর্তৃক দারাসবাড়ী বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়, তখন অত্র অঞ্চলের নাম দারাসবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। ফিরোজপুর জামে মসজিদ নাম হারিয়ে দারাসবাড়ী নাম ধারণ করে। উপরে ৯টি গম্বুজের চিহ্নাবশেষ রয়েছে উত্তর দক্ষিণে ৩টি করে জানালা ছিল। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম দেয়ালে পাশাপাশি ৩টি করে ৯টি কারুকার্য খচিত মেহরাব বর্তমান রয়েছে। এই মসজিদের চারপার্শ্বে দেয়াল ও কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ভের মূলদেশ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই মসজিদের বিশেষত্ব হ'ল এতে মহিলাদের ছালাত পড়ার ব্যবস্থা ছিলো। উত্তর পশ্চিম কোণে মহিলাদের ছালাতের জন্য পাথরের স্তম্ভ এবং তার উপরে আলাদা একটি ছাদ ছিল। প্রাচীন মসজিদ নিয়ে কাজ করার পর থেকে এই প্রথম মহিলাদের জন্য ব্যবস্থাসমৃদ্ধ একটি মসজিদ পেলাম।

দারাসবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়টি ও মসজিদ কীভাবে হারিয়ে যায় ও মাটির নিচে চাপা পড়ে এই ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য পাওয়া যায় না। প্লেগ রোগের আবির্ভাবের পর গৌড় থেকে মানুষ পালিয়ে যায়। এরপর কোন এক সময় হয়তো ভূমিকম্পে মাটি চাপা পড়ে অনিন্দ্য এই স্থাপনাগুলো। বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসাটি বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলার শিবগঞ্জ উপযেলার শাহবাজপুরে অবস্থিত।

*[লেখক : অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দক্ষিণ, সদর উপযেলা ]*

# মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন

- মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

(৩য় কিস্তি)

**(২২) রামরাজ্য :** অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজাগণ পরম সুখে বসবাস করত। বলা হয়ে থাকে রামের প্রজাপালন গুণে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, রোগ, শোক, অন্যায়-অবিচার কিছুই ছিল না। এজন্য যেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করে তাকে 'রামরাজ্য' অর্থাৎ সুখের জীবন হিসাবে অভিহিত করা হয়'।[১] রাম কিংবা রাবণের অস্তিত্ব কেবল হিন্দু শাস্ত্রে বিদ্যমান। রামরাজ্য প্রবাদ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে স্থান পাওয়ায় নিজেদের অজান্তেই আমরা রাম ও তার রাজ্যের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছি। সুতরাং সাহিত্যে ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব এড়াতে সাহিত্যিকদের উক্ত প্রবাদের ব্যবহার পরিত্যাগ করতে হবে।

**(২৩) শাপে বর :** শাপ অর্থ অভিশাপ এবং বর অর্থ দেবতা কিংবা মুনি-ঋষিদের মুখ নিঃসৃত কল্যাণ বাক্য। শাপে বর প্রবাদটির অর্থ অনিষ্টে ইষ্ট লাভ অথবা অকল্যাণ থেকে কল্যাণ লাভ করা। অযোধ্যার রাজা দশরথের তিন স্ত্রী থাকার পরও দীর্ঘদিন সন্তানসুখ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। একদিন তিনি হরিণ শিকারে বনে যান। আবছা অন্ধকারে শব্দ ভেদী বান[২] নিক্ষেপ করে ভুলক্রমে অন্ধ ঋষির একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেন। ঋষি দম্পতি অন্ধ ছিলেন বিধায় তাদের সার্বিক দেখভালের দায়িত্ব সে পুত্রের উপর ন্যস্ত ছিল। পুত্র শোকে বিহ্বল হয়ে ঋষি রাজা দশরথকে পুত্র শোকে মৃত্যু হওয়ার অভিশাপ দেন। উক্ত অভিশাপ কেবল পুত্র সন্তান থাকলেই বাস্তবায়ন সম্ভব। অথচ দশরথের তখনো কোন পুত্রই ছিল না। সেজন্য এই অভিশাপ প্রকারান্তরে তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। নিঃসন্তান রাজা পুত্র লাভ করেন। তাই কারো অপকারের জন্য অভিশাপ দেওয়ার পর সেটা যদি উপকারে পরিণত হয় তখন সে অবস্থাকে শাপে বর বলা হয়'।[৩]

**(২৪) রাবণের চিতা :** চির অশান্তি অর্থে রাবণের চিতা প্রবাদটির উপমা দেওয়া হয়। রাবণ রামের হাতে নিহত হওয়ার পর তার স্ত্রী ও প্রজাগণ শোক পালন করতে থাকে। বলা হয় রাবণ রাক্ষস হলেও অত্যন্ত প্রজা বাৎসল, ন্যায়পরায়ণ, শিবভক্ত ও বেদের পণ্ডিত ছিল। তার মৃত্যুতে লঙ্কা একজন মহৎ রাজা হারায়। অন্য দিকে তার স্ত্রী মন্দোদরীর সাথে রাবণের ভাই বিভীষণের বিবাহ হলেও প্রিয়জন হারানোর বেদনা মন্দোদরীর মনে রয়েই যায়। আবার কথিত আছে রাবণের চিতা নাকি কখনো নিভবে না। সে দৃষ্টিকোণ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ দুঃখ-কষ্টে কিংবা অশান্তি ভোগ করাকে উপমায়িত করতে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়।

**(২৫) কংস মামা :** প্রবাদে শকুনি মামা ও কংস মামা একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কংস বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রী কৃষ্ণের মামা। সে শক্তিশালী দানব ছিল। নিজ পিতাকে পরাজিত করে কংস মথুরায় সিংহাসন হরণ করে। কংসের বোন দেবকীর সাথে যাদব বংশীয় রাজা বসুদেবের বিবাহ হয়। বিবাহের দিন গায়েবী এক আওয়াজে বলা হয় দেবকীর অষ্টম সন্তান কংসকে হত্যা করবে। গায়েবী আওয়াজ শোনার পর সে দেবকী ও বসুদেবকে বন্দি করে রাখে। অতঃপর তাদের ৬ জন পুত্রকে জন্মের পরপরই হত্যা করে। সপ্তম সন্তান গর্ভেই নষ্ট হয়ে যায়। অষ্টম সন্তান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করলে বসুদেব কারাগার থেকে কৌশলে বের হয়ে তাকে মথুরার একটি গ্রাম গোকুলে নন্দ ঘোষের বাড়িতে রেখে আসে'।[৪] কংস নিজ বোনের নবজাত সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করার দরুন সনাতন ইতিহাসে পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হিসাবে পরিচিত। এজন্য কংস মামা বলতে 'নির্মম আত্মীয়' বোঝানো হয়।

**(২৬) গোকুলের ষাঁড় :** কৃষ্ণের বাল্য ভূমি মথুরার গোকুল গ্রামের বাসিন্দারা সকলেই ঘোষ ছিল। গরু-ছাগল পালন তাদের জীবিকার একমাত্র উৎস ছিল। গরুগুলো গোকুলের চারণভূমিতে ইচ্ছা স্বাধীন ঘুরে বেড়াত। যেহেতু গরুকে দেবতা জ্ঞান করা হয় সেজন্য গরুগুলো কারো অনিষ্ট করলেও ধর্ম ভঙ্গের ভয়ে কেউ কিছু বলতো না। সেখান থেকেই সমাজে কেউ বল্গাহীনভাবে চলাচল করে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করলেও যখন, তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না; সে অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করতে 'গোকুলের ষাঁড়' প্রবাদ অর্থাৎ চরম স্বেচ্ছাচারী বলা হয়।

**(২৭) সাক্ষী গোপাল :** কথিত আছে একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তীর্থ যাত্রাকালে পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহযাত্রীদের মধ্য থেকে তার গ্রামের এক যুবক তাকে সেবা-শুশ্রূষা করে। এতে বৃদ্ধ আরোগ্য লাভ করে সে যুবককে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, বাড়ি ফিরে সে তার কন্যার সাথে সে যুবকের বিবাহ দিবে। কিন্তু যুবক মৌখিক কথায় বিশ্বাস করতে না পারায় স্থানীয়

১. *সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, অষ্টম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ১৬০৯।*
২. *শব্দ শুনে অনুমানের ভিত্তিতে বান নিক্ষেপ করা।*
৩. *সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, অষ্টম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ : ১৬১৫।*
৪. *শ্রীমদ্ভাগবত, বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা : শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য, পি.এম. বাক্চি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, গোহাটী, ৯ম সংস্করণ, বাংলা ১৩৮৩ সন, দশম স্কন্ধ, কৃষ্ণের জন্ম অংশ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৯৩।*

কৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণের মূর্তির সামনে সে বৃদ্ধকে শপথ করায়। পরবর্তীতে তীর্থ সমাপ্ত হওয়ার পর উভয়ে গ্রামে ফিরে যায়। যুবক বৃদ্ধকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করায় দেয় কিন্তু বৃদ্ধ তা অস্বীকার করে। তখন যুবক সেই কৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে বলে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার সামনে তার মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও অস্বীকার করেছে। এখন আপনাকে তার বাড়িতে গিয়ে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে। কৃষ্ণ মূর্তি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলে, তুমি যাও, আমি তোমার পিছন পিছন আসছি। কিন্তু তুমি পেছনে ফিরে তাকাবে না, তাহ'লে আমি আর যাব না। আমার নূপুরধ্বনি শুনলে বুঝবে আমি যাচ্ছি। কিছুদূর যাওয়ার পর নূপুরধ্বনি শুনতে না পেয়ে যুবক পেছনে ফিরে তাকায়। ফলে কৃষ্ণ সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। যুবক বলে, আপনার নূপুরধ্বনি শুনতে না পাওয়ায় পেছনে তাকিয়েছি। মূর্তি বলে, বালুকাময় পথে হাঁটার কারণে নূপুরে বালু ঢুকে যায়। এ কারণে নূপুরধ্বনি শোনা যায় নি। যাই হোক, এ ঘটনা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে বর্ণনা করলে সে বাধ্য হয়ে যুবকের সাথে স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণের অপর নাম গোপাল। কালক্রমে এ ঘটনার আলোকে নিষ্ক্রীয় দর্শক বা যার কোন ভূমিকা নেই অর্থে 'সাক্ষী গোপাল' প্রবাদ রূপ লাভ করে'।[৫]

**(২৮) অতি দানে বলির পাতালে হল ঠাঁই :** দৈত্য রাজা বিরোচন পুত্র বলি ভোগ বিলাসে লিপ্ত দেবতাদের পরাজিত করে পৃথিবী ও স্বর্গে আধিপত্য বিস্তার করে। স্বীয় রাজত্ব স্থায়ীকরণের উদ্দেশ্যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞ নামক এক বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বলি দৈত্য হলেও অত্যন্ত দানশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিল বলে বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যজ্ঞের নিয়মানুযায়ী যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণদের দান করতে হবে। বলি দু'হাতে দান করতে থাকে। এই যজ্ঞের পরিণতি দেবতাদের জন্য ভয়ানক হবে চিন্তা করে দেবতা বিষ্ণু বামন ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে বলির কাছে দান চাইতে আসে। দান হিসাবে সে তিন ধাপ পরিমাণ ভূমি চায়। দৈত্যগুরু বামন বালক ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলিকে দান করতে নিষেধ করেন কিন্তু বলি তা উপেক্ষা করে। দৈত্যরাজ তাকে সে পরিমাণ ভূমি দান করতে সম্মত হয়। কিন্তু বিষ্ণু কৌশলে এক ধাপে পৃথিবী, এক ধাপে অন্তরীক্ষ অধিকার করেন। প্রতিশ্রুতির কথা ভেবে তৃতীয় ধাপ বলি তার মাথায় রাখতে বললে বিষ্ণু বলিকে নিজ ক্ষমতায় পাতালে স্থানান্তরিত করে'।[৬] দান করতে গিয়ে অত্যাধিক বাড়াবাড়ি করার কারণে বলিকে অবশেষে পাতালে যেতে হয়। এই ঘটনার আলোকে কোন কিছুর বাড়াবাড়ি ভাল নয় বোঝানোর তাৎপর্যে উক্ত প্রবাদটির জন্ম হয়।

**(২৯) অগস্ত্য যাত্রা :** হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী সূর্য প্রতিদিন উদয় হওয়ার পর সুমেরু নামক কোন এক পর্বতকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং দিন শেষে অস্ত যায়। একদিন বিন্ধ্যা পর্বত সূর্য দেবতাকে অনুরোধ করে যেন তাকে প্রদক্ষিণ করা হয়। কিন্তু সূর্য দেবতা অস্বীকৃতি জানায়। এতে বিন্ধ্যা পর্বত নিজের আকৃতি বাড়িয়ে সূর্যকে ঢেকে দেয়। ফলে সারা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। দেবতারা বিন্ধ্যাকে আকার ছোট করার জন্য অনুরোধ করলেও কোন লাভ হয় না। পৃথিবীবাসী সংকটে পড়ে বিন্ধ্যা পর্বতের পূজা শুরু করে। তাতেও বিন্ধ্যা আকার সংকুচিত করল না। অবশেষে হতাশ হয়ে সকলে বিন্ধ্যের শিক্ষাগুরু ঋষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হয়ে সমাধান প্রার্থনা করে। অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যার নিকট গেলে সম্মানার্থে পর্বত মাথা নুইয়ে অগস্ত্যকে প্রণাম করে। ঋষি অগস্ত্য সে সুযোগে বিন্ধ্যাকে বললেন, আমি দক্ষিণ দিক থেকে না ফেরা পর্যন্ত তুমি এভাবেই মাথা নুইয়ে থাকবে। এই কথা বলেই ঋষি দক্ষিণ দিকে গেলেন কিন্তু আর ফিরে আসলেন না। অগস্ত্য ঋষির এই যাত্রাকেই অগস্ত্য যাত্রা বলা হয়'।[৭] যা পরবর্তীকালে চির বিদায় ভাবার্থে প্রবাদ হিসাবে চালু হয়। জনশ্রুতি আছে অগস্ত্য মুনি ১লা ভাদ্র দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেছিলেন বিধায় সে মাসের ১লা তারিখে সফর করা দোষণীয়! এ দোষকে আবার অগস্ত্য দোষ বলা হয় (?)।[৮]

**(৩০) অতি মন্থনে বিষ ওঠে :** প্রবাদটির অর্থ একটি বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত আলোড়ন ক্ষতিকারক। এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

*৫. সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, অষ্টম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ১৬২০।*

*৬. রামায়ণ, রাজশেখর বসু, ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮ সন, পৃ. ২৫।*

*৭. সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, অষ্টম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ১৫১৭-১৮।*

*৮. বাংলার লোক সাহিত্য, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১ম সংস্করণ : বাংলা ১৩৭১ সন, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লি. ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রবাদ অংশ, পৃ. ২।*

পাওয়ার জন্য হিন্দু পুরাণের একটি কাহিনী জানা আবশ্যক। মহাভারতের বর্ণনা মতে, দেবতা ও অসুর একত্রিত হয়ে অমৃত পাওয়ার আশায় সমুদ্র মন্থন বা আলোড়ন করে। কোন এক ক্ষীর সাগরে মন্দর নামক পর্বতকে মন্থন দণ্ড এবং সর্পরাজা বাসুকীকে রশি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পর্বতকে সাগরে নিক্ষেপ করে বাসুকীকে পর্বতের সাথে পেঁচিয়ে এক পার্শ্বে দেবতা ও অন্য পার্শ্বে অসুররা ধরে আলোড়িত করতে থাকে। এতে সমুদ্র থেকে বহু মূল্য ধন-রত্ন ও অমৃত উঠে আসে'।[৯] কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় দেবতারা ধন-রত্ন পাওয়ার আশায় লোভাতুর হয়ে মন্থন চালিয়ে যেতে থাকলে সমুদ্র থেকে বিষ ওঠে আসে। মূলত ও ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 'অতি মন্থনে বিষ উঠেও' প্রবাদটির জন্ম। মহাভারতে সে বিষকে কালকূট বলা হয়েছে। এই বিষ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লে ব্রহ্মার অনুরোধে দেবতা শিব সে বিষ খেয়ে নীল কণ্ঠ উপাধি লাভ করেন'।[১০] ঘটনার এ অংশ থেকে 'বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর' শিরোনামে আরো একটি প্রবাদ পাওয়া যায়। যার শাব্দিক অর্থ বিষ খেয়ে যিনি বিশ্বকে ধারণ করেছেন বা রক্ষা করেছেন। প্রবাদটির রূপক অর্থ সংসারের জ্বালায় বিরক্ত কিংবা বিপদের রক্ষাকর্তা। মূলত এখানে শিবের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

**(৩১) ভুষণ্ডির কাক :** ভুষণ্ডি হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত ত্রিযুগ দর্শী কাক, দীর্ঘজীবী, বহুদর্শী। যে বহু বছর এবং মৃত্যুর বয়স হওয়া সত্ত্বেও জীবিত আছে; অপ্রত্যাশিতভাবে দীর্ঘজীবী'।[১১] সুমেরু পর্বতের এক বৃক্ষে এ কাকের বসবাস। এই পাখির বর্ণনায় বলা হয়েছে সে চিরঞ্জীব, সুচতুর, মুগ্ধভাষী, বিরাটাকায় এবং দেখতে গাঢ় শ্যামবর্ণ। কোন এক সময় স্বর্গে চণ্ড নামক এক কাকের সাথে শিবের অনুচর দেবীগণের বাহন হাঁসের মিলন হয়। এতে হাঁসেরা বিষ্ণুর নাভি থেকে উৎসারিত পদ্মফুলের পাঁপড়িতে ২১টি ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে ২১টি কাকের জন্ম হয়। ভুষণ্ডি সেই কাকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী কাক'।[১২] ধারণা করা হয় এই কাকটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত। যার মরণ নাই এবং যুগের আবর্তন অনাদিকাল থেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আসছে। এজন্য উক্ত গল্পের ভিত্তিতে জ্ঞানী, বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দীর্ঘ হায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 'ভুষণ্ডির কাক' নামে অভিহিত করা হয়।

**(৩২) দক্ষ যজ্ঞ ব্যাপার :** এই প্রবাদটির দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথমতঃ বিদ্রুপার্থে সামান্য ব্যাপারে বিরাট আয়োজন বোঝায়। দ্বিতীয়ত কোন মহৎ উদ্দেশ্যে বড় কাজ পণ্ড হলে তাকেও দক্ষ যজ্ঞ ব্যাপার বলা হয়'।[১৩] উল্লেখ্য যে, যজ্ঞ হিন্দু বৈদিক শাস্ত্রীয় এক প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান। হিন্দুগণ আগুনকে সর্বাধিক পবিত্র মনে করেন। সেজন্য আগুনে ঘি ঢেলে মন্ত্র পাঠে যে অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাই যজ্ঞ। দক্ষ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মা তাকে আইন প্রণেতা ও প্রজাপতি তথা রাজা নিযুক্ত করেন। তার সীতা নামে এক কন্যার সাথে শিবের বিবাহ হয়েছিল। দক্ষ শিবকে দেবতা হিসাবে মান্য করত না। একদিন দক্ষ বিরাট এক যজ্ঞের আয়োজন করে। তাতে সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হলেও অপমান করার জন্য শিবকে আমন্ত্রণ করেনি। যজ্ঞের দিন সীতা দক্ষের বাড়িতে আসতে চাইলে শিব অনুমতি দেয় না। তথাপি সে শিবকে বুঝিয়ে দক্ষের বাড়িতে বেড়াতে আসে। তখন দক্ষ সীতার উপস্থিতিতে শিবকে কটু বাক্যে অপমান করে। স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে সীতা যজ্ঞের আগুনে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনা শিব প্রত্যক্ষ করে যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য বীর ভদ্র ও ভদ্র কালীকে দক্ষের বাড়িতে পাঠায়। তারা সমস্ত দেবতা ও দক্ষের সেনার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয় ও যজ্ঞ পণ্ড করে দেয়। পরিশেষে বীরভদ্র দক্ষের শিরচ্ছেদ করে'।[১৪] এই ঘটনার ভিত্তিতেই 'দক্ষ যজ্ঞ ব্যাপার' বাক্যটি বাংলার পাঠ্য বইয়ে বহুল ব্যবহৃত একটি প্রবাদ। আমরা কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই বড় আয়োজনকে কর্ম যজ্ঞ বলে থাকি। মূলত দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ভাবার্থকে কেন্দ্র করেই কর্ম যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যজ্ঞ যেহেতু ভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেহেতু এই শব্দ ব্যবহার না করা মুসলিমদের ঈমানী কর্তব্য।

**(৩৩) ধোয়া তুলসি পাতা :** তুলসি একটি ঔষধী গুণ বিশিষ্ট সুগন্ধীযুক্ত উদ্ভিদজাত বৃক্ষ। সর্দি-কাশি জনিত সমস্যায় এই গাছের পাতার রস কার্যকরী ঔষধের ভূমিকা পালন করে। ধোয়া তুলসি পাতা বলতে পবিত্র বা নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী বোঝানো হয়। তবে আমরা প্রবচনটি কাউকে কটাক্ষ করতে বেশী ব্যবহার করে থাকি। তুলসি গাছ ও এর পাতাকে হিন্দু ধর্মালম্বীগণ পবিত্র মনে করে পূঁজা করে থাকে। তুলসি গাছকে পবিত্র ধারণা করার পিছনে হিন্দু বিভিন্ন পুরাণে দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তুলসি নামে এক কন্যা পরম কৃষ্ণ ভক্ত ছিল। সে কৃষ্ণ তথা বিষ্ণুকে স্বামী হিসাবে পেতে চাইত। তুলসি বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারে রাধিকার সহচর ছিল। অপরদিকে তুলসি প্রেমিক সুদামাও কৃষ্ণ ভক্ত ছিল। একদিন তুলসিকে কৃষ্ণের সাথে ক্রীড়ারত দেখে রাধিকা সুদামা তুলসিকে অভিশাপ দেয়। ফলে রাজা ধর্মধ্বজের কন্যারূপে তুলসির এবং অসুর বংশে শঙ্খচূড় নামে সুদামার পুনর্জন্ম

৯. *অমৃত এমন পানীয় যা ব্যক্তিকে অমরত্ব দান করে।*

১০. *মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮ সন, আদিপর্ব, পৃ. ১৫।*

১১. *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, পুনর্মমুদ্রণ মে ২০১৫, পৃ. ৪৩৯।*

১২. *যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, নির্বাণ অধ্যায়, অনুবাদ : চন্দ্রনাথ বসু, এল. এন. প্রেস-২৪, রাজানবকৃষ্ণের স্ট্রীট, বাংলা ১৩১৮ সাল, পৃ. ৮২-৯৫*

১৩. *সরল বাঙ্গলা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, অষ্টম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ১৫৫৫-৫৬।*

১৪. *মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮ সন, পৃ. ৫৮৫-৮৬।*

হয়। যৌবনে তুলসি বিষ্ণুর পত্নী হওয়ার জন্য ব্রহ্মার তপস্যা করে। ব্রহ্মা তুলসিকে শঙ্খচূড়ের স্ত্রী হওয়ার বর প্রদান করেন। তুলসি ও শঙ্খচূড়ের বিবাহ হয়।

শঙ্খচূড় কঠোর তপস্যা করে দু'টি বর লাভ করে। একটি কৃষ্ণ কবজ অপরটি তার স্ত্রীর সতীত্ব। সে শর্ত দেয় যে, তার স্ত্রীর সতীত্ব থাকা অবস্থায় কেউ যেন তাকে হত্যা করতে না পারে। বর লাভের পর শঙ্খচূড় পরোক্ষভাবে অমরত্ব পায়। ফলে দেবতাদের পরাজিত করে ইন্দ্রলোক দখল করে। দেবতারা শিবের সাহায্য প্রার্থনা করলে শিব ও শঙ্খচূড়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শিব অসুর শঙ্খচূড়কে পরাস্ত করতে পারে না। অতঃপর বিষ্ণু ছলনা করে শঙ্খচূড়ের কাছ থেকে কবজ নিয়ে নেয়। অপরদিকে শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসির সতীত্ব হরণ করে। ফলশ্রুতিতে শঙ্খচূড়ের মৃত্যু ঘটে। শঙ্খচূড়ের অস্থি লবণ সাগরে নিক্ষেপ করা হয়। ধারণা করা হয় সেখান থেকেই শঙ্খ বা শাখের জন্ম হয়। এজন্য হিন্দুদের নিকট শাখের পানি পবিত্র। শাখের পানি দিয়ে গোছল করলে তীর্থস্নান করার ফল লাভ হবে বলে পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে শঙ্খচূড়ের হত্যার বিষয়টি তুলসি বুঝতে পেরে বিষ্ণুকে পাষাণ হওয়ার অভিশাপ দেয়। কেননা তুলসি শুধুমাত্র তাকে বিবাহ করার জন্য দু'বার জন্মগ্রহণ করে। অথচ সে তুলসিকে বিবাহের পরিবর্তে তার সত্বীত হরণ করে। পরিশেষে বিষ্ণু তুলসিকে বর দেয় যে, তার দেহ থেকে গণ্ডকী নদী প্রবাহীত হবে এবং সেখানে পাষাণরূপে শালগ্রাম পাথর বেশে বিষ্ণুর বসবাস হবে'।[১৫]

সেই সাথে তুলসির চুল থেকে তুলসি বৃক্ষের জন্ম হবে যেখানে পাষাণ খণ্ড তথা পাথর খণ্ডের সাথে তুলসির বিবাহ হবে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, বিষ্ণুর সামনে একদিন স্বরসতী ও তুলসি ঝগড়া করে। এতে তুলসি অপমাণিত হয়ে ভূ-গহ্বরে অন্তর্হিত হয়। অতঃপর বিষ্ণু দশ অক্ষরে মন্ত্র পাঠ করে তুলসিকে আহ্বান করলে, তুলসি বৃক্ষরূপে বের হয়ে আসে। বিষ্ণু ঘোষণা করে ঘি-এর প্রদীপ, সিঁদূর, চন্দন, ধূপ ও ফুল দিয়ে যে ব্যক্তি তুলসি বৃক্ষের পূজা করবে সে সিদ্ধি লাভ করবে'।[১৬]

ঠিক এ কারণেই হিন্দুদের নিকট তুলসি গাছ পূজনীয় এবং সর্বাধিক পবিত্র। এ ঘটনা অবলম্বনে তুলসিকে পবিত্র বৃক্ষ মনে করে 'ধোয়া তুলসি পাতা' প্রবচনটির উৎপত্তি ঘটেছে। এভাবে মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন প্রবেশ করেছে। কখন এসব প্রবাদ-প্রবচন ঈমান ও আক্বীদা বিনষ্ট করে দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের এখেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

*(ক্রমশঃ)*

***[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]***

*১৫. বলা হয় শালগ্রাম কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার পাথর খণ্ড। এ পাথরকে নারায়ণ তথা বিষ্ণুর প্রতীকীরূপ ধরা হয়। তুলসি বৃক্ষের পাদদেশে এ পাথর রেখে হিন্দুরা পূঁজা করে। বাংলার প্রবাদ, ড. সুশীলকুমার দে, পত্র ভারতী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, আগষ্ট ২০০০, পৃ. ৩৬।*

*১৬. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, অনুবাদ : শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর, ২২৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, প্রকৃতি খণ্ড, ১৩তম অধ্যায়, পৃ. ১১২-১৪১।*

## (সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

ক. ঈমানের দাবীর সত্যতা ও নিয়তের ভালো-মন্দ যাচাই করা। আল্লাহ বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী' *(আনকাবূত ২৯/৩)*।

খ. ইখলাছ ও তাক্বওয়াশীলতা যাচাই করা। কারা আল্লাহ্র প্রকৃত মুখলিছ বান্দা আর কারা প্রকৃত আল্লাহভীরু, তার পরীক্ষা আল্লাহ নিয়ে থাকেন নানা রূপে। আমলের পরীক্ষায় অনেকে বিপুল সমৃদ্ধ হলেও ইখলাছ ও তাক্বওয়ার ঘাটতিতে হারিয়ে যায় আমলের সুফল *(মায়েদাহ ৫/২৭; কাহাফ ১৮/১০৩; মুসলিম হা/২৫৮১)*।

গ. দ্বীনের ব্যাপারে অধিক অগ্রগামিতা যাচাই : দ্বীন পালনে সবাই সমান নয়। সবাই একই মর্যাদার অধিকারীও নয়। দ্বীনের প্রতি অগ্রগামিতার প্রতিযোগিতায় অগ্রসরদের নির্বাচন করা এই পরীক্ষার অংশ *(নিসা ৪/৯৫; ফাত্বির ৩২)*।

ঘ. হককে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী নির্বাচন করা : ঈমানদারীর দাবী সত্ত্বেও বান্দা সত্যিই হকের অনুসরণকারী কি-না কিংবা কতটুকু অনুসন্ধানী তা যাচাই করা এই পরীক্ষার অংশ *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*।

ঙ. জান্নাতে উচ্চতর স্থান নির্ধারণ : জান্নাতীরা সবাই সমান স্তরের হবে না। তাদের আমলের শুদ্ধতা ও পরীক্ষায় সফল হওয়ার মাপকাঠিতে আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করে রাখবেন *(আন'আম ৬/১৩২)*।

চ. পরিশুদ্ধ করা : আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্যও তাদেরকে বিপদগ্রস্থ রেখে পরীক্ষা নেন, যাতে একসময় সে গুনাহমুক্ত হয়ে যায় *(তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩)*।

সুতরাং দুনিয়ায় আমাদের যাপিত জীবনের সবটুকু অংশই যে এক মহা পরীক্ষার অংশ এবং এতে সফল হওয়াই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, তা যতই আমরা অনুধাবন করব এবং তার প্রভাব যত বেশী আমাদের জীবনাচরণে পরিলক্ষিত হবে, ততই আমরা সফলতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করতে পারব। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের তাওফীক দান করুন।- আমীন!

# How to Improve the Quality of Your Salah In Ramadan

All Muslims, regardless of their level of eeman, want to get closer to Allah. We strive for a deeper connection with Him through the way that we worship daily, and we aim to improve the quality of our Salah by offering more meaningful prayers.

But what do you do if you are one of those people who find themselves slipping with their Salah? How do you improve the quality of your Salah such that it brings you closer to Allah (swt)? We share some helpful tips below:

## 1. Seek the Help of Allah

It will be foolhardy of us to think that we can improve our lives without the help of Allah (swt), and considering that a lot of Muslims sometimes find Salah challenging, we need to ask the one who accepts our Salah to make it easier for us.

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلاً إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلَ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

"Oh Allah! Nothing is easy except what You have made easy. If You wish, You can make the difficult easy."

This is a good dua for anyone who wants to find it easy to improve the quality of their Salah, and for anyone who struggles to even establish the daily prayer at all. So before we start on the road to performing more meaningful prayers, we should seek the help of Allah (swt).

## 2. Plan your Day around Salah

A lot of us already have a ritual for our day. But how many times do we make sure that our daily rituals and activities revolve around Salah and not the other way round?

When you wake up at the crack of dawn, you know how many minutes you have to get ready for work or school. You plan your commute so that you are not late, and you schedule social activities around your work hours.

What if your day was broken into five parts, with each Salah as the pillar? And then you structure your day such that whatever you are doing does not clash with the time of Salah.

One of the things that affect the quality of our Salah is that we have filled up our days with so many activities, such that when it is time for Salah, we just want to quickly pray and get back to our other activities.

Meaningful prayer requires proper planning. We need to carve out the times of prayer and treat them as sacred the way we would treat our resumption time at the workplace.

## 3. Have a salah mindset

How often do you look forward to Salah? Does your heart yearn for the next Salah, or are you reminded by the athan app on your phone?

Our hearts should be in a state of constantly thinking about Salah if we want to improve the quality of our Salah. Because we all know that the thing at the topmost on your mind is arguably the thing that you give the most attention to.

Think about the rewards of performing Salah on time, think about the light that will appear on your face on the day of judgement, think about the things that you want to ask Allah (swt) for at your next Salah. All these things will keep Salah on your mind and make you look forward to your next prayer, in sha'a Allah.

## 4. Memorize the Quran

Conversations are beautiful and more engaging when we know what to say. It is the same for Salah. The more chapters of the Holy Quran you know, the less monotonic your prayers become.

That is the beginning of improving the quality of your Salah. We should continue to memorize as many portions of the Quran as we can, so that with every prayer, we have a lot of options to recite from, and not just repeating the last three chapters of the Quran.

## 5. Understand the Words in a Salah

Every time you put your forehead on the ground in prostration to Allah (swt), do you know what you are saying? When you sit for the tashaahud, before completing your prayers, do you understand what you are reciting? Do you know how the tashaahud came to be?

The more we know about our Salah, the more connected we become, and that will ultimately improve the quality of our Salah.

## 6. Detox your Mind

These days, our minds hardly go quiet. There is information everywhere. There is something to read or watch. And because we are in the decade where people have the fear of missing out on trending topics, we find ourselves consuming more information than necessary.

The effect of this information overload trickles down to our Salah. While you are praying, shaytaan is whispering to you about that tweet you just read before you started your prayer. Or that Facebook status that caused quite a stir. And you start to think of your response to the Facebook post while on Salah.

One of the things that spoil our Salah is the lack of concentration caused by thinking about too many things. This is why it is important to detox your mind. Get rid of thoughts that are not important to you, so that they will not be on your mind when you are on Salah.

## 7. Choose your Environment Carefully

Imagine being a soccer fan and performing Salah in a room where everyone else is watching a live match? There is a high chance that your concentration will be affected.

Our environment plays a huge part in the quality of our Salah. Choose somewhere quiet with no distractions and you will find yourself being able to focus more on your conversation with Allah (swt).

## 8. Observe Salah Slowly

People who rush through their Salah miss out on having a meaningful prayer. It is a bit like seeing your friend on the sidewalk and you just wave "hello, bye!" to them without stopping to have a conversation.

Salah is a time to connect with Allah (swt). It is a time to slow down from all the speed surrounding us and reflect upon our purpose in life.

If you want to improve the quality of your Salah such that your prayers are meaningful and you earn more rewards, you need to slow down when performing Salah.

Recite the Quran at a normal speed, focus on your tajweed so that you are pronouncing the words the right way, and give yourself time to let the words of Allah (swt) have an effect on your heart.

## 9. Pray more Often

People say that to get better at something, you need to consistently practice it. The quality of our Salah cannot increase if we only pray whenever we remember, or whenever is convenient.

If we want to improve the quality of our Salah and attain that connection that we crave with Allah (swt), we should pray more often, and as much as we can.

That includes observing all five obligatory prayers, the voluntary prayers, and the midnight voluntary prayers.

## 10. Seek for Knowledge

Seeking knowledge is a duty upon every Muslim. And this is a duty that leads us to more understanding about our faith. The more you know about Islam, the more you love it, and your heart yearns to fulfill all that Allah (swt) has commanded of us.

The more we know about the history of Islam, the better we understand the importance of Salah and the reason why we should strive to improve the quality of our Salah.

It is possible for us to attain that level of consciousness where we offer Salah more, and with better understanding. And as Muslims, we know that this is one of the goals that we should strive for the most in this life so that we can see the rewards in the hereafter.

*[Source : Internet]*

# ইসলামী বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-মুহাম্মাদ আব্দুর নূর

**ভূমিকা:**

মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সমাজবদ্ধভাবেই তাকে থাকতে হয়। সমাজের কারোর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা থাকলে সমাজের অপরাপর মানুষের অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। এ কারণে সকল যুগে সকল সমাজে অপরাধপ্রবণ লোকদের হাত থেকে সমাজের শান্তিপ্রিয় অপরাপর জনগণের জানমাল রক্ষার জন্যে যেমন দণ্ডবিধি চালু হয়েছে, তেমনি অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যিকার অপরাধী কি না, তা নির্ণয় করার জন্যেও বিচার বিভাগ এবং বিচারের রায় কার্যকর করার জন্য রয়েছে শাসন বিভাগ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অপরাধ আইনে কমবেশি কিছুটা পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য সকলেরই অভিন্ন অর্থাৎ অপরাধ দমন ও তা নির্মূল করা। কিন্তু প্রায় দেশেই এ লক্ষ্য আশানুরূপভাবে অর্জিত হয়নি। ফলে দণ্ডবিধি পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞ অপরাধদমন বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদের মতে, অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণে শাস্তির কঠোরতা নয়, বরং অপরাধীকে মানুষের সামনে অপরাধী হিসাবে উপস্থাপন যরূরী। যেমন অপরাধীর সামাজিক সম্ভ্রমে আঘাত হানা। কারণ একজন অপরাধীকে লোকদৃষ্টির অগোচরে যত কঠোর শাস্তিই দেয়া হোক, বাইরে সেটার খবর প্রকাশে অপরাধী সাময়িকভাবে নিজেকে যতটা না অপমানিত বোধ করে, তার চাইতে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে তার শাস্তি কিছুটা লঘু হলেও তাতে সামাজিকভাবে তার সম্ভ্রম অধিক নষ্ট হয় বলে প্রকাশ্য শাস্তিকে সে বেশি ভয় করে।

কাজেই অপরাধ প্রতিরোধের কৌশল আত্মস্থ ও কার্যকর করার মাধ্যমেই সম্ভব ইনসাফভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। তাই ইসলাম অন্যান্য বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এমন এক বাস্তবধর্মী ও ইনসাফপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে ধনী-গরীব, আমীর-ফকির ও আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অপরাধ নির্মূলের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। অতীতে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ফলে তৎকালীন সমাজ পরিণত হয়েছিল সভ্যতার সোনালী সমাজে। যেখানে যালিম পেত যুলুমের উপযুক্ত শাস্তি এবং মাযলুম লাভ করত প্রশান্তি । এসম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 'কিসাস (শাস্তি বিধান) এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন' *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।

**ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কী?**

জনগণের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং জনগণের সম্পদ বা অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করা হ'লে সেই সংক্রান্ত বিচারে বাদীর সম্পদ ও অধিকার তার হাতে ফিরিয়ে দেয়াই হচ্ছে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। জনগণের মাঝে বিরোধ নিষ্পত্তি, সামাজিক অধিকারের জন্য ক্ষতিকর সবকিছু প্রতিহত করা এবং জনগণ ও সরকারের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করার মূলনীতিই হ'ল ইসলামী বিচার ব্যবস্থা। প্রত্যেক মানুষই এই নিরাপত্তা কামনা করে যা শুধুমাত্র ইসলাম নিশ্চিত করে। যে কোন পুরুষ বা নারী তার জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম ইত্যাদির নিরাপত্তা চায়। আর ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ব্যবস্থাপনা এসব নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে না বরং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে প্রায়ই এসব নিরাপত্তার লংঘন এবং অপব্যবহার ঘটে থাকে। বিশেষতঃ অন্যায়, ধর্ষণ, চুরি, গুম, হত্যা ইত্যাদি এবং সেই সাথে এই সকল সমস্যার সমাধানহীন জীবন ব্যবস্থায় কোনভাবেই পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক প্রশান্তি অর্জন সম্ভব নয়।

তাই বলা যায়- 'যে ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের বিরোধপূর্ণ বিষয় সমূহ আল্লাহ কর্তৃক প্রনীত আইন ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত নীতি অনুযায়ী ফায়ছালা করা হয় সেটাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা'।

**বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা :**

বিচার ব্যবস্থা কতটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানা যায়। গোটা মুসলিম উম্মাহ এর আবশ্যকতা সম্পর্কে একমত।

শরী'আতের অনেক বিষয় অকাট্য প্রমাণ তথা কুরআন সুন্নাহর মাধ্যমে জানা যায়। আর কিছু বিষয় রয়েছে যাতে ইজতিহাদ (গভীর জ্ঞান গবেষণা) করার অবকাশ থাকে। মুসলমানদের জীবনে বিশেষ করে তাদের সামাজিক সমস্যাবলীর মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার সমাধান একমাত্র কাযী বা বিচারকের বিচারের মাধ্যমেই হ'তে পারে। যেমন কোথাও বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার কারণ প্রকাশ পেল অথবা বিয়ের পর উভয়ের মধ্যে দুধপান জনিত সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গেল। আর উভয় অবস্থায়ই স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে রাজি নয় ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে কাযীর ফয়সালা ছাড়া বিকল্প কোন পন্থা নেই। এমতাবস্থায় এ কথাটি সুস্পষ্ট যে, এসব মতবিরোধের অবসান কল্পে একটা সিদ্ধান্তকারী ফয়সালা এবং অকাট্য নির্দেশ অপরিহার্য। অন্যথায় গোটা সমাজ অবৈধ কর্মকাণ্ড ও নিকৃষ্ট পাপের আবাসস্থলে পরিণত হবে। অতএব কুরআন, সুন্নাহ, প্রমাণাদির ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য কর্তব্য'।[১]

১. *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা, পৃঃ ৩৫।*

**আল কুরআনের আলোকে বিচার ব্যবস্থার হুকুম :**

সমগ্র জগতের একচ্ছত্র মালিকানা যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালার , সেহেতু হুকুমও চলবে তাঁর। সৃষ্টি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তার শরীক নেই তেমনই হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রেও কাউকে শরীক করার অবকাশ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ- 'পূর্বাপর সমস্ত নির্দেশ দেওয়ার (ফয়সালা করার) ক্ষমতা কেবল আল্লাহ তায়ালার *(রূম-৩০/০৪)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম (বিচার ব্যবস্থা) চলতে পারে না। *(ইউসুফ-১২/৪০)* আইন প্রণেতা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং বিচার কার্জ পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করার অধিকার কারো নেই। ইরশাদ হচ্ছে: أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ- 'শুনে নাও, সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই। আর তিনিই একমাত্র হুকুম দেয়ার মালিক' *(আ'রাফ-৭/৫৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমনাতসমূহ প্রাপকের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী' *( নিসা ৪/৫৮)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিদ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নেবেন কে তাকে ও তার রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী' *(হাদীদ-২৫)*।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ-

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত' *(মায়েদাহ ৫/০৮)*। وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ- 'যখনই তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তাদের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করার জন্য, তখন তাদের একটি দল পাশ কেটে সরে পড়ে' *(নূর-২৪/৪৮)*।

**সুন্নাহর আলোকে বিচার ব্যবস্থার হুকুম :**

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা পবিত্র কুরআন মাজীদের পাশাপাশি সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিক-নির্দেশনা মেনে চলা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অমান্য করা মানেই আল্লাহকে অমান্য করা। আমীর বা নেতার আনুগত্য করা রাসূলের আনুগত্যের শামিল। যেমন হাদীছে এসেছে, عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ- 'মনঃপুত হোক বা নাই হোক উভয় অবস্থায় তার নির্দেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ততক্ষন অপরিহার্য, যতক্ষন না সে কোন গুনাহের কাজ করতে নির্দেশ দেয়। কোন গুনাহের কাজের নির্দেশ দিলে সে বিষয়ে তাঁর কোন কথা শ্রবণ করা বা নির্দেশ পালন করা যাবেনা'।[২] সুতরাং দায়িত্বশীল অধীনস্তকে কোন নির্দেশ দিলে চাই তা তার মনঃপুত হোক বা নাই হোক সকল অবস্থায় সে উক্ত নির্দেশ পালন করে যাবে। যতক্ষন না কোন গুনাহের কাজের নির্দেশ দেয়া না হয়। যেহেতু গুনাহের কাজের নির্দেশ অনুসরণ যোগ্য নয়। অন্যত্র হাদীছে এসেছে, عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من أطاني فقد أطاع الله ومن عصني فقط عصي الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصي أميري فقد عصني- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌র অনুগত্য করল। যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করল। আর যে আমার আমীরের আদেশ মান্য করল, সে আমার আদেশ মান্য করল। যে আমার আমীরের আদেশ অমান্য করল সে আমার আদেশ অমান্য করল'।[৩]

**ইসলামের আলোকে সুবিচার না করার পরিণতি :**

শারঈ বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ না করে নিজের খেয়াল খুশি মত বিচারকার্য পরিচালনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ- 'এই সব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য

২. *মুসলিম হা/১৮৩৯।*
৩. *বুখারী হা/৬৭১৮।*

করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই মহা সাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতই হচ্ছে বিচার-ফয়ছালার মূল ভিত্তি অথচ বর্তমান গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদেরকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিদের মতামত রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা পায়। তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখে। এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। পবিত্র কুরআনে যা কুফর, যুলুম এবং নাফরমানী বা অবাধ্যতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী যারা বিচার ফয়ছালা করে না তারই কাফির, ফাসিক, যালিম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ– 'আমরা তাওরাত নাযিল করেছিলাম। যাতে হেদায়াত ও নূর ছিল। আল্লাহ্র অনুগত নবীগণ, আল্লাহওয়ালাগণ ও আলেমগণ তা দ্বারা ইহূদীগণের মধ্যে ফায়ছালা দিতেন। কেননা তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর তারা এ ব্যাপারে সাক্ষী ছিল। অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না। মনে রেখ যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা কাফের। আর আমরা তাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, জীবনের বিনিময়ে জীবন, চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সেটি তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালেম' *(মায়িদা-৫/৪৪-৪৫)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,– وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'অর্থাৎ যারা আল্লাহর আইনানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা ফাসিক' *(মায়িদা-৫/৪৭)*।

**ইসলামের আলোকে সুবিচার করার প্রতিদান :**

**১. ন্যায়বিচারকের জন্য আল্লাহ সত্যনিষ্ঠ মন্ত্রী নিযুক্ত করে দেন :** হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْراً، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدق، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ কোন শাসকের মঙ্গল চান, তখন তিনি তার জন্য সত্যনিষ্ঠ (শুভাকাঙ্খী) মন্ত্রী নিযুক্ত করে দেন। শাসক (কোন কথা) ভুলে গেলে সে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে। আর যখন আল্লাহ তার অন্য কিছু (অমঙ্গল) চান, তখন তার জন্য মন্দ মন্ত্রী নিযুক্ত করে দেন। শাসক বিস্মৃত হলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে না'।[৪]

**২. ইনসাফের সাথে বিচারক সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে ব্যর্থ হলেও নেকী পায় :** হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন বিচারক যখন বিচার কার্য করে এবং এই বিষয়ে সে চুড়ান্ত প্রয়াস পায় আর এতে যদি তার রায় সঠিক হয় তবে তার জন্য হ'ল দু'টি ছাওয়াব। আর যদি সে বিচারে ভুল করে তবে তার জন্য হল একটি ছওয়াব'।[৫]

**৩. বিচারের ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয়কারী দায়ী হয়, বিচারক দায়ী হয় না :** হাদীছে এসেছে, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ উম্মু সালামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তো একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট তোমাদের মোকদ্দমা পেশ করে থাকো। হয় তো তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে অধিক বাকপটুতার সাথে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে থাক। ফলে আমি তার বিবরণ অনুসারে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়ে

৪. আবু দাউদ হা/২৯৩২; নাসায়ী হা/৪২০২।
৫. বুখারী হা/৭৩৫২; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৪; তিরমিযী হা/১৩২৬।

থাকি। এভাবে আমি যদি তাদের কোন ভাইয়ের হক থেকে কিছু অংশ তাকে দিয়ে দেই, তবে সে যেন তা কখনো গ্রহণ না করে। কারণ আমি তাকে এভাবে আগুনের একটি টুকরাই দিলাম'।[৬]

**৪. মহান আল্লাহ হলেন ন্যায়বিচারকের সাহায্যকারী :**

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ আলী (রাঃ) বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ইয়ামেনে বিচারক হিসাবে প্রেরণ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক করে ইয়ামেনে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন নওজোয়ান, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বলেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পথ দেখাবেন এবং তোমার কথাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার সামনে বাদী-বিবাদী বসবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনবে অনুরূপভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিবে না। এতে তোমার সামনে মোকদ্দমার আসল সত্য প্রকাশিত হবে। আলী (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সন্দেহে পতিত হইনি'।[৭]

**৫. সত্য জেনে ফয়ছালাকারী বিচারক জান্নাতী :**

হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ- ইবনু বুরাইদাহ (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জান্নাতী এবং অপর দু' প্রকার বিচারক জাহান্নামী। জান্নাতী বিচারক হ'ল, যে সত্যকে বুঝে তদনুযায়ী ফায়সালা দেয়। আর যে বিচারক সত্যকে জানার পর স্বীয় বিচারে যুলুম করে সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক অজ্ঞতাপ্রসূত ফায়সালা দেয় সেও জাহান্নামী'।[৮]

**৬. ন্যায়পরায়ণ শাসক আরশের নিচে ছায়া পাবে :**

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। নবী (ছাঃ) বলেন, যে দিন আল্লাহ্‌র (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে। ৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ৪. সে দু'ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। একত্র হয় আল্লাহ্‌র জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহ্‌র জন্য। ৫. সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি'। ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না। ৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্‌র যিকর করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে'।[৯]

**৭. সত্যনিষ্ঠ বিচারক ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ডানপাশে নূরের মিম্বারের উপর অবস্থান করবে :**

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا- 'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় সত্যনিষ্ঠ বিচারক আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর ডানপাশে নূরের মিম্বারের উপর অবস্থান করবে। যদিও আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান (কল্যাণকর)। তারা হ'ল সে সমস্ত বিচারক- যারা তাদের বিচারালয়ে, নিজেদের পরিবার-পরিজনদের মাঝে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে'।[১০]

*(ক্রমশঃ)*

***[লেখক : কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ']***

---

৬. আবু দাউদ হা/৩৫৮৩।
৭. আবু দাউদ হা/৩৫৮২।
৮. আবু দাউদ হা/৩৫৭৩।
৯. বুখারী হা/৬৬০।
১০. মিশকাত হা/৩৬৯০।

# অধিকাংশ সমাচার

-লিলবর আল-বারাদী

**(৪র্থ কিস্তি)**

**৮. শিশু বক্তাদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণে বিরত থাকা :** জ্ঞান কার নিকট হ'তে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা ইলম বা জ্ঞান হ'ল দ্বীনের স্বরূপ। যেখানে দ্বীন নেই, সেখানে জ্ঞানও নেই। মুহাম্মাদ বিন সিরীন (রাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ 'নিশ্চয়ই এ জ্ঞান দ্বীন স্বরূপ। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রাখবে কার নিকট হ'তে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ'।[১১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে أَكْثَرَ (আকছারা) অর্থাৎ 'অধিকাংশ' বা 'বেশির ভাগ' (Almost) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'অধিকাংশ' শব্দ ব্যবহার করে তিনি মানুষকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। 'অধিকাংশ' সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবগত নয়' *(ইউসুফ ১২/৬৮)*, 'অধিকাংশ অবহিত নয়' *(আন'আম ৬/৩৭)*, 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না' *(আরাফ ৭/১৩১)*, অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 'আর তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না' *(মায়িদা ৫/১০৩)*, কেননা, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 'তাদের অধিকাংশই মূর্খ' *(আন'আম ৬/১১১)*। বর্তমানে দুনিয়ার অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, দুনিয়াতে অধিকাংশ ব্যক্তি দুনিয়ার মরীচিকাময় মাল, মর্যাদা, নারীসহ যাবতীয় মোহ ফেৎনায় নিপতিত হয়েছে। যার ফলে অধিকাংশ মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ ঈমানের দীপ্ততা ও আমলের তৃপ্তি হারিয়ে ফেলছে। তবে আল্লাহ তা'আলা কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন সেই সকল ব্যক্তি ব্যতীত। এই অধিকাংশ ব্যক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

**১. অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত :**

অধিকাংশ মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে' *(আছর ১০৩/১-২)*। আল্লাহ তা'আলা কালের শপথ এই জন্য বলেছেন যে, মানুষের কৃতকর্মের সময়কাল অতীব স্বল্প পরিসরে। আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যতটুকু সময় ঠিক ততটুকু সময় মানুষের জীবনে রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল সম্পর্কিত যা বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্মই শামিল হবে।

তাছাড়া আছরের ওয়াক্ত হ'তে কুরায়েশ নেতারা 'দারুন নাদওয়াতে' পরামর্শসভায় বসত এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে ভাল-মন্দ সিদ্ধান্ত নিত। মন্দ সিদ্ধান্তের কারণে লোকেরা এই সময়টাকে 'মন্দ সময়' (زمان سوء) বলত' *(ক্বাসেমী)*। এখানে আছর-এর শপথ করে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, কালের কোন দোষ নেই। দোষী হ'ল মানুষ।[১২] আবার পৃথিবীর সকল মানুষ কৃতকর্মের পরিণতি ক্ষতির মধ্যে নিপতিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا 'অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের আযাব আস্বাদন করল। বস্তুতঃ ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণতি' *(তালাক ৬৫/৯)*। প্রত্যেক মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে রয়েছে। যেমন, শিরক, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে উপেক্ষা, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অবিশ্বাস, পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহ ও নবী-রাসূলদের অবজ্ঞা, দুনিয়ার কর্মফল দিবস আখিরাত ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দ অবিশ্বাস ইত্যাদির দরুণ। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন, 'যদি মানুষ এই সূরাটি গবেষণা করত, তাহ'লে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হ'ত' *(ইবনু কাছীর)*।

এই সূরার আলোকে সকলকে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছায়ে দিন। মূল শিক্ষা হ'ল- তবে প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে'। কিন্তু এর পরেই চারটি শর্ত দিয়ে তিনি বলেন, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 'তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/৩)*। শর্ত চারটি হ'ল- ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবর। এই চারটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে সে ক্ষতি থেকে নাজাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

১১. *মুসলিম হা/১৪; মিশকাত হা/২৭৩; দারেমী হা/৪২৪; ছহীহ হাদীছ।*

১২. *প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা), পৃষ্ঠা-৪৫৮।*



www.tawheederdak.com

**(এক) ঈমান এনেছে :** প্রথম গুণ তুলে ধরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا 'তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে' *(আছর ১০৩/৩)*। বান্দা মুমিন হওয়ার চূড়ান্ত শর্ত হ'ল ঈমান আনয়ন করা। 'ঈমান' অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, নিরাপত্তা দেওয়া, যা ভীতির বিপরীত।[১৩] রাগেব আল-ইছফাহানী (রহঃ) বলেন, ঈমানের মূল অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি এবং ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাওয়া'।[১৪] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি। আর সেটা অর্জিত হবে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও আমলের মাধ্যমে'।[১৫] মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি ছয়টি। যথা- أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. 'আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে'।[১৬]

মুমিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ-

'রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল'*(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*। পরিশেষে ঈমান আনতে হবে এবং এর ওপর দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে হবে। আর সকল বিশ্বাসের সাথে সঠিক আক্বীদা পরিশুদ্ধ রাখতে হবে।

**(দুই) সৎ আমল করে :** ঈমানের চূড়ান্ত শর্ত মেনে নেয়া পরেই মুমিনের গুণাবলী অর্জনের জন্য যে শর্ত পালনীয় সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 'আর সৎকর্ম সম্পাদন করেছে' *(আছর ১০৩/৩)*। ঈমান আনয়নের পরেই বান্দার নাজাতের দ্বিতীয় শর্ত হ'ল আমলে ছালেহ সম্পাদন করা। ঈমান হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা, এ দু'টি না থাকলে পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাতে তারা তাদের ঈমানের সঙ্গে ঈমান মজবুত করে নেয়' *(ফাতাহ ৪৮/৪)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(বুরূজ ৮৫/১১)*। অন্যত্র বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ- 'যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের প্রতি আল্লাহ্র ওয়াদা এই যে, আল্লাহ তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন এবং তাদের বড় প্রতিফল দিবেন' *(মায়েদাহ ৫/৯)*। ঈমানের দ্বীপ্ততা বৃদ্ধির জন্য সর্বদা খালিছ অন্তরে বেশী বেশী আমলে ছালেহ পালন করতে হবে। যাতে করে দো'আ, যিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে ঈমানের শানিত ধার আরো উজ্জ্বল হয়।

**(তিন) হক্বের উপদেশ দেয় :** ঈমান আনয়ন ও আমলে ছালেহ প্রতিপালনের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার ও প্রসারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করা। অর্থাৎ হক্বের উপদেশ দেয়া। আর এটা হ'ল নাজাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির তৃতীয় গুণাবলী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ 'আর পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/৩)*।

মানুষ বিবেকবান জীব হলেও প্রাথমিকভাবে অবুঝ প্রাণী। যখনি তার বুদ্ধিমতার বহিঃপ্রকাশের সাথে সঠিক বুঝ হবে, তখনি সে হয় দ্বীনের অথবা শয়তানের পথে হাটতে শুরু করবে। যে ব্যক্তি দ্বীনের সঠিক পথে চলবে তাকে সাধুবাদ। কিন্তু যে ব্যক্তি তাগুদের পথে চলবে তাকে দ্বীনের দাঈ ব্যক্তিরা সর্বদা দ্বীনের নছীহত করবে। আর উপদেশ দানকারীদের মধ্যে সেই উত্তম যে অন্যের নিকট থেকে দুঃখ-কষ্ট পেয়েও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানে ছবর করে এবং অনঢ় থাকে। কখনও কোন অবস্থাতে অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে না, হেয় প্রতিপন্ন করে না, বৈষয়িক বিষয়ে বাড়াবাড়ী করে না, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে ইত্যাদি গুণ বিদ্যমান কেবল তারাই সফলকাম।

মানুষকে প্রজ্ঞা ও হিকমাতের সাথে সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

---

*১৩. জাওহারী, আছ-ছিহাহ ৫/২০৭১; ফিরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত, পৃঃ ১১৭৬।*
*১৪. আল-মুফরাদাত, পৃঃ ৩৫।*
*১৫. আছ-ছারিম আল-মাসলূল, পৃঃ ৫১৯।*
*১৬. হাদীছে জিব্রীল, মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২ 'ঈমান' অধ্যায়।*

‘তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয়ই একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন’*(নাহল ১৬/১২৫)।* একজন ব্যক্তিকে হেদায়াতের পথে আনতে পারলে আপনি সমপরিমাণ নেকীর ভাগ পাবেন। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ‘কোন ব্যক্তি যদি ভালো কাজের পথ দেখায়, সে ঐ পরিমাণ নেকী পাবে, যতটুক নেকী পাবে ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে’।[১৭]

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সেনাপতি আলী বিন আবু তালিব (রাঃ)-কে নছীহতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ ‘আল্লাহ্র কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উটের (কুরবানীর) চেয়েও উত্তম হবে’।[১৮]

অবশেষে আপনি সফল না হলে বিদায় হজ্জের ভাষণের এই অংশটি মনে করে সান্ত না গ্রহণ করবেন যে, আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ প্রদান করে বলেন, أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ‘উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়’।[১৯]

নিজেকে পরিশুদ্ধ করে পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যে হক্বের উপদেশ দিতে হবে। উপদেশ প্রদানের সময় তাদের নিকট থেকে বাঁধা ও বিপত্তি আসতে পারে। আর সে সময় নিজেকে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শের মানদণ্ডে ওযন করে অতীব সূক্ষ্মভাবে ধৈর্য্যধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং দাওয়াতের ধারাবাহিকতা রাখতে হবে।




**(চার) ধৈর্য্যধারণের উপদেশ দেয় :** দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি থেকে নাজাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চতুর্থ শর্ত হ’ল ধৈর্য্যধারণ করা। আর তা নিজে অবলম্বন করবে এবং অপরকে ছবর করতে উৎসাহিত করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ‘আর পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে’ *(আছর ১০৩/৩)।* ‘ছবর’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাঁধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। যেমন- **এক.** যাবতীয় গুণাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। **দুই.** সৎকাজ করা এবং এর ওপর অবিচল থাকা। **তিন.** বিপদাপদে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।[২০] দুনিয়াতে যে যতবেশী ধৈর্য্যশীল, আখেরাতে সে ততবেশী কল্যাণকামী। আবূ মালেক আল-হারেস ইবনু আসেম আল-আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ‘ছালাত হ’ল নূর, ছাদকা হ’ল প্রমাণ, ছবর উজ্জ্বল আলো, আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সকাল শুরু করে। আর তা হয় তাকে আযাদ করে দেয় অথবা তাকে ধ্বংস করে দেয়’।[২১] দুনিয়ার বুকে মানুষ যত কম লোভ-লালসা করবে, ততবেশী ধৈর্য্যশীল হিসাবে গড়ে উঠবে।

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেন, ‘কম লোভ-লালসা, সত্যবাদীতা ও পরহেযগারিতার জন্ম দেয় এবং অধিক লোভ-লালসা, দুঃখ-কষ্ট ও অধৈর্যশীল সৃষ্টি করে’।[২২]

হক্বের দাওয়াত বা উপদেশ প্রদানের সময় যে বাঁধা-বিপত্তি আসবে, সেখানে ছবরের সাথে অবিচল থাকতে হবে। এটা মহৎ গুণ। সবায় এ গুণ অর্জন করতে সক্ষম নয়। তবে প্রত্যেক মুমিনের এই গুণ অবশ্যই অর্জন করতে হবে, নতুবা সে পরাজিত হবে। সফলতা তারাই অর্জন করেছে যারা ছবর করেছেন। এটা ঈমানের পরীক্ষাও হ’তে পারে এবং সেখানে সর্বদা ধর্য্যধারণ করতে হবে। তাই তো বাঁধা না থাকলে

*১৭. মুসলিম হা/১৬৭৭; আবূদাঊদ হা/৫১২৯; তিরমিযী হা/২৬৭১; ছহীহ হাদীছ; মিশকাত হা/২০৯।*
*১৮. বুখারী হা/৩০০৯; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০।*
*১৯. বুখারী হা/৪৪০৬, ৫৫৫০; মুসলিম হা/১৬৭৯; ইবনু মাজাহ হা/২৩৪; ছহীহ হাদীছ।*
*২০ .মাদারেজুস সালেকীন, ২/১৫৬*
*২১. আহমাদ হা/২২৯৫৯; মুসলিম হা/২২৩; তিরমিযী হা/৩৫১৭; ছহীহ হাদীছ; মিশকাত হা/২৮১।*
*২২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ১০/২৪১ পৃঃ।*


www.tawheederdak.com

দ্বীনের দাঈ অনুভব করতে পারবে না যে, তার দাওয়াত কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে। প্রত্যেক নবী-রাসূলের জীবনে এমনটি ঘটেছে। বর্তমানে এটা স্বাভাবিক। আর এর ফলাফল হবে অতীব সুস্বাদু। শুধু মাত্র ধৈর্য্যধারণ করতে হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা বৈ কিছুই নয়।

**২. অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয় :**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 'আর এমন কতক মানুষ রয়েছে, যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়' *(বাক্বারাহ ২/৮)।*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 'কি আশ্চর্য! যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হ'ল তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করল। বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেনা' *(বাক্বারাহ ২/১০০)।*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'আর যে সকল দল তা অস্বীকার করে, আগুনই হবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে মোটেও সন্দেহের মধ্যে থেকো না, নিশ্চয় তা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না' *(হূদ ১১/১৭)।*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ 'আর তুমি আকাঙ্খা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়' *(ইউসুফ ১২/১০৩)।* অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে' *(আন'আম ৬/১১৬)।* সুতরাং অধিকাংশ মানুষ ঈমান না আনলে আপনার কিছু করার নেই। আপনি চাইলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারবেন না' *(কুরতুবী)*।

'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না' *(আল-মুমিন : ৫৯)*

মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)।*

**ক. প্রতিবেশীর হক্ব নষ্টকারী :**

প্রতিবেশীর বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, হৃদয়গ্রাহী হাহাকার, করুণ আর্তনাদ যার মনে রেখাপাত করে না, এমনকি স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদেরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না। যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর ক্ষতি করে সে কখনও মুমিন হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শপথ করে তিনবার বলেন, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ. 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[২৩]

প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ঈমানদারের পরিচয় নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. 'ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে'।[২৪] আর প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না'।[২৫]

আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে যারা বিশ্বাস করে তারা যেন বর্ণিত হাদীছের প্রতি যত্নশীল হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। এরপর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, নতুবা যেন চুপ থাকে। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই আত্মীয়দের হক আদায় করে'।[২৬]

প্রতিবেশীর গুরুত্ব কতবেশী যে সর্বদা জিবরীল (আঃ) এসে রাসূল (ছাঃ) প্রতিবেশীর হক পরিপূর্ণভাবে আদায়ের প্রতি নছীহত করতেন। আয়েশা ও ইবনু উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ

*২৩. বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
*২৪. শু'আবুল ঈমান হা/৩৩৮৯; ছহীহুল জামি' হা/১১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৯; মিশকাত হা/৪৯৯১।*
*২৫. মুসলিম হা/৪৬; ছহীহুল জামি' হা/৭৬৭৫; মিশকাত হা/৪৯৬৩।*
*২৬. বুখারী হা/৬৪৭৫; আবু দাউদ হা/৫১৫৪; মিশকাত হা/৪২৪৩।*

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. (ছাঃ) বলেন, ‘জিবরীল (আঃ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করার উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি আমার ধারণা হয়েছিল যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঠিক করে দেবেন।[২৭] যারা প্রতিবেশীর হক্বের প্রতি অনীহা-অবহেলা পোষণ করে এবং তাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখে ও কষ্ট দেয় তারা প্রকৃত মুমিন নয়।

**খ. হিংসুক :**

মানুষের অন্তরে ঈমান অথবা হিংসা এদুয়ের একটি বিদ্যমান থাকবে। ঈমানদারের অন্তরে হিংসা থাকবে না, হিংসুকের অন্তরে ঈমান থাকবে না। মুমিন কখনো হিংসুক নয়, হিংসুক কখনো মুমিন নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ ‘কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হ’তে পারে না’।[২৮]

হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারীর সাথে দ্বীন থাকে না। এই ব্যক্তি নিজের নফস থেকে দ্বীনকে ছাফ করে ফেলে। যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ ‘তোমাদের মধ্যে পিপীলিকার ন্যায় প্রবেশ করবে বিগত উম্মতগণের রোগ। আর তা হ’ল হিংসা ও বিদ্বেষ। যা হ’ল ছাফকারী। لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ ‘আমি বলিনা যে চুল ছাফ করবে, বরং তা দ্বীনকে ছাফ করে ফেলবে’।[২৯]

হিংসা ও বিদ্বেষ ষড়যন্ত্রের মূলমন্ত্র। তাই রাসূল (ছাঃ) সর্বদা হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করে একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা করতে বলেছেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ– ‘তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, ষড়যন্ত্র করো না ও সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাই থেকে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকবে’।[৩০] পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক রক্ষার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ ‘নিশ্চয়ই মুমিনগণ সকলে ভাই ভাই’ *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

আর যারা পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করে না আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে ঈমানের নূর জ্বালিয়ে তা পরিপূর্ণ করে দেন। আবু উমামা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ ‘যে আল্লাহ্‌র জন্য অপরকে ভালবাসে ও আল্লাহ্‌র জন্য বিদ্বেষ করে, আল্লাহ্‌র জন্য দান করে ও আল্লাহ্‌র জন্য বিরত থাকে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল’।[৩১] একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ ‘প্রত্যেক শুদ্ধহৃদয় ও সত্যভাষী ব্যক্তি’। লোকেরা বলল, সত্যভাষীকে আমরা চিনতে পারি। কিন্তু শুদ্ধহৃদয় ব্যক্তিকে আমরা কিভাবে চিনব? জবাবে তিনি বললেন, هُوَ التَّقِىُّ النَّقِىُّ لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ ‘সে হবে আল্লাহভীরু ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়; যাতে কোন পাপ নেই, সত্যবিমুখতা নেই, বিদ্বেষ নেই, হিংসা নেই’।[৩২]

মানুষ নিজের কল্যাণ কামনা করলে যেন অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে বিরত থাকে। যামরাহ বিন ছা‘লাবাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوْا ‘মানুষ অতক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ তারা পরস্পরে হিংসা না করবে’।[৩৩] হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে পরিত্রাণের থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা‘আলা আমাদের প্রার্থনা করতে বলেন, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই হিংসুকের অনিষ্টকারিতা হতে যখন সে হিংসা করে’ *(ফালাক্ব ১১৩/৫)*। সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস তিনবার করে পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে গায়ে হাত বুলাতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ‘আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে

---

২৭. *বুখারী হা/৬০১৫; মুসলিম হা/২৬২৫; আবু দাউদ হা/৫১৫২; তিরমিযী হা/১৯৪২-৪৩; মিশকাত হা/৪৯৬৪।*
২৮. *নাসাঈ হা/৩১০৯, সনদ হাসান।*
২৯. *মিশকাত হা/৫০৩৯।*
৩০. *বুখারী হা/৬০৭৬; মুসলিম হা/২৫৫৯; মিশকাত হা/৫০২৮।*
৩১. *আবুদাঊদ হা/৪৬৮১; তিরমিযী হা/২৫২১; মিশকাত হা/৩০।*
৩২. *ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; মিশকাত হা/৫২২১।*
৩৩. *ত্বাবারাণী হা/৮১৫৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮৬।*

যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু'হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দু'হাত বুলাতেন'।[৩৪]

**গ. আমানতের খেয়ানতকারী :**

আমানত দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার আমানত নেই, তার দ্বীন নেই; যার দ্বীন নেই, তার ঈমানও নেই। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট খুব কমই ভাষণ দিতেন যেখানে তিনি বলতেন না যে, ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার আমানতদারিতা নেই। আর ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই, যার অঙ্গীকার ঠিক নেই'।[৩৫]

আমানত দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً. 'আমরা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার নিকট এই আমানত পেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এ থেকে শংকিত হ'ল। কিন্তু মানুষ তা বহন করল। বস্তুতঃ সে অতিশয় যালেম ও অজ্ঞ' *(আহযাব ৩৩/৭২)*। জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, الْأَمَانَةُ تَعُمُّ جَمِيعَ وَظَائِفِ الدِّينِ، 'আমানত' বলে দ্বীনের সকল প্রকার দায়িত্বকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*।

মুমিন কখনো খেয়ানতকারী ও মিথ্যাবাদী হ'তে পারে না। যারা এটা করে, তারা আসলে মুমিন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ 'মুমিন সকল স্বভাবের উপর সৃষ্টি হ'তে পারে খেয়ানত ও মিথ্যা ব্যতীত'।[৩৬]

অঙ্গীকার পূর্ণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*। ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের ডেকে বলা হবে, هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ. 'এটি অমুকের সন্তান অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত'।[৩৭]

কিয়ামতের মাঠে খেয়ানতকারীর জন্য একটি পতাকা রাখা হবে, যা তার পিঠের পেছনে পুঁতে দেওয়া হবে। আর জনগণের খেয়ানতকারী সবচেয়ে বড় খেয়ানতকারী। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ 'প্রত্যেক খেয়ানতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন একটি ঝাণ্ডা থাকবে, যা তার পিঠের পিছনে পুঁতে দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার খেয়ানতের পরিমাণ অনুযায়ী সেটি উঁচু হবে। সাবধান! জনগণের নেতার খেয়ানতের চাইতে বড় খেয়ানত আর হবে না'।[৩৮]

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা খেয়ানত করতে নিষেধ করে বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوآ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*। অন্যত্র বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 'আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে' *(মুমিনূন ২৩/৮; মা'আরেজ ৭০/৩২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، 'আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথাযথ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও'... *(নিসা ৪/৫৮)*।

আমাদের মনে রাখা উচিৎ ঈমানের দ্বীপ্তিশিখা চিরন্তন প্রজ্বলিত রাখতে চাইলে অবশ্যই ঈমান মযবুতির প্রতি যত্নশীল হতে হবে এবং মুমিনের জীবন-যাপন করতে চাইলে জেলখানার জীবন বেছে নিতে হবে, কারণ মুমিন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। আর এটাও স্মরণ রেখে দুনিয়াবী জীবন চলা উচিৎ যে, আমরা অধিকাংশ মানুষ ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে পতিত এবং ঈমান, আমল ও আল্লাহ্‌র কৃপা ছাড়া আখিরাতে পরিত্রাণ আশা করতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

***[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী ]***

*৩৪. বুখারী হা/৫০১৭; মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।*

*৩৫. বায়হাক্বী শো'আব হা/৪০৪৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩০০৪; মিশকাত হা/৩৫ ।*

*৩৬. মুসনাদ বাযযার হা/১১৩৯; মুসনাদ আবী ইয়া'লা হা/৭১১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩২৮, হায়ছামী বলেন, রাবীগণ ছহীহ-এর রাবী; আহমাদ; মিশকাত হা/৪৮৬০।*

*৩৭. বুখারী হা/৬১৭৭; 'মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে' অনুচ্ছেদ-৯৯; মুসলিম হা/১৭৩৫; মিশকাত হা/৩৭২৫।*

*৩৮. মুসলিম হা/১৭৩৮; মিশকাত হা/৩৭২৭ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।*

# মুহাম্মাদ মুখতার বিন আল-আমীন আশ-শানক্বীতী

-ফরীদুল ইসলাম

**নাম :**

মুহাম্মাদ মুখতার বিন মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শানক্বীতী (১৯৪২-২০১৯ইং)।

**জন্ম ও শৈশব :**

১৩৬১ হিজরী মোতাবেক ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে মৌরিতানিয়ার বিখ্যাত শানক্বীত নামক শহরে পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মৌরিতানিয়ার চিঙ্গুয়েটি দেশের আল-রাশীদ শহরের একজন সম্ভ্রান্ত আলেম। তিনি একাধারে একজন ফক্বীহ, মুফাসসির এবং উছূলবিদ। ছোটবেলা থেকেই মুহাম্মাদ মুখতার পিতৃগৃহে লালিত-পালিত হন।

**শিক্ষাজীবন :**

শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই শায়খ মুখতারের অন্তরে দ্বীনী ইলম অর্জনের প্রবল আগ্রহ ছিল। পিতার নিকটেই তাঁর ইলম অর্জন শুরু হয়। অতঃপর তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হ'তে সাফল্যের সাথে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং পরিশেষে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। দ্বীনী ইলম অর্জনের পাশাপাশি তিনি ফিকহ্, তাফসীর ও উছূলুল ফিকহ্ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন।

**কর্মজীবন :**

কর্মজীবনে মুহাম্মাদ মুখতার মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। একজন প্রাজ্ঞ আলেম, ফক্বীহ, মুফাসসির ও উছূলবিদ হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল আকাশচুম্বী। শিক্ষকতার পাশাপাশি 'মাসজিদুল হারাম' সহ মসজিদে নববীতে দারস প্রদান করতেন।

**ছাত্রবৃন্দ :**

যেহেতু তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় সহ হারামাইন শারীফাইনে দারস প্রদান করতেন। তাই তার ছাত্র সংখ্যা ছিল অনেক। উল্লেখযোগ্য ছাত্রসমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ আশ-শানক্বীতি ছিলেন অন্যতম।

**দাওয়াতী জীবন :**

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি মৌরিতানিয়ায় ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ইসলামের মাহাত্ম্য মানুষকে উপলব্ধি করাতে আজীবন প্রচেষ্টা করেছেন।

**আবাসস্থল :**

শায়খ মুখতারের জন্ম মৌরিতানিয়ায় হলেও জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সঊদী আরবে অবস্থান করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

**আক্বীদা :**

তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর আক্বীদা পোষণ করতেন। ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পন্ন মানুষদের তিনি সঠিক আক্বীদার প্রতি দাওয়াত প্রদান করতেন। সর্বক্ষেত্রে বাতিল আক্বীদা অবলম্বনকারীদের প্রতিহত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

**লেখনী :**

লেখনীর ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। যেমন-

১. তাহক্বীক মুরাকীয়াস সঊদ ইলা মুরাকীয়াস সঊদ লিশ-শায়েখ আল-মুরাবিত্ব।

২. তাহক্বীক সালাসিলিস যাহাবী লিল ইমাম আয-যারকাশী।

৩. তাহক্বীক মাবলিগিল মা'মুলি লি ইবনে বুনা।

৪. তাহক্বীক তাকরীবে ইবনে যুঝয়ী।

৫. তাহক্বীক লিক্বতাতুল আজলান।

৬. মাজমু'আতু বুহূ ওয়া রসাইলা ফী তুরুকি দাফইত তা'রীযে ওয়া মু'রাযাতিল কিয়াস।

**মৃত্যু :**

ইলমী জগতের এই নক্ষত্র ১৪৪১ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাস মোতাবেক ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর ৭৭ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

*[লেখক : ছানাবিয়া ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।]*

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

# দজলায় ভাসে গোলামের রিয্ক

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

অনেক দিন আগের কথা। আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কিলের ফাত্হী নামে এক গোলাম ছিল। ফাত্হীকে ছোট বেলায় যুদ্ধ বন্দীদের সাথে নিয়ে এসে বিক্রয় করা হয়েছিল। সে যুগে যুদ্ধ বন্দীদের দূরের শহরে এনে পশু-পাখির মত কেনাবেচা করা হ'ত। ধনী লোকেরা দাস হিসাবে তাদের ক্রয় করত। এই কৃতদাসদের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ছিল না। কেউ দয়া করে মুক্ত না করা পর্যন্ত তাদেরকে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হ'ত।

চতুর ফাত্হী গোলাম হ'লেও খুবই বুদ্ধিমান ছিল। খলীফার প্রাসাদে থেকে আদব-কায়দা শিখেছিল। খলীফার চোখে এতই প্রিয় হয়েছিল যে, তিনি তাকে নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ফাত্হীকে শিষ্টাচার, ঘোড়ায় চড়া ও তিরন্দাযী শিখানোর প্রতি খলীফার প্রবল আগ্রহ ছিল। এমনকি তিনি তাকে সাঁতার কাটাও শিখাতে চাইতেন। কারণ যদি কখনো পানিতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। এজন্য দু'জন সাঁতার প্রশিক্ষক আনা হয়। যারা প্রতিদিন ফাত্হীকে এক ঘন্টা সাঁতার শিখাত।

কিছুদিন যেতে না যেতেই ফাত্হী অহংকারী হয়ে উঠে। অনেক বাচ্চারাই কিছুটা শিখেই মনে মনে ভাবে সে সব কিছু জানে। ফাত্হীও ভাবে উস্তাদ হয়ে গেছে। তাই তার সাঁতার প্রশিক্ষকের দরকার নেই। একদিন ফাত্হী সাঁতারু শিক্ষকদের চোখ এড়িয়ে একাই দজলা নদীতে চলে যায়। নদীটি খলীফার প্রাসাদের পাশ দিয়েই বয়ে যেত। অতঃপর সাঁতার কাটার জন্য সে পানিতে নামে। ঘটনাক্রমে সেদিন দজলায় তীব্র স্রোত ছিল। ফাত্হী কিছুক্ষণ হাত-পা ছুড়ে বুঝতে পারে সে আর নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। বেশী চেষ্টা করতে গেলে ক্লান্ত হয়ে ডুবে যাবে। সে চিৎকার করতে থাকে কিন্তু কেউ তার চিৎকার শুনে না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে স্রোতের সাথে ভাসতে থাকে। যতটুকু সাঁতার শিখেছিল তা দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যায়, যেন তলিয়ে না গিয়ে স্রোতে ভেসে থাকতে পারে। তা'হলে অন্তত কোন এক জায়গায় গিয়ে নদীর কিনারায় পৌঁছাতে পারলে রক্ষা পাবে। যেতে যেতে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে শহরের বাইরে চলে গেল। রাত হয়, দিন হয় আর সে এভাবেই হাত-পা নাড়াতে নাড়াতে চলতে থাকে। পরে একদিন এক যায়গায় পৌঁছায়, যেখানে দজলার পানির স্রোতে নদীর পাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। সেই ভাঙ্গা অংশের ফাঁটল ধরে কোন রকম রক্ষা পাওয়া যাবে। ফাত্হী অনেক চেষ্টা করে সেখানে গিয়ে ফাঁটলে হাত ঢুকিয়ে নিজেকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচায়। কিন্তু নদীর কিনারা বেয়ে উপরে ওঠার কোন পথ ছিল না। ক্লান্তি ও ক্ষুধায় নিঃসাড় হয়ে পড়ে। তারপরেও পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে বেঁচে যাওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। ফাত্হী সেখানেই বসে পড়ে। কোন জনমানবের দেখা মেলে না। সকালের অপেক্ষায় সেখানেই রাতের আঁধার নেমে আসে। ফাত্হী একাধারে কয়েক দিন সেখানেই অবস্থান করে রাত কাটিয়ে দেয়।

অপরদিকে ফাত্হীকে সাঁতার শিখানোর জন্য প্রশিক্ষকরা আসে। কিন্তু তারা কেউ জানত না ফাত্হী কোথায়। কর্মচারীরা বাগানে ও প্রাসাদের কক্ষগুলোতে তাকে খোঁজ করে কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যায় না। মাদ্রাসায়, গোসলখানায়, ঘোড়া ও তীর চালনা প্রশিক্ষণের মাঠে এবং সম্ভাব্য সকল জায়গায় খোঁজা হয়। কিন্তু তার কোনই হদিস মেলে না। অবশেষে মুতাওয়াক্কিলকে খবর দেয়া হয় যে, ফাত্হীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সব জায়গায় আমরা খুঁজেছি কিন্তু কেউ তার খোঁজ জানে না। মুতাওয়াক্কিল খুবই দুঃখ পান। প্রাসাদের সমস্ত দারোয়ানদের ডেকে হাযির করে কিন্তু কেউ ফাত্হীকে দেখেনি। তিনি এই দুশ্চিন্তায় ছিলেন যে, নিজের ছেলে ঘোষণা করায় হয়ত কেউ তাকে হত্যা করেছে। তিনি বললেন, প্রাসাদের সমস্ত জায়গায় দ্রুত ঘোষণা করে দাও, যে ফাত্হীর খোঁজ পাবে সে যেন দ্রুত সে খবর খলীফার কাছে পৌঁছে দেয়। হায়! তার খবর কেউ জেনেও যদি না বলে!

তখনো ঘোষক রওনা হয়নি। এমন সময় ওয়াচ টাওয়ারের টহলদারদের প্রধান খবর পাঠায়। প্রহরীর টাওয়ার থেকে সকাল ৯ টায় একজনকে সাঁতার কাটার জন্য প্রাসাদ থেকে বের হ'তে দেখা গেছে। দ্রুত ডুবুরিরা খুঁজতে নেমে পড়ে। প্রহরীরা নদীর ঘাট ও তার আশেপাশে খুঁজাখুঁজি করে। কিন্তু কোন পোশাকের টুকরো পর্যন্ত খুঁজে পায় না। প্রাসাদের পোশাক ঘরেও অনুসন্ধান করা হয়। একজন কর্মচারী বলে, এক গোলামের পোশাক নদীর ঘাটে পড়ে ছিল। যেহেতু সেখানে কেউ ছিল না তাই ধারণা করা হয়েছিল কেউ নিজের পোশাক পরিবর্তন করে সেখানে রেখে চলে গেছে। পোশাকটা এনে যথাস্থানে রাখা হয়েছে। এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। কিন্তু ওয়াচ টাওয়ারের প্রহরীরা বলল, আজ একজন সাঁতারু প্রাসাদ থেকে বের হয়েছে। এবার কয়েকজন ডুবুরী বাইরে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু খারাপ কিছু ঘটার সম্ভাবনা আছে সেজন্য সার্বিক অবস্থা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানো হয়। মুতাওয়াক্কিল বললেন, ফাত্হী সাঁতার কাটার জন্য দজলায় গেছে আর পানি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। পোশাকটা খলীফার কাছে আনা হলে বোঝা গেল সেটি ঐ গোলামের ছিল। খলীফা বললেন, হয় শহরের বাইরে কেউ ফাত্হীকে বাঁচিয়েছে নতুবা ডুবে গেছে। ঘোষকদের বল এই খবর শহরে ঘোষণা করা হোক। আর ডুবুরীদেরকে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে বল। দ্রুত ঘোষকরা



www.tawheederdak.com

শহরে ঘোষণা করে। ফাত্হী নামের খলীফার কাছের একজন হারিয়ে গেছে। যে তার ভালো খবর দিতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ঐ দিন রাত পর্যন্ত কোনই খবর জানা যায় নি। রাতে ডুবুরীরা ফিরে এসে টহলদার প্রধানকে জানায় কাউকে নদীতে পাওয়া যায়নি। সবাই সেভাবেই অপেক্ষা করতে থাকে। হয়ত কেউ তার ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানোর খবর নিয়ে আসবে। পরদিন শহরের বাইরে থেকে একজন বাগদাদ শহরে প্রবেশ করে খবর দেয় যে, গত রাতে দজলা নদী থেকে একটা শব্দ শুনা গেছে। কেউ একজন বলছিল, এক লোক পানিতে আছে কিন্তু ভয়ে কেউ তার কাছে যায়নি। অনুসন্ধানকারীরা এই খরব ওয়াচ টাওয়ারের প্রধানকে দেয়। যেহেতু শহরের বাইরে থেকে আর কোন খবর আসেনি তাই খলীফা বলেন, ডুবুরীরা দজলায় গিয়ে ফাত্হীর জীবিত অথবা মৃত খবর না নিয়ে যেন ফিরে না আসে। আরেক বার ডুবুরীরা নদীতে গেল। দিনে অনুসন্ধান করত ও রাতে স্থগিত রাখত।

এভাবে সাত দিন ও রাত খোঁজার পর নদীর পাড় ভাঙ্গা গহ্বরের কিনারে তাকে জীবিত খুঁজে পাওয়া যায়। তারা তাকে গ্রামের কাছাকাছি শুকনো জায়গায় নিয়ে আসে। দ্রুতগামী ঘোড়ায় উঠিয়ে খলীফার কাছে পৌঁছায়। ঘটনা বর্ণনা করে খলীফার কাছ থেকে পুরস্কার নেয়। খলীফা খুবই আনন্দিত হন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি দ্রুত আদেশ দেন, গোলামের জন্য খাবার নিয়ে এসো সে সাত দিন যাবৎ ক্ষুধার্ত। ফাত্হী বলল, খলীফার জয় হোক, আমি ভীত, নির্ঘুম, ক্লান্ত-শ্রান্ত কিন্তু ক্ষুধার্ত নই। মুতাওয়াক্কিল বললেন, হয়ত অনেক পানি খেয়ে অসুস্থ হয়ে গেছ। অথবা ভয়ে অসংলগ্ন কথা বলছ। নতুবা এত দিনেও ক্ষুধার্ত হওনি এটা কিভাবে সম্ভব? ফাত্হী বলল, হ্যাঁ আমি নিজেই আশ্চর্য। কিন্তু যে সাত দিন ওখানে ছিলাম প্রতিদিন পানিতে একটি থালা ভেসে আসতে দেখতাম। যেখানে ১০টি রুটি ছিল, আর আমি যেখানে ছিলাম সেখানে পানির চাপ থালাটিকে নদীর কিনারে নিয়ে আসত। আমার যতগুলো ইচ্ছা রুটি নিয়ে খেতাম। আজকেও ডুবুরী পৌঁছার আগে রুটি খেয়েছিলাম। খলীফা বললেন আশ্চর্য কথা শুনছি। প্রতিদিন এক থালা রুটি দজলায় কি করত আর কোথা থেকে আসত? ফাত্হী বলল, জানি না কিন্তু ঘটনা সঠিক। থালাটি কাঠের ছিল এবং প্রতিদিন আসত। রুটিগুলোর উপর একজনের নাম লিখা ছিল। যদি আমার ভুল না হয় তবে লেখা ছিল মুহাম্মাদ বিন হাসান, মুচি। খলীফা বললেন, আশ্চর্য তো! এই মুহাম্মাদ বিন হাসান কে হবে এবং কেন এক থালা রুটি পানিতে ফেলে? অবশ্যই এই ঘটনার সত্যাসত্য জানাতে হবে। ঘোষকদের খবর দাও।

খলীফার মন্ত্রী বলল, তোমরা ঘোষণা কর, খলীফা মুহাম্মাদ বিন হাসান মুচিকে তলব করেছেন। যেই হোক যেন ভয় না পায়। খলীফা তার কোন ক্ষতি করবেন না। অন্য একদিন এক মুচি মুতাওয়াক্কিলের দরবারে এসে বলে, আমি খলীফার কাছে যেতে চাই। প্রহরীরা বলে, কী দরকার? বলে, মুহাম্মাদ বিন হাসান মুচিকে স্বয়ং খলীফা ডেকেছেন আর আমি মুহাম্মাদ বিন হাসান। তাকে খলীফার কাছে পাঠানো হয়। খলীফাকে সালাম দিয়ে বলে, আমি সেই মুচি যাকে হাযির হ'তে বলা হয়েছে। খলীফা জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি প্রতিদিন এক থালা রুটি দজলায় ভাসিয়ে দাও? উত্তর দেয়, জ্বী হ্যাঁ। খলীফা জিজ্ঞাসা করে তাতে কি চিহ্ন আছে? বলে, আমার নিজের নাম সেই রুটির মধ্যে লিখেছি। খলীফা বলেন, চিহ্ন ঠিক আছে। কতদিন যাবৎ পানিতে রুটি ভাসাও? সে ১ বছরের কথা বলল। এ কাজের কারণ কী? বলল, আমি শুনেছিলাম যে, বলা হয়- ভাল কাজ করে পানিতে ফেলে দাও, তোমার ভাল কাজের ফলাফল তোমার কাছে ফিরে আসবে। আমি জানতে চেয়েছিলাম ভাল কাজের ফলাফল কিভাবে আমার কাছে ফিরে আসবে। ভাসিয়ে দিলে তো সেগুলো দজলার পানিতে ভেসে যাচ্ছে কিন্তু ফিরে তো আসছে না। আমি জানতাম যে, যদি কারও উপকার করি আর সেটার যদি প্রমাণ থাকে এবং ঐ ব্যক্তি যদি আমাকে চিনে থাকে তা'হলে সে ভাল কাজের ফলাফল আমার কাছে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু জানতে চাচ্ছিলাম কারো অগোচরে ভাল কাজ করলে ও কাউকে না চিনেই উপকার করলে কোন ব্যক্তির কাছে তার ফলাফল কিভাবে পৌঁছাবে। যদি অপরাধ করে থাকি তাহলে আশা করি খলীফা আমাকে ক্ষমা করবেন। খলীফা বলল, অপরাধ করনি বরং ছওয়াব অর্জন করেছ। তোমার শোনা কথাও সঠিক। আমরা জানি তোমার রুটিগুলো এক ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণ করেছে। তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।.....আল্লাহ জানেন। খলীফা আদেশ দিলেন বাগদাদ শহরের বাইরে পাঁচ খণ্ড জমি ও গ্রাম সীলমোহর দিয়ে উপহার হিসাবে মুচিকে দেওয়া হোক। মুহাম্মাদ বিন হাসান মুচি জমি পেয়ে সম্পদশালী হয়ে যায়। গ্রামের চতুর্পাশে অনেক ভাল কাজ করে। জমিগুলোতে চাষাবাদ করে। এই পুরস্কারের বদলৌতে নিজের দোকানে একজন কর্মচারীও রাখে।

*[ গল্পটি ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত। ]*

**শিক্ষা :** গল্পটিতে চমৎকার কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে। প্রথমত, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অল্প শিখেই অনেক শিখে ফেলেছি এমন আত্মম্ভরিতা করা অনুচিত। যেকোন প্রশিক্ষণ সুসম্পন্ন না করা পর্যন্ত তা প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। দ্বিতীয়ত, ধৈর্য্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। তৃতীয়ত, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রিয্ক বরাদ্দ রেখেছেন। বরাদ্দকৃত রিয্ক প্রত্যেকের কাছে নির্ধারিত জায়গায় অবশ্যই পৌঁছাবে। তাই সকলকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নির্ধারিত রিয্ক ভক্ষণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হবে না। আর সর্বশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হল, যেকোন মানুষের উপকার করলে তার প্রতিদান আল্লাহ যেকোন মাধ্যমে পৃথিবীতে দিবেন অথবা আমলনামায় যুক্ত করে পরকালীন মহা সংকটের সময় উপহার দিবেন। তাই মানুষের কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা না করে সাধ্যমত পরিচিত কিংবা অপরিচিত সকলের উপকার করা প্রতিটি মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব হওয়া উচিত।

*[অনুবাদক : এম.এ (অধ্যায়নরত), ফারসী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]*

# সংগঠন সংবাদ

**বাঁকাল, সাতক্ষীরা, ৩রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে এক ছাত্র সংবর্ধনা ও যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামূন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, বাঁকাল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সোহেল বিন আকবার মাদানী। উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক শফিউল্লাহ।

**ঝিনাইদহ, ২৮শে জানুয়ারী শুক্রবার :** অদ্য বাদ মাগরিব 'যুবসংঘ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দারুল হাদীছ সালাফিয়াহ মাদ্রাসা ও মসজিদে এক যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হোসাইন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মকবুল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ফয়ছাল কবীর প্রমূখ।

**চুয়াডাঙ্গা, ২৮শে জানুয়ারী শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ 'যুবসংঘ' চুয়াডাঙ্গা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

**মুজিবনগর, মেহেরপুর, ৩০শে জানুয়ারী রবিবার :** অদ্য বাদ যোহর মেহেরপুর যেলার মুজিবনগর থানাধীন গোপালনগরে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

**দৌলতপুর, কুষ্টিয়া পশ্চিম ৩০শে জানুয়ারী সোমবার :** অদ্য বাদ সকাল ৯-টা থেকে দৌলতপুরে 'যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি 'যুবসংঘ' যেলা সভাপতি আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

**রংপুর, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ শেখ জামাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' রংপুর সংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমার আয়োজন করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর রংপুর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মুছত্বফা সালাফীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর। বিশেষ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুর রঊফ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যেলা যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হেলালুদ্দীন।

**আরামনগর, জয়পুরহাট, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার :** অদ্য সকাল ৯-টা থেকে 'যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এক যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। 'যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা সহ-সভাপতি আবুবকর ছিদ্দীকের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

**ছোট বেলাইল, বগুড়া, ১১ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার :** অদ্য বাদ যোহর ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, তিনমাথা, বগুড়ায় এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলা সভাপতি আল-আমীনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

**মিরপুর, ঢাকা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার :** অদ্য বাদ সকাল ৯-টা থেকে মিরপুর, ঢাকার দারুল হাদীছ আইডিয়াল একাডেমীতে এক যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-আরাফাত এর কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আনিছুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর। বিশেষ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক নাজমুস সা'আদাত। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা উত্তর সংগঠনিক যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইলিয়াছ।

### তাবলীগী ইজতেমা ২০২২-এ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কার্যক্রম

**যুবসমাবেশ :** তাবলীগী ইজতেমা ২০২২-এর ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টা থেকে ১২-টা পর্যন্ত নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বক্তব্যে তিনি জামা'আতবদ্ধ জীবনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ইমারত ও বায়'আতের ব্যাপারে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)। (২) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক

কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)। (৩) ‘আন্দোলনের’ কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায)। (৪) যুব বিষয়ক সম্পাদক ও ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)। (৫) ‘আন্দোলন’-এর শূরা সদস্য ও ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী)। (৬) ‘আন্দোলন’-এর শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা)। (৭) ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (মারকায)। (৮) ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর (মারকায) এবং (৯) প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ (ঝিনাইদহ)।

অতঃপর যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন (১) সিলেট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আব্দুর রায্যাক। (২) বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান। (৩) জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইসমাঈল। (৪) যশোর যেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহীম। (৫) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ। (৬) বগুড়া যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন। (৭) দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি রায়হানুল ইসলাম। (৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মুনতাছির আহমাদ। (৯) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক। (১০) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আব্দুর রঊফ।

সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, তোমাদেরকে অবশ্যই সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখবে, ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তিই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রাণশক্তি। আল্লাহ তোমাদেরকে সমাজ সংস্কারের গুরুদায়িত্ব পালনে সাহসের সাথে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন! সমাবেশে ‘যুবসংঘে’র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

**জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা (অনলাইন) :** প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ‘যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে অনলাইনে ‘জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা’ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল মুহতারাম আমীরে জামা‘আত লিখিত ১. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ২. ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি এবং ৩. ড. নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর লিখিত ও আব্দুল মালেক অনূদিত ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ’ল (১) হাফীযুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ, ছাত্র ৮ম শ্রেণী, মারকায)। (২) ইরফানুল ইসলাম (কুমিল্লা, ছাত্র, ছানাবিয়া ২য় বর্ষ, মারকায)। (৩) মুহাম্মাদ মুদ্দাছ্ছির ছাকিব (কুমিল্লা, সাবেক ছাত্র মারকায)।

এছাড়া বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ১০ জন হ’ল (১) মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (নওগাঁ)। (২) মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন (সাতক্ষীরা)। (৩) মাহফূযুর রহমান (নওগাঁ)। (৪) সাজেদুর রহমান (দিনাজপুর)। (৫) আলমগীর হোসাইন (নওগাঁ)। (৬) মুহাম্মাদ জিহাদ আলী (নাটোর)। (৭) রায়হানুদ্দীন কবীর (দিনাজপুর)। (৮) শামসুয্যামান (সুনামগঞ্জ)। (৯) মা‘রূফা খাতূন (রাজশাহী)। (১০) মুহাম্মাদ ফায়ছাল (খুলনা)। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন ‘যুবসমাবেশে’ বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত।

**‘অনলাইন দাওয়াতী কাফেলা’ সমাবেশ :** ইজতেমার ১ম দিন সকাল ৯-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মাঠে ‘অনলাইন দাওয়াতী কাফেলা’ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন হাবীবুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ। অতঃপর উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন ‘অনলাইন দাওয়াতী কাফেলা’ সমাবেশের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুন নূর।

অতঃপর প্রথম অধিবেশনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় ‘যুবসংঘ’-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন- ‘যুবসংঘ’-এর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক, বরিশাল যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, দিনাজপুর-পশ্চিমের উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাউস, ঢাকা-উত্তরের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইলিয়াস, দিনাজপুর-পূর্ব যেলার সভাপতি রায়হানুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ চট্টগ্রাম যেলার সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর, জয়পুরহাট যেলার সভাপতি নাজমুল হক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি মফীযুল ইসলাম প্রমুখ।

দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন- ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, আত-তাহরীক টিভির প্রোগ্রাম পরিচালক শরীফুল ইসলাম, ‘আন্দোলন’ সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয আখতার, আত-তাহরীক টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক।

**কর্মী মতবিনিময় সভা :** তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন বাদ আছর মারকাযের শিক্ষক মিলনায়তনে ‘যুবসংঘে’র কর্মী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকাযের ছাত্র ফরীদুল ইসলাম। জাগরণী পরিবেশন করেন মারকাযের ছাত্র আব্দুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যেলার কর্মীগণ সাংগঠনিক মতামত ও কাজের অগ্রগতি বিষয়ক মতামত ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব পরামর্শগুলিকে পর্যালোচনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অতঃপর মাগরিবের পূর্বে বৈঠক ভঙ্গের দো‘আর মাধ্যমে কর্মী মতবিনিময় সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

**সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল পুনর্মিলনী বৈঠক :** ইজতেমার ২য় দিন বাদ মাগরিব বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল পুনর্মিলনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সেশনে দায়িত্ব পালনকারী ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের পারস্পরিক পরিচিতির পর সাংগঠনিক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হয়। ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

## সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে কে থুতু নিক্ষেপ করেছিল?
উত্তর : ওক্ববা।

২. প্রশ্ন : আবু লাহাবের কোন পুত্র রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে থুতু মেরেছিল?
উত্তর : উতাইবা বিন আবু লাহাব।

৩. প্রশ্ন : উতাইবা বিন লাহাবের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন কন্যার বিবাহ হয়েছিল?
উত্তর : উম্মে কুলছূম সাথে।

৪. প্রশ্ন : উতাইবা কোথায় ব্যবসা করতেন?
উত্তর : সিরিয়ায়।

৫. প্রশ্ন : সিরিয়ায় চলার পথে বাঘ এসে কিভাবে উতাইবাকে হত্যা করে?
উত্তর : ঘাড় মটকে।

৬. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কে পচা হাড্ডি নিয়ে আসে?
উত্তর : উবাই বিন খালাফ।

৭. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর শরীরে কোন অংশে পচা হাড্ডি ছুঁড়ে মারে?
উত্তর : মুখের উপরে।

৮. প্রশ্ন : অলীদ বিন মুগীরাহ মাখযূমীর কয়টি বদ স্বভাব ছিল? উত্তর : নয়টি।

৯. প্রশ্ন : হাতী বা শূকরের শুঁড়কে আরবীতে কি বলা হয়?
উত্তর : 'খুরতূম'।

১০. প্রশ্ন : নবুঅত প্রাপ্তির আগে ফজর ও আছর ছালাত কত রাকা'আত ছিল?
উত্তর : দু' দু' রাকা'আত।

১১. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে সর্বশেষ সিজদার আয়াত কী?
উত্তর : 'আলাক্ব ৯৬/৬-১৯।

১২. প্রশ্ন : বায়তুল্লাহ্‌র নিকটে তাদের ইবাদত বলতে কী ছিল?
উত্তর : শিস দেওয়া ও তালি বাজানো।

১৩. প্রশ্ন : প্রথম কতজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : সাতজন।

১৪. প্রশ্ন : কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের ক্রীতদাস কে ছিলেন?
উত্তর : হাবশী গোলাম বেলাল বিন রাবাহ (রাঃ)।

১৫. প্রশ্ন : ইসলামে প্রবেশ করলে রাসূল (ছাঃ) কার মাধ্যমে নিরাপত্তা দিতেন?
উত্তর : চাচা আবু ত্বালেবের মাধ্যমে।

১৬. প্রশ্ন : মক্কা বিজয় কত তারিখে হয়?
উত্তর : ৮ম হিজরীর ১৭ই রমাযান।

১৭. প্রশ্ন : উমাইয়া বিন খালাফ ছিলেন কোন বংশের লোক?
উত্তর : কুরায়েশ বংশের।

১৮. প্রশ্ন : উমাইয়ার নিকট থেকে কয় উক্বিয়ার বিনিময়ে বেলালকে খরীদ করে নিয়েছিলেন?
উত্তর : দশ উকিয়া।

১৯. প্রশ্ন : ইসলামের প্রথম মুওয়াযযিন কে ছিলেন?
উত্তর : বেলাল (রাঃ)।

২০. প্রশ্ন : বেললা (রাঃ) কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : দামেস্কে।

২১. প্রশ্ন : মক্কা বিজয়ের দিন কোন ছাহাবী মুসলমান হন?
উত্তর : আবু কুহাফা।

২২. প্রশ্ন : মদীনায় প্রেরিত ইসলামের প্রথম দাঈ কে?
উত্তর : মুছ'আব বিন উমায়ের।

২৩. প্রশ্ন : মুছ'আব বিন উমায়েরের প্রচেষ্টায় মদীনায় কোন নেতারা ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : আউস ও খাযরাজ নেতারা।

২৪. প্রশ্ন : ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ কে?
উত্তর : সুমাইয়া।

২৫. প্রশ্ন : ইয়াসিরের স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : সুমাইয়া।

২৬. প্রশ্ন : 'আম্মার বিন ইয়াসিরকে কোন ছাহাবী খরীদ করে মুক্ত করে দেন?
উত্তর : আবুবকর (রাঃ)।

২৭. প্রশ্ন : 'আম্মারকে ওমর (রাঃ) কোথায় গভর্ণর নিযুক্ত করেন?
উত্তর : কূফা নগরীর।

২৮. প্রশ্ন : 'আম্মার কোন যুদ্ধের মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ছিফফীনের যুদ্ধে।

২৯. প্রশ্ন : 'আম্মা শেষ গোসল করান কোন ছাহাবী?
উত্তর : আলী (রাঃ)।

৩০. প্রশ্ন : 'আম্মার কত হিজরীতে কতবছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ৩৭ হিজরীতে ৯৩ বছর বয়সে।

৩১. প্রশ্ন : জাহান্নামের প্রহরী ফেরেস্তার সংখ্যা কত জন?
উত্তর : ১৯ জন।

৩২. প্রশ্ন : উম্মে আম্মার-এর গোলাম কোন গোত্রের মহিলা ছিলেন?
উত্তর : বনু খোযা'আহ।

৩৩. প্রশ্ন : খাব্বাব কী কাজ করতেন?
উত্তর : কর্মকারের।

৩৪. প্রশ্ন : 'আছ বিন ওয়ায়েল-এর তরবারী কে তৈরী করে দেন?
উত্তর : খাব্বাব (আঃ)।

৩৫. প্রশ্ন : খাব্বাব (রাঃ) কত হিজরীতে কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ৩৭ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে।

৩৬. প্রশ্ন : আবুল আরক্বাম আল-মাখযূমীর বাড়িতে কিসের কেন্দ্র হিসাবে বেচে নেন?
উত্তর : প্রশিক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্র।

৩৭. প্রশ্ন : আবুল আরক্বাম আল-মাখযূমীর এর বাড়ি কোথায় ছিল?
উত্তর : ছাফা পাহাড়ের উপর।

## সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : কত বর্গ কিমি এলাকাকে 'সেন্টমার্টিন মেরিন প্রটেস্টেড এরিয়া' ঘোষণা করা হয়েছে?
উত্তর : ১,৭৪৩ বর্গ কিমি।

২. প্রশ্ন : ২০২১ সালের বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন কতজন ব্যক্তি?
উত্তর : ১৫ জন।

৩. প্রশ্ন : কোন কোন যেলার নতুন ইপিজেড নির্মাণ করা হবে?
উত্তর : গাইবান্ধা, যশোর, পটুয়াখালী।

৪. প্রশ্ন : ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশে সর্বাধিক রেমিট্যান্স আসে কোন দেশে থেকে?
উত্তর : সঊদী আরব।

৫. প্রশ্ন : ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশে সর্বাধিক আমদানি করে কোন দেশে থেকে?
উত্তর : চীন।

৬. প্রশ্ন : RCEP অন্তর্ভূক্ত দেশ কতটি?
উত্তর : ১৫টি।

৭. প্রশ্ন : GFP'র ২০২২ সালের সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৪৬তম।

৮. প্রশ্ন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান কয়টি অনুষদ রয়েছে? উত্তর : ১৩টি।

৯. প্রশ্ন : ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে?
উত্তর : ৫০'মেগাওয়াট'।

১০. প্রশ্ন : ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা বাড়াতে প্রলেপ বা কোটিং কারখানা কোথায় নির্মাণ করা হবে?
উত্তর : সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপযেলায়।

১১. প্রশ্ন : দেশের সবচেয়ে বড় ও আধুনিক আন্ডারপাসের নাম কী?
উত্তর : সুরসপ্তক।

১২. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সর্বাধিক পাম অয়েল আমদানি করে কোন দেশ থেকে?
উত্তর : ইন্দোনেশিয়া।

১৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কতজন ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন?
উত্তর : ২৩ জন।

১৪. প্রশ্ন : বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে কত ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিটমিথেন গ্যাসের সন্ধান পায়?
উত্তর : ১৭ থেকে ১০৩ ট্রিলিয়ন।

১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও আধুনিক আন্ডারপাস এর নাম কী? উত্তর: 'সুরসপ্তক'।

## সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : GFP'র ভিত্তিতে সর্বনিম্ন অর্থনীতির দেশ কোনটি?
উত্তর : টুভ্যালু।

২. প্রশ্ন : GFP'র ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৪২তম।

৩. প্রশ্ন : ১৪ জানুয়ারি ২০২২ কোন দেশ ALLB'র ৮৯তম সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : পেরু।

৪. প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক নবায়ণযোগ্য জ্বালানি সংস্থার (IRENA) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ১৬৭টি।

৫. প্রশ্ন : ৪৮তম জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : জার্মানি।

৬. প্রশ্ন : GIOBI Firepower (GFP) ২০২২ অনুযায়ী, সামরিক শক্তিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

৭. প্রশ্ন : GFP'র ২০২২ সালের সামরিক শক্তিতে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
উত্তর : ভুটান।

৮. প্রশ্ন: এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (ALLB) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ৮৯টি।

৯. প্রশ্ন : GFP'র ভিত্তিতে শীর্ষ অর্থনীতির দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

১০. প্রশ্ন : ইন্দোনেশিয়ার প্রস্তাবিত রাজধানীর নাম কী?
উত্তর : নুসানতারা।

১১. প্রশ্ন : করোনার মিশ্র ধরণ ডেল্টাক্রন প্রথম শনাক্ত হয় কোন দেশে?
উত্তর : সাইপ্রাস।

১২. প্রশ্ন : ফ্লুরোনা (Flurona) প্রথম শনাক্ত হয় কোন দেশে?
উত্তর : ইসরায়েল।

১৩. প্রশ্ন : WHO অনুমোদিত দশম টিকা কোনটি?
উত্তর : Nuvaxovid

**প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম**

# দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

**সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন!** আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব নেকী উপার্জনের অনন্য মাস আসন্ন রামাযানে দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

**অর্থ প্রেরণের ঠিকানা**

**তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।**

**বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০।**

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

# সদ্য প্রকাশিত কিছু মোবাইল এ্যাপ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

এ্যাপগুলো পেতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন অথবা
ভিজিট করুন -https://cutt.ly/OPlVGO2

**আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২

GET ON Google Play

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak মার্চ-এপ্রিল ২০২২ মূল্য : ২৫ টাকা

# তুহফায়ে রামাযান

# সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

(ঢাকার জন্য)

হিজরী : ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দ : ২০২২

| তারিখ | | বার | সাহারীর শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| হিজরী | খৃষ্টাব্দ | | ঘণ্টা-মিনিট | ঘণ্টা-মিনিট |
| ০১ রামাযান | ০৩ এপ্রিল | রবিবার | ৪:৩২ | ৬:১৫ |
| ০২ রামাযান | ০৪ এপ্রিল | সোমবার | ৪:৩১ | ৬:১৬ |
| ০৩ রামাযান | ০৫ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪:৩০ | ৬:১৬ |
| ০৪ রামাযান | ০৬ এপ্রিল | বুধবার | ৪:২৯ | ৬:১৭ |
| ০৫ রামাযান | ০৭ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:২৮ | ৬:১৭ |
| ০৬ রামাযান | ০৮ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪:২৭ | ৬:১৭ |
| ০৭ রামাযান | ০৯ এপ্রিল | শনিবার | ৪:২৬ | ৬:১৮ |
| ০৮ রামাযান | ১০ এপ্রিল | রবিবার | ৪:২৪ | ৬:১৮ |
| ০৯ রামাযান | ১১ এপ্রিল | সোমবার | ৪:২৩ | ৬:১৯ |
| ১০ রামাযান | ১২ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪:২২ | ৬:১৯ |
| ১১ রামাযান | ১৩ এপ্রিল | বুধবার | ৪:২১ | ৬:১৯ |
| ১২ রামাযান | ১৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:২০ | ৬:২০ |
| ১৩ রামাযান | ১৫ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪:১৯ | ৬:২০ |
| ১৪ রামাযান | ১৬ এপ্রিল | শনিবার | ৪:১৮ | ৬:২১ |
| ১৫ রামাযান | ১৭ এপ্রিল | রবিবার | ৪:১৭ | ৬:২১ |
| ১৬ রামাযান | ১৮ এপ্রিল | সোমবার | ৪:১৬ | ৬:২১ |
| ১৭ রামাযান | ১৯ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪:১৫ | ৬:২২ |
| ১৮ রামাযান | ২০ এপ্রিল | বুধবার | ৪:১৪ | ৬:২২ |
| ১৯ রামাযান | ২১ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:১৩ | ৬:২২ |
| ২০ রামাযান | ২২ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪:১২ | ৬:২৩ |
| ২১ রামাযান | ২৩ এপ্রিল | শনিবার | ৪:১১ | ৬:২৩ |
| ২২ রামাযান | ২৪ এপ্রিল | রবিবার | ৪:১০ | ৬:২৪ |
| ২৩ রামাযান | ২৫ এপ্রিল | সোমবার | ৪:০৯ | ৬:২৫ |
| ২৪ রামাযান | ২৬ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪:০৮ | ৬:২৫ |
| ২৫ রামাযান | ২৭ এপ্রিল | বুধবার | ৪:০৭ | ৬:২৬ |
| ২৬ রামাযান | ২৮ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০৬ | ৬:২৬ |
| ২৭ রামাযান | ২৯ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪:০৫ | ৬:২৬ |
| ২৮ রামাযান | ৩০ এপ্রিল | শনিবার | ৪:০৪ | ৬:২৭ |
| ২৯ রামাযান | ০১ মে | রবিবার | ৪:০৩ | ৬:২৭ |
| ৩০ রামাযান | ০২ মে | সোমবার | ৪:০৩ | ৬:২৭ |

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য যেলা সমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণ অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচী দেখানো হয়েছে।

[যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

**ঢাকা বিভাগ**

| যেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| নরসিংদী | −১ | −১ | −১ | −১ |
| গাযীপুর | ০ | ০ | ০ | ০ |
| শরীয়তপুর | +১ | ০ | −১ | −১ |
| নারায়ণগঞ্জ | ০ | −১ | −১ | −১ |
| টাঙ্গাইল | +১ | +২ | +৩ | +৩ |
| কিশোরগঞ্জ | −২ | −১ | −১ | −১ |
| মানিকগঞ্জ | +২ | +২ | +২ | +২ |
| মুন্সিগঞ্জ | ০ | −১ | −১ | −১ |
| রাজবাড়ী | +৩ | +৪ | +৪ | +৪ |
| মাদারীপুর | +২ | +১ | ০ | ০ |
| গোপালগঞ্জ | +৪ | +২ | +২ | +১ |
| ফরিদপুর | +৩ | +২ | +২ | +২ |

**রাজশাহী বিভাগ**

| যেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| সিরাজগঞ্জ | +২ | +৩ | +৩ | +৪ |
| পাবনা | +৪ | +৫ | +৫ | +৫ |
| বগুড়া | +৩ | +৫ | +৫ | +৬ |
| রাজশাহী | +৬ | +৭ | +৭ | +৮ |
| নাটোর | +৫ | +৬ | +৬ | +৭ |
| জয়পুরহাট | +৩ | +৬ | +৭ | +৭ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +৭ | +৯ | +৯ | +১০ |
| নওগাঁ | +৪ | +৭ | +৭ | +৭ |

**রংপুর বিভাগ**

| যেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| পঞ্চগড় | +৩ | +৯ | +১০ | +১১ |
| দিনাজপুর | +৪ | +৮ | +৯ | +৯ |
| লালমণিরহাট | ০ | +৫ | +৬ | +৭ |
| নীলফামারী | +৩ | +৭ | +৮ | +৯ |
| গাইবান্ধা | +১ | +৪ | +৫ | +৫ |
| ঠাকুরগাঁও | +৪ | +৯ | +১০ | +১১ |
| রংপুর | +১ | +৬ | +৭ | +৭ |
| কুড়িগ্রাম | ০ | +৪ | +৫ | +৬ |

**ময়মনসিংহ বিভাগ**

| যেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| শেরপুর | ০ | +২ | +৩ | +৩ |
| ময়মনসিংহ | −২ | +১ | +১ | +১ |
| জামালপুর | ০ | +৩ | +৩ | +৩ |
| নেত্রকোণা | −৩ | −১ | −১ | ০ |

**খুলনা বিভাগ**

| যেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| যশোর | +৬ | +৫ | +৪ | +৪ |
| সাতক্ষীরা | +৭ | +৫ | +৪ | +৪ |
| মেহেরপুর | +৭ | +৭ | +৭ | +৭ |
| নড়াইল | +৫ | +৩ | +৩ | +৩ |
| চুয়াডাঙ্গা | +৭ | +৬ | +৬ | +৬ |
| কুষ্টিয়া | +৫ | +৫ | +৫ | +৫ |
| মাগুরা | +৫ | +৪ | +৪ | +৪ |
| খুলনা | +৫ | +৩ | +৩ | +২ |
| বাগেরহাট | +৫ | +২ | +১ | +১ |
| ঝিনাইদহ | +৫ | +৫ | +৫ | +৫ |

**চট্টগ্রাম বিভাগ**

| যেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| কুমিল্লা | −২ | −৪ | −৪ | −৪ |
| ফেনী | −৩ | −৫ | −৫ | −৫ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | −৩ | −৩ | −৩ | −৩ |
| রাঙ্গামাটি | −৫ | −৮ | −৯ | −৯ |
| নোয়াখালী | −১ | −৪ | −৪ | −৪ |
| চাঁদপুর | ০ | −২ | −২ | −২ |
| লক্ষ্মীপুর | ০ | −২ | −৩ | −৩ |
| চট্টগ্রাম | −৩ | −৭ | −৭ | −৮ |
| কক্সবাজার | −২ | −৮ | −৯ | −১০ |
| খাগড়াছড়ি | −৫ | −৭ | −৭ | −৮ |
| বান্দরবান | −৫ | −৮ | −৯ | −৯ |

**বরিশাল বিভাগ**

| যেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| ঝালকাঠি | +৩ | ০ | ০ | −১ |
| পটুয়াখালী | +৩ | −১ | −১ | −২ |
| পিরোজপুর | +৩ | +১ | +১ | ০ |
| বরিশাল | +২ | −১ | −১ | −১ |
| ভোলা | +১ | −২ | −২ | −৩ |
| বরগুনা | +৪ | ০ | −১ | −১ |

**সিলেট বিভাগ**

| যেলার নাম | সাহারী | ইফতার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ১-১০ | ১১-২০ | ২১-৩০ |
| সিলেট | −৯ | −৫ | −৫ | −৫ |
| মৌলভীবাযার | −৬ | −৫ | −৫ | −৫ |
| হবিগঞ্জ | −৫ | −৪ | −৪ | −৩ |
| সুনামগঞ্জ | −৬ | −৩ | −৩ | −২ |

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। ‘সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*।

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল